পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1681, Saturday, May 16, 2026 FREE www.parichoy.com

জনগণের দাবি হলে কুমিল্লাকে বিভাগ করা হবে- প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ পদত্যাগ করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার: ডেইলি মেইল- ৫ম পাতায়

■ মার্চে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স গেলো কোন জেলায়, কোন দেশ থেকে কত- ৫ম পাতায়

■ কিউবার সাবেক নেতা রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ চীন মাত্র ২০০ বিমান অর্ডার করেছে, ট্রাম্পের এমন ঘোষণায় বোয়িংয়ের শেয়ারের দাম ৪% কমল - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সংঘাত হতে পারে: ট্রাম্পকে সতর্ক করলেন শি -৭ম পাতায়

■ ৩৪,৩৪৭ কোটি টাকার পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের অনুমোদন দিল সরকার -৮ম পাতায়

■ সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য ও আরব আমিরাতের বাজারে বাংলাদেশি খাদ্যপণ্য রপ্তানি শুরু শপআপের -৮ম পাতায়

■ নাম ছিল জাতীয়তাবাদী দল, এখন মানুষ বলে চাঁদাবাজি দল: জামায়াত আমির -৯ম পাতায়

ইরানে এসে হোঁচট খেল ট্রাম্পের ‘ঝুঁকিপূর্ণ ভূ-রাজনীতি’

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

নলেজ করিডোর নাকি আত্মঘাতী ফাঁদ: পাকিস্তান বাংলাদেশীদের কী শেখাবে?

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MOINUL ISLAM
REBNY

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
৯১-০৬ ৩৭ এভিনিউ, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● আপনার বন্ধু হতে পারাটা সম্মানের, আমি সবার কাছেই বলি যে, আপনি একজন মহান নেতা - চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● আমি আপনার সঙ্গে একযোগে কাজ করতে চাই যাতে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের এই বিশাল জাহাজটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায় এবং ২০২৬ সালকে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যা সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর উদ্দেশ্য চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং

● আমেরিকানদের ওপর আমাদের কোনো আস্থা নেই, এটাই আলোচনার প্রধান বাধা - ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি

● কুমিল্লাকে বিভাগ করা যদি জনগণের দাবি হয় তবে তা বাস্তবায়ন করা হবে বলে- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

● নাম ছিল জাতীয়তাবাদী দল, এখন মানুষ বলে চাঁদাবাজি দল - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান

● ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক নির্ভর করবে ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদনের ওপর - বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে তেল-গ্যাসে বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা - অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

● সরকার পরিবার কার্ড ও কৃষক কার্ডের মতো রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বাহ্যিক কিছু জিনিসের কথা বলছে। খাল খনন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে- দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

চীন থেকে কিছু আনা যাবে না: বিমানে ওঠার আগে উপহার ফেলে দিতে হলো ট্রাম্পের টিমকে

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরসঙ্গী হিসেবে যাওয়া মার্কিন কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকরা চীনে পাওয়া যাবতীয় উপহার ও অন্যান্য সরঞ্জাম এয়ার ফোর্স ওয়ানে ওঠার আগেই ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সম্পর্কে বিরাজমান গভীর অবিশ্বাসের বিষয়টি এই ঘটনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের দুই দিনের সফর শেষে শুক্রবার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিন প্রতিনিধিদলের সদস্য এবং হোয়াইট হাউসের সাংবাদিকরা সে সময় সফরের কাজে চীনের দেওয়া অস্থায়ী বার্নার ফোন, পরিচিতি বা ক্রেডেনশিয়াল ব্যাজ, এমনকি স্যুটে পরার ল্যাপেল পিন পর্যন্ত ফেলে দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসের একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, বেইজিং ক্যাপিটাল এয়ারপোর্ট থেকে দেশের পথে রওনা হওয়ার আগমুহূর্তে প্লেনের সিঁড়ির ঠিক নিচেই একটি ডাস্টবিনে সবকিছু ফেলে দেওয়া হয়। নিউইয়র্ক পোস্টের হোয়াইট হাউস প্রতিনিধি এমিলি গুডিন এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, চীনের কোনো কিছুই বিমানে তোলা যাবে

বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

ইরানে এসে হোঁচট খেল ট্রাম্পের ‘ঝুঁকিপূর্ণ ভূ-রাজনীতি’

পরিচয় ডেস্ক: ক্ষমতায় ফিরে আসার প্রথম বছরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাম্ভিকতাপূর্ণ আলোচনার শৈলী তাকে শুল্ক থেকে শুরু করে সশস্ত্র সংঘাতের মতো বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ছাড় আদায় করতে সহায়তা করেছিল। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে তার সেই একই ধরনের জবরদস্তিমূলক কূটনীতি, যা মূলত প্রকাশ্য হুমকি, অপমান এবং আল্টিমেটামের মাধ্যমে চিহ্নিত, তা এখন এক কঠিন দেয়ালের মুখে দাঁড়িয়েছে এবং এটি সম্ভবত বিশ্ব অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধ শেষ করার জন্য তাঁর নিজস্ব প্রচেষ্টাকেই বাধাগ্রস্ত করছে।

দুই পক্ষের মধ্যে চলা এই অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প ১১ সপ্তাহ ধরে চলা এই সংকটের বিষয়ে তাঁর ক্রমবর্ধমান হতাশার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তবে ইরানের নেতাদের প্রতি

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

নলেজ করিডোর নাকি আত্মঘাতী ফাঁদ: পাকিস্তান বাংলাদেশীদের কী শেখাবে?

পরিচয় ডেস্ক: গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপে যে দেশের অবস্থান পৃথিবীর সর্বনিম্নে, যেখানে প্রতি তিনজন শিশুর একজন শিক্ষাবঞ্চিত আর খোদ নিজেদের শিক্ষা বাজেটই কেটে করা হয়েছে এক-তৃতীয়াংশ-সেই পাকিস্তানের সঙ্গে ‘নলেজ করিডোর’ গড়ে তোলার ঘোষণা

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

পদত্যাগ করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার: ডেইলি মেইল

পরিচয় ডেস্ক: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চান। তবে তড়িঘড়ি নয়, সুনির্দিষ্ট সময়সূচি মেনেই তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন।

ডেইলি মেইলের প্রতিবেদক ড্যান হজেস দাবি করেন, গতকাল শেষ বিকেলে মন্ত্রিসভার এক সদস্যের তাকে বলেন, কিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝেন। তিনি বুঝতে পারছেন, এই চলমান বিশৃঙ্খলা আর বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না। তিনি স্রেফ মর্যাদার সঙ্গে নিজের ইচ্ছেমতো সময়ে পদত্যাগ করতে চান। এজন্য একটি সময়সূচিও ঘোষণা করবেন তিনি।

মন্ত্রিসভার আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, এই ঘোষণা ঠিক কবে আসবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্টারমারের কিছু প্রবীণ সহযোগী তাকে এখনই কোনো মন্তব্য না করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাদের মতে, মেকারফিল্ড উপনির্বাচনের প্রাথমিক ভোট সমীক্ষা ও প্রচারের গতিপ্রকৃতি সামনে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। এক মন্ত্রীর দাবি, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক চিফ অভ স্টাফ মরগ্যান ম্যাকসুইনি তাকে আরও কিছু দিন টিকে থাকার অনুরোধ

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

আবাসন খাতে কালো টাকার দায়মুক্তি ও ২০ খাতে কর অবকাশ ফিরতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: আগামী জাতীয় বাজেটে আবাসন খাতে পূর্ণ দায়মুক্তিসহ অপ্রদর্শিত আয় বা কালো টাকা বিনিয়োগের বিতর্কিত সুযোগটি আবারও ফিরিয়ে আনার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে সরকার। বাজেট

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

মার্চে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স গেলো কোন জেলায়, কোন দেশ থেকে কত

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের মার্চে বাংলাদেশে পাঠানো মোট প্রবাসী আয়ের প্রায় অর্ধেকই গিয়েছে ঢাকা বিভাগে। এ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্চে বাংলাদেশে মোট রেমিট্যান্স গিয়েছে ৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার।

এর মধ্যে, ঢাকা বিভাগে গিয়েছে ১ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার, যা মার্চে মোট প্রবাসী আয়ের ৪৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গত বছরের মার্চের তুলনায় এ বছর ঢাকায় ৪৫৬ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন ডলার বা ১৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ রেমিট্যান্স বেশি গিয়েছে বলে প্রতিবেদনে দেখা গেছে।

বাংলাদেশে প্রবাসী আয় প্রবাহের মাসিক প্রতিবেদনে আরও দেখা গেছে, চট্টগ্রাম বিভাগে এসেছে ১ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার,

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

কিউবার সাবেক নেতা রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: তিন দশক আগে দুটি বেসামরিক বিমান ভূপাতিত করার দায়ে কিউবার বর্ষীয়ান নেতা রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন বিচার বিভাগ। দ্রুতই এই অভিযোগ দায়ের করা হতে পারে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

সিআইএ পরিচালকের হাভানা সফরের মধ্যেই মার্কিন গ্র্যান্ড জুরির অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা এই সম্ভাব্য অভিযোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে এল। ৯৪ বছর বয়সী রাউল কাস্ত্রো ২০২১ সালে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির নেতার পদ থেকে সরে দাঁড়ান, যার মাধ্যমে দেশটিতে তার পরিবারের অর্ধ-শতাব্দীর শাসনের অবসান ঘটে। এর আগে বড় ভাই ফিদেল কাস্ত্রো পদত্যাগ করলে তিনি ১৫ বছর কিউবার নেতৃত্ব দেন। রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে এই সম্ভাব্য বিচারিক প্রক্রিয়া কিউবার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চলমান চাপের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগে কিউবার ওপর তেল অবরোধ ও ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ওয়াশিংটন।

প্রতিবেদন অনুসারে, ১৯৯৬ সালে মার্কিন মানবাধিকার সংস্থা “ব্রাদার্স টু দ্য রেসকিউ”-এর পরিচালিত দুটি বিমান ভূপাতিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই অভিযোগ গঠন করা হচ্ছে। মার্কিন বিচার বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগামী বুধবারের মধ্যেই এই অভিযোগ দায়ের হতে পারে।

শুক্রবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, “আমি বিচার বিভাগকেই এ বিষয়ে মন্তব্য করতে দেব।” তবে কিউবার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করে তিনি বলেন, “আপনারা জানেন, তাদের (কিউবানদের) সাহায্য প্রয়োজন। তারা এখন একটি ক্ষয়িষ্ণু জাতি হিসেবে পরিচিত।”

ট্রাম্প কিউবার ওপর তেল অবরোধ আরোপ করেছেন, যা দেশটিতে তীব্র জ্বালানি সংকট সৃষ্টি করেছে। চলতি সপ্তাহে কিউবার জ্বালানি মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, দ্বীপরাষ্ট্রটির জ্বালানি তেল কার্যত শেষ হয়ে গেছে।

তদন্ত ও আইনি প্রেক্ষাপট রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কী কী অভিযোগ আনা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ১৯৯৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির সেই বিমান হামলার ওপর ভিত্তি করেই তদন্ত চলছে। সে সময় ফিদেল কাস্ত্রো প্রেসিডেন্ট এবং রাউল কাস্ত্রো সশস্ত্র বাহিনীর মন্ত্রী ছিলেন। ওই ঘটনায় বিমানে থাকা চারজন নিহত হন। “ব্রাদার্স টু দ্য রেসকিউ” মূলত কিউবান নির্বাসিতদের একটি দল ছিল, যারা সমুদ্রপথে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া অভিবাসীদের খোঁজ করত। ঘটনার আগে তারা কিউবার উপকূলের কাছে কাস্ত্রো-বিরোধী লিফলেট ফেলেছিল। কিউবা সরকারের দাবি ছিল, ওই বিমানগুলো বারবার তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। তবে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা জানিয়েছিল, হামলার ঘটনাটি আন্তর্জাতিক জলসীমায় ঘটেছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে ফ্লোরিডার অ্যাটর্নি জেনারেল এক সংবাদ সম্মেলনে রাউল কাস্ত্রোর ভূমিকা নিয়ে তদন্ত

বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

অধিকাংশ ইরানির নাম একটাই- ‘মোহাম্মদ সামথিং’: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, “অধিকাংশ ইরানির নামের প্রথম অংশ নাকি একই রকম হয়ে থাকে! সম্প্রতি ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

চলতি সপ্তাহে চীনে সফরের ফাঁকে ফক্স নিউজের “স্পেশাল রিপোর্ট” অনুষ্ঠানে উপস্থাপক ব্রেট বেয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলেন ট্রাম্প।

বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

চীন মাত্র ২০০ বিমান অর্ডার করেছে, ট্রাম্পের এমন ঘোষণায় বোয়িংয়ের শেয়ারের দাম ৪% কমল

পরিচয় ডেস্ক: চীন যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের কাছ থেকে ২০০টি বিমান কিনতে রাজি হয়েছে। বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু এই সংখ্যা বিশ্লেষকদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম হওয়ায় বোয়িংয়ের শেয়ারের দামে বড় ধরনের পতন হয়েছে।

এই চুক্তিতে ঠিক কোন ধরনের বিমান সরবরাহ করা হবে এবং কবে তা হস্তান্তর করা হবে-এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, ট্রাম্প ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৃহস্পতিবারের বৈঠকের আগে প্রায় ৫০০টি বিমান বিক্রির বিষয়ে আলোচনা চলছিল। সে তুলনায় ২০০টি বিমান বেশ হতাশাজনক সংখ্যা বোয়িংয়ের জন্য।

শি জিনপিংয়ের প্রসঙ্গে ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, “আজ তিনি একটি বিষয়ে রাজি হয়েছেন, তিনি ২০০টি বিমান অর্ডার করতে যাচ্ছেন... ২০০টি বড় বিমান।”

এ ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার শেয়ারবাজারে

বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

ব্র্যান্ড ‘টক্সিক’ হয়ে উঠেছে, তাই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা বাতিল

পরিচয় ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো “ট্রাম্প টাওয়ার” নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল মাত্র তিন মাস আগে। কিন্তু এরই মধ্যে সেই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে। স্থানীয় নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ায় ট্রাম্প ব্র্যান্ড এখন “টক্সিক” হয়ে উঠেছে।

আলটাস প্রপার্টি গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেভিড ইয়াং সিএনএনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, “সোজা কথায় বলতে গেলে, ইরান যুদ্ধ

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

তদন্তের মুখে চীনা এজেন্ট হওয়ার কথা স্বীকার করলেন ক্যালিফোর্নিয়ার একটি উপশহরের সাবেক মেয়র

পরিচয় ডেস্ক: লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি উপশহরের সাবেক মেয়র যুক্তরাষ্ট্রে চীনের একজন অনিবন্ধিত বিদেশি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার দায় স্বীকার করতে রাজি হয়েছেন।

আদালতের নথি অনুযায়ী, আইলিন ওয়াং স্বীকার করেছেন, তিনি চীনা সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশনায় চীনপন্থি প্রচারণামূলক লেখা প্রকাশ করেছিলেন। সোমবার (১১ মে) প্রকাশিত আদালতের নথিতে এ তথ্য উঠে এসেছে।

ওয়াং ছিলেন আর্কাডিয়া শহরের মেয়র। প্রায় ৫৫ হাজার জনসংখ্যার এই শহরটি লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৫ মাইল (২৪ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ২০২২ সালে সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি মেয়র হন। সোমবার (১১ মে) তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে সিটি ম্যানেজার ডমিনিক লাজারেত্তো এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

লাজারেত্তো বিবৃতিতে বলেন, “আমরা নিশ্চিত

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সংঘাত হতে পারে: ট্রাম্পকে সতর্ক করলেন শি

পরিচয় ডেস্ক: চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছেন যে, বেইজিংয়ের দাবি করা স্বশাসিত তাইওয়ান ইস্যুটি যদি ভুলভাবে সামলানো হয়, তবে দুই দেশ সরাসরি সংঘাত বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) বেইজিংয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসেন শি জিনপিং। ওই সময় তিনি ট্রাম্পকে এমন সতর্কতা দেন। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই নেতার শীর্ষ বৈঠকে শি জিনপিং বলেন, “তাইওয়ান প্রশ্নটি হলো চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।”

তিনি আরও সতর্ক করে দিয়ে বলেন, “যদি এটি ভুলভাবে সামলানো হয়, তবে দুই দেশ সরাসরি সংঘর্ষে বা এমনকি বড় কোনো সংঘাতের মুখে পড়তে পারে; যা পুরো চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেবে।”

চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, শি জিনপিং ট্রাম্পকে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাইওয়ান ইস্যুটি যদি যথাযথভাবে মোকাবিলা করা না হয়, তবে দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এতে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক “একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায়” পৌঁছাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, বেইজিং সব সময় তাইওয়ানকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দাবি করে আসছে এবং এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে থাকে।

ইরান যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে চীন: মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে চলমান যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে চীন সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থান তৈরির চেষ্টা করছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার একটি অত্যন্ত গোপনীয় বিশ্লেষণে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটি পড়েছেন এমন দুজন মার্কিন কর্মকর্তা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহে জয়েন্ট *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

আমি আমেরিকানদের আর্থিক অবস্থা নিয়ে ভাবি না

পরিচয় ডেস্ক: এদিকে মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আমেরিকানরা বর্তমানে যে আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন-তা ইরানের সাথে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে কি

না। জবাবে ট্রাম্প সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, “মোটেও না।” সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “ইরানের বিষয়ে আমি যখন কথা বলি, তখন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প শীর্ষ ব্যবসায়ীদের বেইজিংয়ে নিলেও বড় কোনো চুক্তি হয়নি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বেইজিংয়ে আলোচনার শেষ দিনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শীর্ষ সম্মেলন ঘিরে এখন পর্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ এবং সতর্কভাবে পরিচালিত প্রতীকী কর্মকাণ্ড দেখা গেলেও, এই আলোচনা থেকে বড় কোনো অর্থনৈতিক ফলাফল কমই সামনে এসেছে।

প্রথম দিনে শীর্ষ ব্যবসায়িক নেতাদের উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে ট্রাম্পের দাবি কী, আর গোয়েন্দা তথ্য কী বলছে

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধের ময়দানে দেশটির সামরিক সক্ষমতা আসলে কতটুকু চূর্ণ হয়েছে, তা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি এবং গোপন গোয়েন্দা তথ্যের মধ্যে বড় ধরনের গরমিল *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল ও ২০০ বোয়িং জেট কিনবে চীন, হরমুজ খুলতেও একমত বেইজিং: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রথম দফার বৈঠক শেষে বড় ধরণের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সাফল্যের দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানিয়েছেন, চীন কেবল মার্কিন পণ্য কেনার বড় প্রতিশ্রুতিই দেয়নি, বরং তেহরানকে কোনো ধরণের সামরিক সহায়তা না দেওয়ারও অঙ্গীকার করেছে।

ট্রাম্পের মতে, চীনও চায় না ইরানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকুক। শি জিনপিং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে চীন ইরানকে কোনো সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করবে না।

তিনি বলেন, “শি বলেছেন তিনি কোনো সামরিক সরঞ্জাম দেবেন না। এটি একটি বড় বক্তব্য।”

একই সাথে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ “হরমুজ প্রণালি” পুনরায় উন্মুক্ত করার বিষয়েও চীন একমত হয়েছে বলে জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, চীন ওই অঞ্চল থেকে প্রচুর তেল আমদানি করে, তাই তারাও চায় এই জলপথ টি নিরাপদ থাকুক। এমনকি এই জট কাটাতে শি জিনপিং মধ্যস্থতা বা সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন বলেও দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প জানান, চীন ২০০টি মার্কিন “বোয়িং” *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

যেভাবে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে চীনে রুবিও

পরিচয় ডেস্ক: চীনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরসঙ্গী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়ে বেইজিংয়ে পা রাখলেন, তা নিয়ে চলছে আলোচনা। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

৩৪,৩৪৭ কোটি টাকার পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের অনুমোদন দিল সরকার

পরিচয় ডেস্ক: বহুল আলোচিত পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প অনুমোদন করেছে সরকার। প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা।

আজ বুধবার (১৩ মে) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০ হাজার ৪৪৩.৬৪ কোটি টাকা। এর মূল লক্ষ্য হলো শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদীর পানিশূন্যতা দূর করা, নদী ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সামগ্রিক পানি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রকল্পের নথিপত্র অনুযায়ী, রাজবাড়ীর পাংশায় নির্মিতব্য এই ব্যারাজটি প্রায় ২ হাজার ৯০০ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি ধরে রাখবে, যা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করবে।

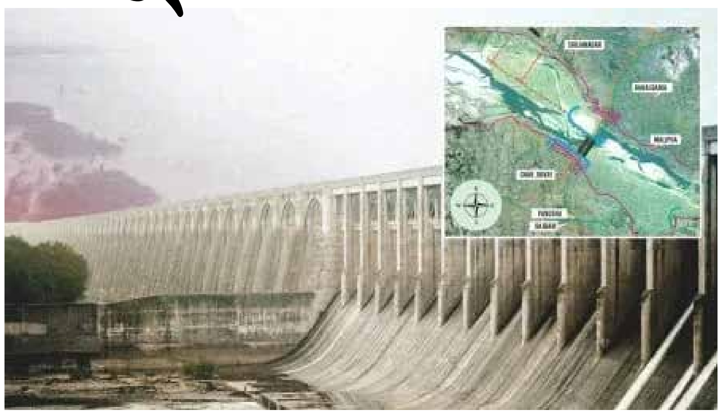

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ইছামতী-মাথাভাঙ্গা, গড়াই-মধুমতি, চন্দনা-বারাশিয়া, বড়াল ও ইছামতী নদী সিস্টেমে শুষ্ক মৌসুমের প্রবাহ নিশ্চিত করা। এটি গোদাগাড়ী পাম্প হাউস, গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্প এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতেও সহায়তা করবে।

এর ফলে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা ও রাজশাহীসহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর প্রায় ২.৮৮ মিলিয়ন হেক্টর আবাদি জমিতে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পটিতে ১১৩ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ব্যারাজের উপরের অংশকে রাস্তা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং গ্যাস পাইপলাইনের জন্য একটি বহুমুখী করিডোর হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী, প্রকল্পের ফলে বার্ষিক ধান উৎপাদন ২.৩৯ মিলিয়ন টন এবং মাছ উৎপাদন ২.৩৪ লাখ টন বৃদ্ধি পাবে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

কোয়ান্টানাইট: ঢাকার যে ‘ব্যাক অফিস’ বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল সেবার নেপথ্যে

পরিচয় ডেস্ক: কোয়ান্টানাইট মূলত একটি ‘সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার’। ভয়েস-বেজড সাপোর্টের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বহুভাষী সুবিধার জন্য কায়রোতে তাদের অফিস থাকলেও অপারেশনাল বা ব্যাক অফিস কাজের জন্য ঢাকা তাদের প্রধান কেন্দ্র।

তরুণ কুমার রায় সবেমাত্র যোগ দিয়েছেন কোয়ান্টানাইটে। মার্কিন এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে আগে থেকেই নির্ধারিত একটি সভা ছিল তার। সে অনুযায়ী কনফারেন্স রুমটিও *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

জ্বালানি সহযোগিতায় এমওইউ সই করল বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: জ্বালানি খাতে কৌশলগত সহযোগিতার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন জ্বালানি দপ্তরে *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

দেশের ১০,৭৪০ স্কুলে নেই খেলার মাঠ, বাড়ছে শিশুদের মোবাইল আসক্তি

পরিচয় ডেস্ক: দেশের ১০ হাজার ৭৪০টি স্কুলে কোনো খেলার মাঠ নেই। মাঠের অভাবে শিশুরা মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসে আসক্ত হয়ে পড়ছে, ফলে তাদের মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে বলে ঢাকায় আয়োজিত এক সেমিনারে জানিয়েছেন বক্তারা। শুক্রবার (১৫ মে) রাজধানীর জাতীয় *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য ও আরব আমিরাতের বাজারে বাংলাদেশি খাদ্যপণ্য রপ্তানি শুরু শপআপের

ShopUp

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসা-থেকে-ব্যবসা (বি-২-বি) বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম শপআপ সরকার অনুমোদিত রপ্তানি বরাদ্দের আওতায় সৌদি আরব এবং যুক্তরাজ্যে সফলভাবে ৩০০ মেট্রিক টন চাল রপ্তানি সম্পন্ন করেছে।

সৌদি আরব ও যুক্তরাজ্যে চাল রপ্তানি : শপআপ সফলভাবে ৩০০ মেট্রিক টন চাল সৌদি আরব এবং যুক্তরাজ্যে পাঠিয়েছে, যা উভয় বাজারের মান, বিধিনিষেধ এবং পরিবহনসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে। দক্ষিণ এশীয় বৃহৎ প্রবাসী জনগোষ্ঠী এবং অত্যন্ত গুণমান-সচেতন গ্রাহকদের আবাসস্থল সৌদি আরব ও যুক্তরাজ্যের বাজারে সেবা দেওয়ার সক্ষমতা শপআপের আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বাজারে পরিচালনাগত ও বিধিনিষেধ মেনে চলার প্রস্তুতির ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে।

তাজা কৃষিপণ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ: শ্রেণিগত এক উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণে শপআপ এখন তাজা শাকসবজি এবং মৌসুমী ফলের বিভাগে প্রবেশ করেছে। শুকনা খাদ্যপণ্যের তুলনায় এ খাতে আরও সমন্বিত সংগ্রহব্যবস্থা, দ্রুততর পরিবহন এবং অধিক নিখুঁত সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়।

বাড়তি ৫,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ে ফের ১% পর্যন্ত সম্পদ কর চালুর পরিকল্পনা সরকারের

পরিচয় ডেস্ক: আগামী জাতীয় বাজেটে সরকার সর্বোচ্চ ১ শতাংশ পর্যন্ত সম্পদ কর পুনরায় চালু করতে পারে। বিদ্যমান সম্পদ সারচার্জ ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করে এই নতুন ব্যবস্থা আনার মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় এবং আয় ও সম্পদ বৈষম্য কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, আসন্ন বাজেটের আয়কর ব্যবস্থা নিয়ে চলমান আলোচনার অংশ হিসেবেই প্রস্তাবিত এই কর নিয়ে (যা *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

জনগণের দাবি হলে কুমিল্লাকে বিভাগ করা হবে- প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: কুমিল্লাকে বিভাগ করা যদি জনগণের দাবি হয় তবে তা বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (১৭ মে) কুমিল্লার বরুড়ার লক্ষীপুরে আয়োজিত এক পথ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ওসবাই কুমিল্লা বিভাগ চায়। ঠিক আছে-কথা শুনতে হবে। এই দাবি জনগণের দাবি হলে তা বাস্তবায়ন করা হবে্ব, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

কুমিল্লার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কুমিল্লার মানুষ কৃষি নির্ভর। তারা কুমিল্লায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি তুলেছেন। আমি শিগগিরই এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বসব, যাতে যত দ্রুত সম্ভব কুমিল্লায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা যায়্ব

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, সরকার ১২ লাখ কৃষকের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করেছে। তিনি বলেন,ওআমরা নির্বাচনের আগে যতগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, অল্প অল্প করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি্ব

তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,ওসকলকে ধৈর্য ধরতে হবে। এই মুহূর্তে দেশের অর্থনীতি চাপের মধ্যে আছে। গত ১৭ বছরে দেশকে অনেক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ধীরে ধীরে সকল দাবি বাস্তবায়ন করব, কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে্ব

ইমাম ও ধর্মীয় গুরুদের সম্মানিত করার কাজও শুরু হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে কুমিল্লার লাকসামের মুদাফ্ফরগঞ্জে আয়োজিত অন্য এক পথসভায় প্রধানমন্ত্রী আগামী এক বছরের মধ্যে ৫০ লাখ নারীকে ওফ্যামিলি কার্ড্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি জানান, আসন্ন বাজেটে ফ্যামিলি কার্ডের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হবে। এরপর তিনি খাল খনন কর্মসূচি এবং ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের লক্ষ্যে চাঁদপুরের উদ্দেশে রওনা হন।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,ও১৯৭১ সালে বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক নির্ভর করবে ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদনের ওপর: মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক নির্ভর করবে গঙ্গা বা ফারাক্কা চুক্তি কীভাবে সম্পাদিত হয় তার ওপর। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী অবিলম্বে এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারত সরকারের প্রতি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি।

শনিবার (১৬ মে) ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন,ওআজকে আমরা ভারতের বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

নাম ছিল জাতীয়তাবাদী দল, এখন মানুষ বলে চাঁদাবাজি দল: জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক: সরকারের সমালোচনা করে জামায়াত আমির বলেন, ‘যে ১৬টি অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন না হলে বাংলাদেশের সুশাসন নিশ্চিত করা অসম্ভব, সেগুলো তারা ফেলে দিয়েছে। এগুলা যদি তারা বাস্তবায়ন না করে, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের আন্দোলন চলবে সংসদে, একই সঙ্গে রাজপথেও।’

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকারের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন সংসদ ও রাজপথ-উভয় জায়গায় একযোগে চলবে। শনিবার (১৬ মে) বিকেলে রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠে ১১দলীয় ঐক্যের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। সরকারের সমালোচনা করে জামায়াত আমির বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে তেল-গ্যাসে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা: অর্থমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে তেল-গ্যাস খাতে সরকারের অতিরিক্ত প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

তিনি জানান, পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আগের সরকারগুলোর রেখে

যাওয়া প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বকেয়াও পরিশোধ করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় লাগবে।

আজ শনিবার (১৬ মে) সকালে চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিকেল কলেজ বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

বোয়িং চুক্তির পর বিমানকে ১৪টির বদলে ১০ উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাব এয়ারবাসের

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপীয় উড়োজাহাজ নির্মাতা ওএয়ারবাস্ব বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্য তাদের বহরের একটি সংশোধিত প্রস্তাব জমা দিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বোয়িংয়ের সাথে জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থাটির সাম্প্রতিক মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের চুক্তির পর এয়ারবাস তাদের আগের প্রস্তাব কমিয়ে ১০টি উড়োজাহাজে নামিয়ে এনেছে।

এয়ারবাস ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানিয়েছে, ইউরোপীয় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি বিমানের টেকনো-ফাইন্যান্স কমিটির কাছে একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেছে। এই প্রস্তাবে ৪টি এ৩৫০-৯০০ ওয়াইড-বডি উড়োজাহাজ এবং ৬টি এ৩২১ নিও ন্যারো-বডি জেটের অফার দেওয়া হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল বোয়িংয়ের সাথে বিমানের ৩.৭ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র কয়েক দিন পরই এই সংশোধিত প্রস্তাবটি এল। ওই চুক্তির আওতায় বিমান বোয়িং থেকে ৮টি ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, ২টি ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার এবং ৪টি বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্সসহ মোট ১৪টি উড়োজাহাজ

বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায় বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ২৯ বিলিয়ন ডলার, মূল্যস্ফীতি তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

পরিচয় ডেস্ক: ইরানকে কেন্দ্র করে চলমান সামরিক সংঘাত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে। নতুন তথ্য অনুযায়ী, এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৯ বিলিয়ন ডলার।

একইসঙ্গে এই সংঘাতের প্রভাবে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছেন যে তার নীতিগুলো কাজ করছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতির বর্তমান ঊর্ধ্বগতি কেবল সাময়িক। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের মূল্যস্ফীতি শুধু স্বল্পমেয়াদি।' ট্রাম্প আরও পূর্বাভাস দেন যে, এটি বর্তমান ৩ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে কমে ১ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসবে।

তার ভাষায়, 'এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই-যা বেশি সময় নেবে না-তেলের দাম কমে যেতে দেখবেন।'

যুদ্ধের ব্যয় নিয়ে নতুন হিসাব

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে চলমান সামরিক অভিযানের ব্যয় ক্রমাগত হালনাগাদ করা হচ্ছে। পেন্টাগনের ভারপ্রাপ্ত কম্পট্রোলার জে হার্স্ট মার্কিন কংগ্রেসের এক শুনানিতে বলেন, শুরুতে এই ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ছিল ২৫ বিলিয়ন ডলার, তবে নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তা এখন বেড়ে ২৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

হার্স্ট জানান, এই অতিরিক্ত ব্যয়ের মূল কারণ হলো সামরিক সরঞ্জাম মেরামত ও প্রতিস্থাপনের খরচ বৃদ্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাদের মোতায়েন ও অভিযান পরিচালনার সাধারণ ব্যয় বেড়ে যাওয়া।

তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করেন যে, এই ২৯ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিগুলোর ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তার ভাষায়, 'এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ক্ষয়ক্ষতির বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

রপ্তানি আদেশ দেখিয়ে প্রিমিয়ার ব্যাংকে ১০,৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত

পরিচয় ডেস্ক: ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখায় ভুয়া রপ্তানি অর্ডারের তথ্য দেখিয়ে প্রায় ১০,৫০০ কোটি টাকা পাচারের ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক তদন্তে।

তদন্তে দেখা গেছে, ওই শাখার ২৯ গ্রাহক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে কাগজে-কলমে উচ্চমূল্যের রপ্তানি অর্ডার দেখিয়ে, অনুমোদিত সীমার চেয়ে ১০০ থেকে ৩৮০ শতাংশ বেশি ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খুলেছে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রকৃত রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত এলসি খোলা যায়।

ফলে এই গ্রাহকরা নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত অর্থায়ন সুবিধার অপব্যবহার করে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে আনুমানিক ৯৬৮.১৪ মিলিয়ন ডলার (প্রায়

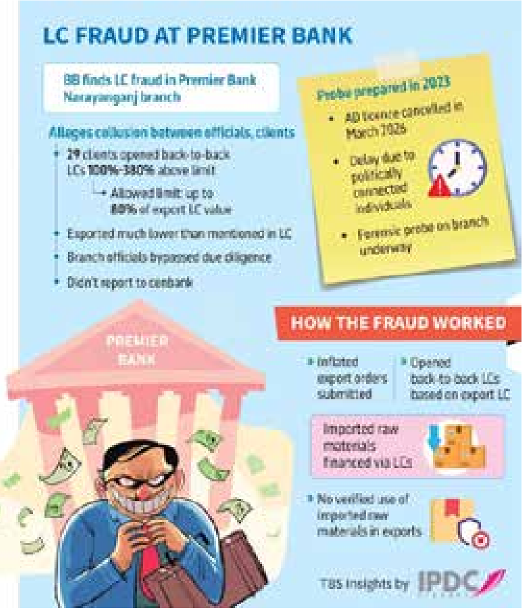

১০,৪৫৫.৯৫ কোটি টাকা) আত্মসাৎ করেছেনচ বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদনে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এসব এলসির বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামাল রপ্তানির কাজে ব্যবহারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ রয়েছে, এগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ওই শাখার লেনদেন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ব্যাংক কর্মকর্তারা যথাযথ সতর্কতা (ডিউ ডিলিজেন্স) উপেক্ষা করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তথ্য না জানিয়ে এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি সহায়তা করেছেন। সেই নিরীক্ষা বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাতিল নয়, পর্যালোচনা করা হবে: ডা. জাহেদ

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্য চুক্তি বাতিল নয়, বরং সরকার সেটি পর্যালোচনা করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। চুক্তির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দেখা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'চুক্তি যদি দেখি, তাহলে দেখব এটা বাতিল করার অপশন বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশে কেনাকাটার অভ্যাস, সুপারশপে বাড়ছে বিনিয়োগ ও প্রতিযোগিতা

পরিচয় ডেস্ক: একসময় বাংলাদেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবন আর কাঁচাবাজার ছিল অবিচ্ছেদ্য। সকাল সকাল থলে হাতে বাজারে যাওয়া, কলার মোচা নিয়ে দরদাম কিংবা ইলিশের ফুলকা দেখে টাটকা কি না যাচাই করা ছিল আমাদের সংস্কৃতির অংশ।

কিন্তু সময়ের চাকায় দ্রুত নগরায়ন আর যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় সেই চিরচেনা অভ্যাসে এসেছে বড় পরিবর্তন। ব্যস্ত নাগরিক জীবনে এখন আর সবার হাতে সকালে বাজারে যাওয়ার পর্যাপ্ত সময় নেই, নেই আগের মতো জহুরি চোখ দিয়ে পণ্য চেনার আত্মবিশ্বাসও।

ক্রেতাদের এই সময়ের অভাব আর স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদাকে পুঁজি করে প্রায় ২৫ বছর আগে দেশে যাত্রা শুরু করেছিল সুপারশপ। শুরুতে কেবল শহুরে আভিজাত্যের প্রতীক মনে হলেও বর্তমানে এটি মধ্যবিত্তের আস্থার জায়গা হয়ে উঠেছে।

বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে ও ভ্যাট সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের পর সুপারশপ খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে এসেছে জোয়ার। বর্তমানে এই খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ২০ শতাংশ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সুপারশপ চেইনগুলো প্রায় একই ধরনের ব্যবসায়িক মডেল অনুসরণ করেছে। মানসম্মত পণ্য, টাটকা বাজার এবং এক জায়গায় সবকিছু পাওয়ার সুবিধাকে গুরুত্ব বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

২০২৫ সালে বাংলাদেশে নিট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়েছে ৩৯.৩৬ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৫ সালে বাংলাদেশে নিট বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ ৩৯.৩৬ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে নিট এফডিআই প্রবাহ ২০২৪ সালের ১.২৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১.৭৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ এফডিআই জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আজ (১৪ মে) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এ প্রবৃদ্ধির পেছনে মূল বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ট্রাম্প-পুতিনের টানাটানি, ইউরেনিয়াম হাতছাড়া করবে ইরান?

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম কোথায় যাবে-এই প্রশ্ন এখন মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতার ভারসাম্য, যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তেহরানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যেকোনো চুক্তির অংশ হিসেবে ইরানকে তাদের উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হবে। অন্যদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রস্তাব দিয়েছেন, মস্কো ইরানের ইউরেনিয়াম নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।
রয়টার্স বলছে, এই দুই নেতার প্রস্তাবের ভেতরে লুকিয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কাঠামো কেমন হবে তার উত্তর।

ইরানের ইউরেনিয়াম কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ইরানের হাতে বর্তমানে শত শত কেজি উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্র। এই ইউরেনিয়াম ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ। এই ইরেনিয়াম আর কিছুটা সমৃদ্ধ করে বোমা তৈরি করার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।
আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মজুতই এখন ইরানকে 'পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাছাকাছি অবস্থানে' রেখেছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি বা জেসিপিওএ-এর সময়ও ইরানের ইউরেনিয়াম বিদেশে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তখন রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এবারও পুতিন সেই 'অভিজ্ঞতা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

গোপনে আমিরাত সফরে নেতানিয়াহু

তথ্য ফাঁস হওয়ায় ইসরায়েলের ওপর ক্ষুব্ধ আমিরাত

যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে থাকা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর গোপন সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের তথ্য ফাঁস হওয়ায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আমিরাত। বিষয়টি নিয়ে ইসরায়েলের কাছে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে দেশটি।
শুক্রবার (১৫ মে) ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম আই২৪ নিউজ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকেই সফরের তথ্য প্রকাশ পাওয়ায় তা ভালোভাবে নেয়নি আমিরাত সরকার।
আই২৪ নিউজকে দেওয়া এক সূত্রের বরাতে বলা হয়েছে, আমিরাতের কর্মকর্তারা এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, গোপন কূটনৈতিক তথ্য ফাঁসের যে প্রবণতা নেতানিয়াহুর দপ্তরে রয়েছে, এটি তারই ধারাবাহিকতা। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ভারতে মসজিদকে মন্দির ঘোষণা আদালতের, নামাজ পড়তে পারবেন না মুসল্লিরা

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ইন্দোর বেঞ্চ ধার জেলার বিতর্কিত ভোজশালা-কামাল মাওলা মসজিদ চত্বরকে সরস্বতী মন্দির বলে রায় দিলেন। আদালতের নির্দেশ, ওই স্থানে শুধুমাত্র হিন্দুরাই পূজা-অর্চনা করতে পারবেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের নামাজ পড়ার অধিকার থাকবে না।
শুক্রবার (১৫ মে) বিচারপতি বিজয়কুমার শুক্ল ও বিচারপতি অলোক অবস্থির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছেন, ভোজশালার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ বিভাগ (এএসআই)-এর হাতেই। তবে উপাসনার অধিকার শুধু হিন্দুদের। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের পর এবার চীন সফরে যাচ্ছেন ভ্লাদিমির পুতিন

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব রাজনীতিতে এক রহস্যজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। আর তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে চীন। আর আসল ক্রীড়ানক হিসেবে কলকাঠি নাড়ছেন বেইজিংয়ের সর্বাধিনায়ক শি জিনপিং। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেইজিং সফর শেষ করেছেন। তবে তার সফর শেষ না হতেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চীন সফরে যাচ্ছেন আগামী সপ্তাহে।
শুক্রবার (১৫ মে) *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

জিন ছাড়ানোর নামে ২১টি যৌন নিপীড়ন, লন্ডনে বাংলাভাষী সাবেক ইমামের যাবজ্জীবন

পরিচয় ডেস্ক: পূর্ব লন্ডনের কমিউনিটিতে 'সম্মানিত' হিসেবে পরিচিত বাংলাভাষী সাবেক ইমাম আব্দুল হালিম খানকে (৫৪) নারী ও শিশুদের ওপর ধারাবাহিক এবং ভয়াবহ যৌন নির্যাতনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে লন্ডনের একটি আদালত। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) স্নেয়ারসব্রুক ক্রাউন আদালত এই চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন।
বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

জানা যায়, গত ১১ বছর ধরে অন্তত সাতজন ভুক্তভোগীর ওপর পৈশাচিক নিপীড়নের দায়ে তাকে এই সাজা দেওয়া হয়। সাজা অনুযায়ী, প্যারোলে মুক্তির আবেদনের আগে তাকে অন্তত ২০ বছর কারাগারে থাকতে হবে।
অভিযুক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় বসবাস করায় তাকে অনেকেই *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

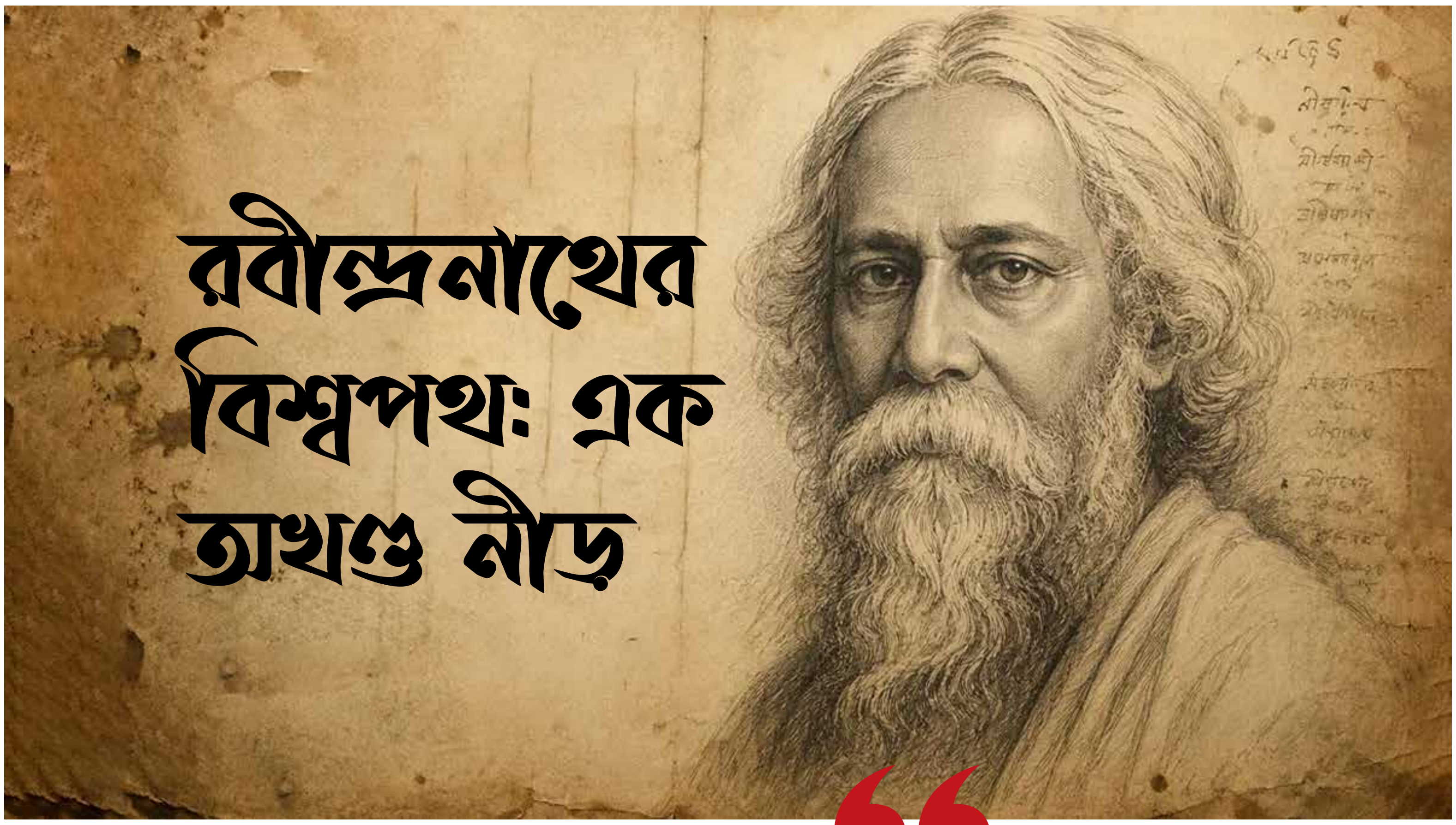

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপথ: এক অখণ্ড নীড়

খোরশেদ আলম

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইরান ও ইরাক সফর করেছিলেন। সেই সফরের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তিনি লিখেছেন তার 'পারস্যে' ভ্রমণকাহিনিতে। এতে প্রকাশিত আবেগ ও অনুভূতি কবির বিশ্বজনীন ভাবনার স্পর্শে অনন্য মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে, এর বড় অংশজুড়ে ফুটে উঠেছে মুসলিম বিশ্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মিক টান। তিনি পরম মমতায় এঁকেছেন কবি হাফিজ ও রুমির আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে।

ইরানে হাফিজ শিরাজির সমাধিতে বসে কবি পরম শান্তি অনুভব করেছিলেন, সেখানে কিছুক্ষণ ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখ ভরা ছিল অশ্রু, ছিল এক অমোঘ সত্য প্রেমের উপলব্ধি। সুফি প্রেমতত্ত্ব আর উপনিষদীয় অদ্বৈতবাদ-একই অখণ্ড সত্যের দুটি ভিন্ন ধারা। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, মানুষের সত্যিকার মুক্তি নিছক 'বাণী' উচ্চারণে নয়, প্রকৃত জ্ঞানচর্চায়-একে অপরকে চেনাজানার গহন গভীরে। মূর্খের জন্য ধর্মের সাধনা নয়, তার প্রতি সৃষ্টিকর্তাও বিরূপ। তিনি থাকেন আলোকিত মানুষের হৃদয়ে।

ধর্মীয় অমিয় বাণী: 'বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? কেবল বিবেকবানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।' এমনকি মূর্খদের এড়িয়ে চলার কথাও সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'আপনি, মূর্খদের এড়িয়ে চলুন।'

হায়দ্রাবাদের নিজামের অনুদানে 'নিজাম অধ্যাপক' পদ সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে শান্তিনিকেতনে ইসলামি সংস্কৃতি ও ইতিহাস গবেষণার নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়। এই পদের অধীনে খ্যাতনামা সব পণ্ডিত শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভাষাবিদ ও গবেষক পণ্ডিত মওলানা জিয়াউদ্দিন। তার প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতীতে আরবি, ফারসি ও ইসলামি ইতিহাস গবেষণায় জোয়ার আসে। পরে বিশ্বভারতীর 'ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগ পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল, যার ভিত্তিপ্রস্তর ছিল এই 'নিজাম অধ্যাপক' পদটি। শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিতে ইসলামি সাহিত্য ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির যে সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল, তার পেছনেও এই উদ্যোগের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

আজকের এই কণ্টকাকীর্ণ বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের বাঁধন আলগা হয়ে পড়ছে। বুঝে বা না বুঝেই হোক, মানুষ পরস্পরকে কাদা ও কালি নিক্ষেপ করছে। এমন বিভাজিত সময়ে রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ী চিন্তা আরেকবার পথ দেখায়, 'বিশ্বপথিক' হওয়ার আহ্বান জানায়। কারও কাছে তা 'ইউটোপিয়া' বা 'স্বাপ্নিক কল্পনা' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অনেক সময় বৃহত্তর প্রয়োজনে এই 'ইউটোপিয়া'রই প্রয়োজন হয়।

রবীন্দ্রনাথ তার নিবিড় উপলব্ধিতে বুঝেছিলেন, অজ্ঞানতা ও উগ্রতা মানুষকে সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করে। অজ্ঞানতা স্বাধীনতার অপূর্ব স্বাদ নষ্ট করে দেয়। মানবতার পথকে ভয়ানকভাবে রুদ্ধ করে। মসৃণ পথে হযরতের বুড়ির মতো কাঁটা বিছিয়ে দেয়। আর মাত্রাজ্ঞানের অভাব মানুষকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। অহংকার কখনোই কাউকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় না।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যায় মহান বাণী, 'তুমি তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনোই পাহাড় সমান হতে পারবে না।' মানুষের আয়োজন যত বড়ই হোক না কেন, তার জীবনকাল সীমিত। সেই ক্ষণকালের জীবন নিয়ে বড়াই করা অর্থহীন। তাই মানুষের উচিত আত্মার সন্তুষ্টি অর্জন করা, আত্মজ্ঞান অর্জন করা।

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী মন্ত্র-'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। মানে-'যেখানে সমস্ত বিশ্ব একটি নীড়ে পরিণত হয়।' এটি শান্তিনিকেতনের প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ লিপি, আর্তমানবতার অভয় আশ্রয় গড়ার অঙ্গীকার।

> রবীন্দ্রনাথের কাছে এশিয়া-ইউরোপের পার্থক্য ছিল শুধু মানচিত্র বা ভূগোলের। কিন্তু মহান আত্মার সম্মিলন ঘটতে কোনোই বাধা ছিল না। তিনি মনে করতেন, মানুষের ওড়ার জন্য পাখির মতো দুটি ডানা দরকার-একটিতে থাকবে তার নিজের দেশের সংস্কৃতি, আর অন্যটিতে থাকবে সমগ্র বিশ্বের আধুনিক শিক্ষা। এই দুইয়ের মিলন হলেই মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

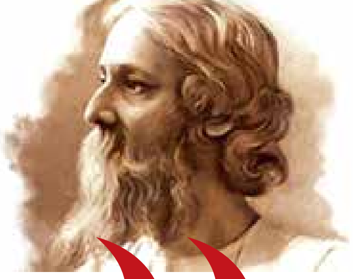

১৯৩০-এর দশকে নাৎসিবাদের দানবীয় ছায়ায় ইউরোপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্বাসিত শিল্পীদের জন্য তার হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শান্তিনিকেতনের মাটিতে মিলেছিলেন চীনের তান ইউন-শান, জার্মানির অ্যালেক্স আরোনসন, অস্ট্রিয়ার স্টেলা ক্রামরিশ কিংবা ফ্রান্সের আন্দ্রে কার্পেলেস ও আলেক্সান্দ্রে বোগদানফের মতো বহু বিশ্বনাগরিক। তারা বিভিন্ন শাস্ত্রে ও ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

তান ইউন-শান চীনের গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে কবির আশ্রয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার সহযোগিতায় 'চীনা ভবন' প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারত-চীন মৈত্রীর এক শাশ্বত সেতুবন্ধন রচিত হলো।

একইভাবে ইহুদি বংশোদ্ভূত অ্যালেক্স আরোনসন নাৎসি নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ভারতে এলেন। ব্রিটিশ রাজশক্তি তাকে 'বিদেশি শত্রু' হিসেবে বন্দি করল। কবির হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি পেলেন। এই মিলনমেলায় কোনো পক্ষপাত বা আধিপত্য ছিল না।

হাঙ্গেরির লিজা ফন পট কিংবা ফরাসি শিল্পী আন্দ্রে কার্পেলেসরা যখন ইউরোপীয় নকশাশৈলী শেখাতেন, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলার এক অপূর্ব রসায়ন তৈরি হতো। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, আধুনিক তুরস্কের মতো এক আত্মনির্ভরশীল ও সংস্কারবাদী এশিয়ার অভ্যুদয়।

তিনি রাজনীতিবিদদের চেয়েও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি সতর্ক করেছিলেন যান্ত্রিক আধুনিকতার বিষয়ে। তাই বিবেচনাহীন রাষ্ট্রনীতি থেকে সরে থাকতে বলতেন। স্বৈরাচারী শাসকের অপরিণামদর্শী অন্ধ মোহকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। পারস্যের সম্রাট রেজা শাহ পাহলভির প্রশাসনিক কঠোরতা যেন কবির মনে 'রক্তকরবী'র যান্ত্রিক জগতের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। তিনি বুঝেছিলেন, ক্ষমতার দাপট দিয়ে মানুষের অন্তরাত্মাকে জয় করা যায় না।

শুধু তাই নয়, সামগ্রিক কল্যাণের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ নিজ দেশের মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও কখনো কখনো ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

১৯৩২ সালের ইরান-ইরাক সফরের সময় কবি রবীন্দ্রনাথ বাগদাদে স্থানীয় সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ইরাকের রাজা প্রথম ফয়সালের আমন্ত্রণে ছিল তার বাগদাদ সফর। সেখানে তিনি মরুভূমির দেশগুলোর মানুষের সাহসিকতার প্রশংসা করেন। তাদের কাব্যসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অনন্য ও অমূল্য সম্পদ বলে ঘোষণা করেন। তিনি ইরাকের কবিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, এশিয়াকে আবার জেগে উঠতে হবে এবং সেই জাগরণ হবে জ্ঞান ও মৈত্রীর।

কোনো মনীষী ইরানে বেড়াতে গেলে সে-সময় মসজিদে ভাষণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এই উদার ঐতিহ্যের ধারা মেনেই রবীন্দ্রনাথ মিনারে দাঁড়ালেন। তিনি সেখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন হায়দ্রাবাদের নিজামের কথা, যার উদার অর্থানুকূল্যে শান্তিনিকেতনে ইসলামি বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল।

পারস্যের সুরম্য মসজিদ আর বাগিচা দেখে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বিগলিত হয়েছিল। সেই অনুভব বিচিত্র বর্ণের বিভায় রঙিন হয়ে সুমধুর সুর হয়ে ঝরে পড়েছিল, 'এর স্থাপত্য একাধারে সমুচ্চ গম্ভীর ও সযত্নসুন্দর, এর কারুকার্য বলিষ্ঠ শক্তির সুকুমার সুনিপুণ অধ্যবসায়ের ফল। এর পার্শ্ববর্তী আর-একটি মসজিদ মাদ্রাসে-ই-চাহার বাগে প্রবেশ করলুম। এক দিকে উচ্ছিত বিপুলতায় এ সুমহান, যেন স্তবমন্ত্র, আর এক দিকে সমস্ত ভিত্তিকে খচিত করে বর্ণসংগতির বিচিত্রতায় রমণীয়, যেন গীতিকাব্য।'

একইসঙ্গে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন ভারতবর্ষের মন্দিরে তার প্রবেশে সংকোচ নিয়ে। একক ও অভেদ স্রষ্টায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তখন ধর্মমন্দিরে ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়। যিনি সারাবিশ্বকে এক নীড়ে বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই তার আপন জন্মভূমির সংকীর্ণতায় ভীষণ ব্যথিত ছিলেন।

'পারস্যে' গ্রন্থে তারই প্রতিধ্বনি, 'বিশ বছর পরেও পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে আমার মতো কোনো ব্রাত্য যে প্রবেশ করতে পারবে সে আশা করা বিড়ম্বনা।' অথচ বিস্ময় প্রকাশ করে উচ্চকিত হয়ে লিখেছেন, 'ইস্পাহানের ময়দানের চারিদিকে যে-সব অত্যাশ্চর্য মসজিদ দেখে এসেছি তার চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরছে। এই রচনা যে যুগের সে বহুদূরের, শুধু কালের পরিমাপে নয়, মানুষের মনের পরিমাপে।'

১৯৩২ সালের ইরান সফরে রবীন্দ্রনাথ রেজা শাহ পাহলভির প্রশংসা করেছিলেন। তিনি তখন তার চোখে দেখেছিলেন একজন দেশপ্রেমিক সংস্কারককে। কিন্তু মাত্র নয় বছরের মাথায় সেই শক্তিশালী সম্রাটের পতন হয়। কারণ বৃহত্তর রাজনীতি ও জনগণের মনোভাব বুঝতে না পারলে কোনো শাসনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কেবল প্রশাসনিক কঠোরতা দিয়ে মসনদ রক্ষা করা যায় না-এ ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ তার মৃত্যুর আগেই করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য রেজা শাহ পাহলভির চূড়ান্ত পতন (১৯৪১) দেখে যেতে পারেননি। সম্রাট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে (১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট) কবির মহাপ্রয়াণ ঘটে। তবে 'পারস্যে' গ্রন্থ এবং তার সমসাময়িক বিভিন্ন চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, রেজা শাহের ওই ধরনের পরিণতির একটা দার্শনিক পূর্বাভাস তিনি অনেক আগেই পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে এশিয়া-ইউরোপের পার্থক্য ছিল শুধু মানচিত্র বা ভূগোলের। কিন্তু মহান আত্মার সম্মিলন ঘটতে কোনোই বাধা ছিল না। তিনি মনে করতেন, মানুষের ওড়ার জন্য পাখির মতো দুটি ডানা দরকার-একটিতে থাকবে তার নিজের দেশের সংস্কৃতি, আর অন্যটিতে থাকবে সমগ্র বিশ্বের আধুনিক শিক্ষা। এই দুইয়ের মিলন হলেই মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

আজ যখন পৃথিবী হিংসা-বিদ্বেষ ও বিভেদের সম্মুখীন, তখন রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অন্ধকারে বাতি জ্বালাতে শেখায়। অন্যের সংস্কৃতিকে নিজের করে নিতে শেখায়। তেমনি নিজের সংস্কৃতিকে অন্যের কাছে আপন করাতে শেখায়। তার সাধনা 'বিশ্বমানব' হয়ে ওঠার সাধনা। সেখানে কোনো সংকীর্ণতার আশ্রয় নেই।

রবীন্দ্রনাথ এক বিশাল মহীরুহের নাম, যার কাছে শিখি-অজ্ঞানতাই অন্ধকারের নামান্তর। জ্ঞানের আলো জ্বললে অন্ধকার দূর হয়, অন্তর মুক্তি পায়। আর কেবল মুক্ত অন্তরই বয়ে আনতে পারে শান্তির বার্তা।

বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇆ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

তিস্তা মহাপরিকল্পনা: চীন-ভারত টানাপোড়েন ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

মঞ্জুরে খোদা

একসময়ের প্রমত্তা তিস্তা আজ শুষ্ক মৌসুমে তামাক চাষের ধু-ধু মাঠ, আর বর্ষায় ঘরবাড়ি ভাসানো আতঙ্কের নাম। উত্তরবঙ্গের কোটি মানুষের এই দীর্ঘদিনের কান্না মুছতে পারে যে মহাপরিকল্পনা, তা কেন বছরের পর বছর ধরে ফাইলবন্দি হয়ে আছে? দিল্লি আর বেইজিংয়ের দ্বন্দ্বে তিস্তার ভবিষ্যৎ কি তবে অন্ধকারেই থেকে যাবে?

তিস্তা নদী ভারতের সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশের রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে বাংলাদেশে এসে যমুনায় মিলেছে। বাংলাদেশ অংশে তিস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ১১৫ কিলোমিটার এবং এর অববাহিকায় প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ বসবাস করে। একসময়ের প্রমত্তা এই নদী আজ শুষ্ক মৌসুমে বিস্তীর্ণ চরভূমিতে পরিণত হয়।

ভারত ১৯৮৩ সালে তিস্তার উজানে গজলডোবা ব্যারেজ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার শুরু করার পর থেকে বাংলাদেশে তিস্তার পানিপ্রবাহ নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। গবেষণা বলছে, ১৯৭৩-৮০ সালে তিস্তায় শুষ্ক মৌসুমে গড় প্রবাহ ছিল প্রায় ৫,০০০ কিউসেক, যা ২০০০ সালের দিকে এসে ৫০০ কিউসেকেরও নিচে নেমে এসেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারও তিস্তা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অর্থায়ন সংকট, ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং পরিবেশগত প্রশ্ন বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিস্তা নদী: ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান সংকট

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

তিস্তা নদী হিমালয়ের সিকিম অংশ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এটি একটি আন্তঃসীমান্ত নদী, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০৯ কিলোমিটার। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তিস্তার পানি ব্যবহার নিয়ে মতবিরোধ ছিল।

১৯৮৩ সালে ভারত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় গজলডোবা ব্যারেজ নির্মাণ করে। এই ব্যারেজের মাধ্যমে ভারত তিস্তার মূল প্রবাহ থেকে পানি মহানন্দা নদীতে সরিয়ে নেয়, যার ফলে বাংলাদেশে প্রবাহিত পানির পরিমাণ আমূল হ্রাস পায়।

২. বর্তমান জলবায়ু ও পানিপ্রবাহ সংকট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, তিস্তায় শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর-মে) গড় পানিপ্রবাহ বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে ২০০-৩০০ কিউসেকে নেমে আসে; অথচ একই সময়ে তিস্তা সেচ প্রকল্পের চাহিদা থাকে কমপক্ষে ৮,০০০-১০,০০০ কিউসেক। এই ঘাটতির ফলে উত্তরাঞ্চলের রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলার কৃষিব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরো এলাকাটি প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হয় এবং তখন তামাক চাষই থাকে একমাত্র ভরসা।

অন্যদিকে বর্ষাকালে (জুন-সেপ্টেম্বর) তিস্তায় হঠাৎ করে পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় প্রতি বছরই ভয়াবহ বন্যা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমালয়ের হিমবাহ গলনের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এই চরম পরিস্থিতি আরও তীব্র হচ্ছে।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা: কাঠামো ও লক্ষ্যমাত্রা

১. পরিকল্পনার উৎপত্তি ও বিবর্তন

তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু হলেও মহাপরিকল্পনার বর্তমান রূপটি মূলত ২০১০-এর দশকে স্পষ্ট হয়। ২০১৬ সালে চীনা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পাওয়ার চায়না এই প্রকল্পে আগ্রহ প্রকাশ করলে এটি আন্তর্জাতিক মনোযোগ পায়।

২০২০ সালে চীনের পক্ষ থেকে প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার প্রস্তাব আসে। ২০২৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনা বেশ অগ্রসর হয়। তবে অগাস্ট ২০২৪-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রকল্পের অর্থায়ন কাঠামো ও অংশীদারত্ব পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলছে।

২. পরিকল্পনার মূল উপাদানসমূহ

তিস্তা মহাপরিকল্পনায় নিম্নলিখিত প্রধান উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

ঙ (ক) নদী খনন ও ড্রেজিং: তিস্তার মূল খাত গভীর ও প্রশস্ত করে পানি ধারণক্ষমতা বাড়ানো।

বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সাংবাদিকতা : টিকে থাকা ও স্বাধীনতার সংকট

রাহাত মিনহাজ

বর্তমান বিশ্বের তথ্য-বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী অংশ হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ২০২৬ সালের মে মাসে এই নিবন্ধ যখন লিখছি তখন পৃথিবীর অন্তত সাড়ে পাঁচ'শ কোটি মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুক্ত।

মানব সমাজের তিনজনের মধ্যে দুইজন এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেন এবং নিশ্চিতভাবেই এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওয়াল এখন তাদের কাছে তথ্যপ্রাপ্তির প্রাথমিক সূত্র। যা মারাত্মক হুমকি তৈরি করেছে তথ্যপ্রাপ্তির বিশ্বস্ত মাধ্যম মূলধারার গণমাধ্যমের প্রতি।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গণমাধ্যম গবেষণায় রয়টার্স ইন্সটিটিউট ২০২৫ সালে ডিজিটাল নিউজ রিপোর্ট শিরোনামের একটি গবেষণা পরিচালনা করে। যাতে উঠে আসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভিডিও নেটওয়ার্ক (ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রামসহ অন্যান্য) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের সংবাদপ্রাপ্তির প্রাথমিক সূত্র হয়ে উঠেছে।

দেশটির অন্তত ৫৪ শতাংশ মানুষ এখন এক্স (টুইটার), ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে তথ্য পেয়ে থাকেন। যেখানে পিছিয়ে পড়েছে মূলধারার গণমাধ্যম টিভি ও সংবাদপত্র। আর এই পরিস্থিতিই বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতার জন্য তৈরি করেছে নতুন এক বাস্তবতার, নতুন এক সংকটের। যাতে সার্বিকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা ও টিকে থাকার সামর্থ্য।

প্রথমেই আসা যাক গণমাধ্যমের টিকে থাকার সামর্থ্যের দিকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আগ্রাসী বিস্তারের এই যুগে টেকসই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকার লক্ষ্যে ইউনেসকো ও ডি-ডব্লিউ একাডেমিয়া নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

প্রতিষ্ঠান দুটির গবেষণালব্ধ কাঠামো অনুযায়ী টেকসই গণমধ্যমের কিছু পূর্ব শর্ত রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও পেশাগত দক্ষতাভিত্তিক মাপকাঠি। যেগুলোর ভিত্তিতে গণমাধ্যমের টিকে থাকা নিশ্চিত হয়। এটা বড় পরিসরের একাডেমিক আলোচনা। এই ছোট্ট পরিসরে বিস্তারিতভাবে সেই আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ কম। তবে নিশ্চিতভাবেই গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক দুর্দশার দিকটি আলোচনার দাবি রাখে।

আদিকাল থেকেই গণমাধ্যমের প্রধান আয়ের উৎস বিজ্ঞাপন। ইউনেসকোর ডড়ৎষফ ঃৎবহফং রহ ভৎববফড়স ড়ভ বীঢ়ৎবংংরড়হ ধহফ সবফরধ ফবাবষড়ঢ়সবহঃ শিরোনামের গবেষণায় উঠে এসেছে, বর্তমানে মেটা (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটঅ্যাপ), এ্যালফাবেট (গুগল এর সার্ভিসসমূহ) ও অ্যামাজন এখন বিশ্বের বিজ্ঞাপন বাজারের ৫০ শতাংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ করে।

সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য জবাবদিহিতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আবার সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য গণমাধ্যম অপরিহার্য। কারণ গণমাধ্যম হলো একটি সমাজে সর্বজনীন মানবাধিকার ও ভোটাধিকারের রক্ষাকবচ।

২০২৫ সালে এই তিন কোম্পানি সম্মিলিতভাবে প্রায় ৫২৫ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। যা ২০২৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বব্যাপী মোট বিজ্ঞাপন ব্যয়ের ৫৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। এর অর্থ দাঁড়ায় সনাতন সংবাদমাধ্যমের জন্য বিজ্ঞাপন বাজার মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

যা তৈরি করেছে মারাত্মক হুমকি ও নতুন প্রতিযোগিতার। আর এই প্রতিযোগিতা হলো ডিজিটাল বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্য অর্জনের। যে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের গণমাধ্যম মোটামুটি খাবি খাচ্ছে।

সারাবিশ্বে সাংবাদিকতার টিকে থাকার থেকে আরেকটি মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা না করলেই নয়। সেটি হলো রাজনৈতিক অবস্থা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গণতন্ত্রের সাথে সাংবাদিকতার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য জবাবদিহিতাভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আবার সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য গণমাধ্যম অপরিহার্য। কারণ গণমাধ্যম হলো একটি সমাজে সর্বজনীন মানবাধিকার ও ভোটাধিকারের রক্ষাকবচ।

২০২৬ সালে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ)

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

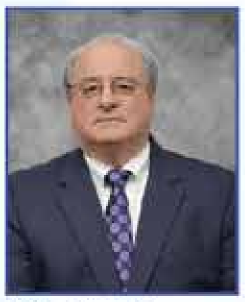
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

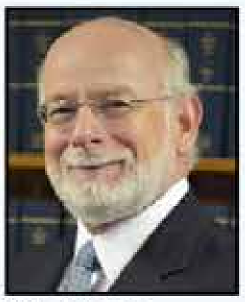
Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

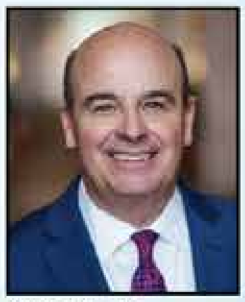
Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

বাংলাদেশে কি সুশীল সমাজ আছে?

জাকির তালুকদার

দেশের স্বার্থ নাকি বিদেশি দাতার নির্দেশ-ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সুশীল সমাজ? সুশীল সমাজের সংজ্ঞা কি বাংলাদেশে এসে পাল্টে গেছে, নাকি আদৌ এমন কোনো সমাজ নেই?

হয়েছে-'তোমার হাত যদি কারো পকেটে থাকে, তাহলে পকেট যেখানে যাবে তোমাকেও সেখানে যেতে হবে।'

এবার আমাদের দেশের সুশীল সমাজ নামধারীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যাক।

সুশীল হিসেবে যাদের নাম প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয়, যাদের নাম আমরা অহরহ পত্রিকাতে ছাপা হতে দেখি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাদের নাম উপস্থিত থাকতে দেখি, তাদের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চারিত কয়েকটি নামের দিকে তাকালে দেখব তারা কোনো-না-কোনো এনজিওর বাংলাদেশি 'মালিক'। জিম্বাবুয়ের সেই বিখ্যাত প্রবাদটির মতো-এরা ঠিক ততটুকুই নড়াচড়া করবেন, ততটুকুই বলবেন, বিদেশি দাতারা তাদের যতটুকু করতে এবং বলতে অনুমোদন দেবে। তারা কোন পক্ষ নিয়ে কথা বলবেন সেটিও ঠিক করে দেয় দাতাসংস্থাগুলো। সেই কারণেই দেখা যায় দেশের নিরাপত্তা এবং স্বাধীন নীতি নিয়ে এদের কোনো মন্তব্য নেই। সদ্য ঘটে যাওয়া বাণিজ্য চুক্তি, যা করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে, সেখানে যে বাংলাদেশের স্বার্থ শতভাগ বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের ওপর প্রায় প্রত্যক্ষ আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে টুঁ শব্দটি এরা করেন না। করবেন বলে আশা করাও দুরূহ।

এখন আমরা অন্তত এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে আসতেই পারি বিদেশি টাকায় দেশীয় স্বার্থের অনুকূল সুশীল সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। যাদের আমরা সুশীল সমাজ বলছি তারা যদি জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে দাঁড়াতেই না পারে তাহলে তাদের সুশীল সমাজ বলা যায় না। তাদের আলোচনা বিবেচনায় নিয়ে জতীয় কোনো নীতি নির্ধারণ করা যায় না। তা উচিতও নয়।

সুশীল সমাজ নামটাই অবশ্য ভুল। এই ধারণাটি এসেছে ইউরোপের সিভিল সোসাইটির আদল থেকে। সমাজের আমূল পরিবর্তন বা শোষণ বা অসাম্যের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলে নাগরিক সমাজের একটি অংশ সরকারের কাছে কিছু সংস্কারের দাবি তোলে। অনেক সময় সরকার নিজেই দাবি তুলবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করে। এদের কাজ হচ্ছে গরিব-বঞ্চিত মানুষদের একথা বোঝানো যে তোমাদের যা যা দাবি তা পূরণের ব্যবস্থা এই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই আছে। আমরা তোমাদের পক্ষ নিয়ে সরকারের সঙ্গে দর-কষাকষি করছি। সরকার তোমাদের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে সচেতন এবং সহানুভূতিশীল। আলোচনার মাধ্যমে আমরা সরকারের কাছ থেকে তোমাদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে দেব। তার জন্য তোমাদের আন্দোলনে নামার দরকার নেই। বিশেষ করে জনগণের কোনোভাবেই বিপ্লবী রাজনীতিতে জড়ানো উচিত নয়।

ইউরোপের সিভিল সোসাইটির অংশ হয় প্রধানত আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, ধর্মীয় মোল্লা-পুরোহিত-পাদ্রিরা। এরা সরকার বা রাষ্ট্র বদলানোর কথা না বলে কিছু কিছু সংস্কারের বিষয়ে মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। সরকারের সঙ্গে কোনো ধরনের সংঘাতে যায় না। সংঘাতের প্রয়োজন আছে বলে মনেও করে না। কখনো কখনো মৃদু বিতর্কে অংশগ্রহণ করে। সেই বিতর্ককে তারা এবং সরকার উভয়েই আলোচনার অংশ বলেই মনে করে। কারণ সরকার জানে এই সিভিল সোসাইটি তাদের ক্ষতি হয় বা ক্ষমতার ভিত্তি দুর্বল হতে পারে, এমন কিছু করবে না। এক কথায় তারা সরকারের জন্য নিরাপদ।

এই সিভিল সোসাইটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি সমাজের মানুষের সম্মতি উৎপাদন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রতি জনসমর্থন আদায়। ধর্মগুরুরা সেই প্রাচীন কাল থেকেই এই কাজ করে আসছে। স্বয়ং যীশুকেও বলতে শোনা গেছে- 'ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দাও, আর সিজারের পাওনা সিজারকে দাও।' রাষ্ট্র কর বাড়ালে তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা, সরকারের গৃহীত কোনো প্রকল্প নিয়ে জনমনে দ্বিধা তৈরি হলে সেই প্রকল্পের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন, এমনকি সরকার অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ালেও জ্বালাময়ী এবং আবেগদীপ্ত ভাষায় জনগণকে সেই যুদ্ধের জন্য *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

'শিকারি সাংবাদিকতা'এক বিষফোঁড়া

মনির হোসেন

বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অববাহিকায় বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে সচেতনতা সৃষ্টি এবং জনমত গঠনের লক্ষ্য নিয়ে সম্প্রতি পালিত হলো বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস। একটি দায়িত্বশীল গণমাধ্যম কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, বরং নাগরিক চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে সাংবাদিকতার যে বিস্তৃতি ঘটেছে, তার ভেতরেই জন্ম নিয়েছে এক নতুন সংকট-'শিকারি সাংবাদিকতা'।

সাংবাদিকতার এই নতুন তাত্ত্বিক রূপরেখা উঠে এসেছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে প্রকাশিত 'শিকারি সাংবাদিকতা' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে। বইটি লিখেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আ আল মামুন ও সহযোগী অধ্যাপক কাজী মামুন হায়দার।

প্রিন্ট মিডিয়াকে ছাড়িয়ে অনলাইনভিত্তিক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিস্তার যেমন সংবাদকে সহজলভ্য করেছে, তেমনি নিয়ন্ত্রণহীনতা ও প্রতিযোগিতার চাপে একাংশের সাংবাদিকতা হয়ে উঠেছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পক্ষপাতদুষ্ট ও আক্রমণাত্মক।

'শিকারি সাংবাদিকতা' বলতে মূলত সেইসব কার্যক্রমকে বোঝায়, যেখানে সংবাদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ব্যক্তি, মত বা প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়। ফটোকার্ড দিয়ে ট্যাগিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর ভিডিও তৈরি, বিকৃত তথ্য উপস্থাপন ও ভিউ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে চটকদার শিরোনাম এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে প্রকৃত সাংবাদিকতা আড়ালে পড়ে যাচ্ছে এবং জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। অ্যান্টোনিও গ্রামসি তার প্রিজন নোটবুকসে উল্লেখ করেছিলেন, 'কালচারাল হেজিমনি তৈরিতে মিডিয়া মুখ্য ভূমিকা পালন করে।' এই তত্ত্ব আজকের বাস্তবতায় আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যখন মিডিয়া নিজেই পক্ষপাতদুষ্ট বা অপব্যবহৃত হয়, তখন তা সমাজে ভুল চেতনা, বিভাজন ও সহিংসতার পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

শিকারি সাংবাদিকতার অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ভিউ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় অনেক পোর্টাল চটকদার ও বিভ্রান্তিকর শিরোনাম ব্যবহার করে সংবাদ পরিবেশন করছে। বিশেষ করে বিরোধীমত দমন, নারী চরিত্র হনন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দলীয় কোন্দল উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর সক্রিয়তা লক্ষণীয়।

অর্থের বিনিময়ে সংবাদ প্রকাশ করে হয়রানি ও ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগও এখন অস্বাভাবিক নয়। সম্প্রতি দেশের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের সময় নারী প্রার্থী ও কিছু শিক্ষককে নিয়ে প্রতিবেদনের নামে যেসব কনটেন্ট প্রকাশিত হয়েছে, তা শিকারি সাংবাদিকতার বড় উদাহরণ।

তথ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ৩৮৮টি। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আরও ৬২টি নতুন পোর্টাল নিবন্ধন পেয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের পোর্টালের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় যেকেউ ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারছে। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল সংখ্যক পোর্টালে প্রকৃত প্রশিক্ষিত সাংবাদিক কতজন আছেন? অন্যদিকে সাংবাদিকতা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী অনেকেই পেশাটির ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও কম বেতনের কারণে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। ফলে একদিকে যেমন অপেশাদারদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, অন্যদিকে প্রকৃত মেধাবীরা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।

এর প্রভাব পড়ছে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায়। কারণ, একজন সাংবাদিক কেবল সংবাদ পরিবেশন করেন না; তিনি সমাজের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ ভাবনার নির্মাতা। যে অর্থে সাংবাদিককে বুদ্ধিজীবীও বলা হয়।

বিশেষ করে ২০১৮ সালের পর থেকে এবং সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এ ধরনের অপ-সাংবাদিকতা আরও বিস্তার লাভ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-সংসদ নির্বাচন চলাকালে নারী প্রার্থী ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ভুয়া সংবাদ, চরিত্রহনন ও সাইবার হয়রানির ঘটনা বেড়ে যায়। বাংলাদেশ সাইবার ক্রাইম ট্রেন্ড ২০২৩ অনুযায়ী, ২০২২ সালে রিপোর্টকৃত সাইবার অপরাধের ৫২ শতাংশই *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN
LIONS
L
INTERNATIONAL
LIONS CLUB DIST. 20-R2 ESTD. 2014
Heartiest
Congratulations!
TO OUR LEADERS FOR THEIR
OUTSTANDING VICTORY
PRESIDENT
Ln. JFM RASEL, MJF
SECRETARY
Ln. MASHUD RANA TOPAN
for their
HUGE VICTORY
IN NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN LIONS CLUB
The 2nd Largest Club in District 20-R2 out of 51 Clubs
NUMBER ONE IN SERVICE PROJECTS
LAST YEAR
OVER $200,000+
SERVED TO THE COMMUNITY
AND OVERSEAS
PROVEN LEADERSHIP
PROVEN DEDICATION
PROVER SUCCESS
TOGETHER WE SERVE
TOGETHER WE GROW
TOGETHER WE MAKE
A DIFFERENCE

সৈয়দ কামরুল এর কবিতা

**ছাই ফুড়ে জেগে ওঠা পংক্তির
মিলাঙ্কোলিয়া ছড়িয়ে পড়ুক তোমার
কবরমৌনী জানালায়- চন্দ্রালোক
প্রিয়দর্শীর জন্য অর্পিত কবিতা।**

মাঞ্চ, রেনোয়ার তুলিতে জল ও পাথর এপিক

তুমি চলে গেলে
ক্র্যাচে ভর দিয়ে হেঁটেছিল রূপসার ঘাসরং জল।
ভৈরব মোহনা মোড়ে বেজেছিল মেঘ মালাহার
ভিজেছিল এভেন□্য ট্রি, জ্যোৎস্নার ধুলো,
অঝোর যশোর রোড।

তুমি চলে গেলে
দেখা না-দেখার কুয়াশাঝাপশা জলে, পাঁজর-নিতলে
দ্রুত ধাবমান রং - ভাঙচুর গান- আলপদ্ম মুদ্রা-
মাঞ্চ, রেনোয়ার শ্লথ, তোলপাড় তুলি
বন্দী করেছিল জল ও পাথরের মূহুর্তগুলি
নিপুন ছন্দে লিখেছিল উস্কোখুস্কো ঝড়ো মনোলগ।

তুমি চলে গেলে
মানচিত্রে ডটের মতো ছোট্ট শহরে অন্ধকারে
বেজেছিল রাত - মর্মদ্রাবী বিটোফেন অভিঘাত।

তুমি চলে গেলে
ভল্টেয়ার লিখেছিল কাবু চিঠিকাব্য
চৌচির বাকলের মতো ঊষর সিম্যান্টিক্স
ঝর্ণাজলে ডোবা চিরমরু উপলের মতো ভেজা চিঠি।

তুমি চলে গেলে টেবিলে ঝরেছিল নিঃশব্দ বৃষ্টির সলিল্যকি!

তুমি চলে গেলে
স□্যানাটরিয়ামে নির্ঘুম রিলকে লিখেছিল রাতচিঠি
উড়াল খামের ডানা থেমেছিল মাঝপথে
জলদগ্ধ দূত।

আনাড়ি ছিল না তবু হেমিংওয়ে ডুবেছিল মার্লিনের
চোখের লাগুনে।
হায় চোখ!
চোখের পঙক্তি লেখে রহস্য হরফ।

তুমি চলে গেলে
তোমার ছবির কাছে হাটু গেড়ে বসি -
আবক্ষ তাকাই- মনি তারায় খোদিত সেমিওটিক্স-
জানি না তর্জমা তার।

তুমি চলে গেলে
অনাবিষ্কৃত কবিতার ছায়া হাসে,
আকাশের শিশু হাসে ভৈরব মোহনা মোড়ে
রূপসার ঘাসরং ভাসে অঝোর জলের জং।

ধুলোর সনাটা-বোবা রীড

তুমি চলে গেলে রাত্রির চোখে নেমেছিল ইনসমনিয়া রাত।
খোলা বোতামের নিচে মরা শালিকের মতো লিরিক আঙুল
পড়েছিল ধুলোর সনাটা-বোবা রীড-
একদিন যেখানে নিপুন ঝরেছিল মোহন সঙ্গীত।

তুমি কি ছিলে চঞ্চল শেকলের স্বরবৃত্ত -
নাকি আকাশচারী পায়রার পয়ার?
কোথায় হারালে উড়ালপ্রবণ ডানা!
ডানা কী চাঁদের মতো সর্বত্রগামী?
ডানা কি অসমাপ্ত স্বপ্নের ওড়াউড়ি?
আকাশ তো নীড় নয় - নীড়ই তার অনিবার্য অবতরণ।

তুমি চলে গেলে স্মৃতিময় ওড়ে তোমার গোপন ঘ্রাণ।
ঘ্রাণ কি স্মৃতির স্তরে জমে স্তরীভূত শিলা!
ঘ্রাণ কি কাঁচুলি খুলে কূলবে সাকিম ঝরে স্বৈরিণী ঘ্রাণ?
জায়নামাজ ভেবে তোমার বুকে চুমুময় দিয়েছি সপ্রাণ
সিজদা - জাতকের মতো করেছি পান নহলী স্তন -
সুবা সাদিকের রোদ!
আলোর দোকান বুঝি অন্তিমে অন্ধকার ব্ল□্যাকহোল?

তুমি চলে গেলে তুমি থেকে যাও সবখানে
অলিভ বনের মতো কামগন্ধ জলপাই ঘ্রাণ।
তুমি চলে গেলে তোমার ঘ্রাণের নেশা টানে
পাবের টেবিলে মাতাল ঋষির টালমাটাল।

তুমি চলে গেলে টের পাই, নন্দন হারিয়েছে
একটাই সেঞ্চুরি ফ্লাওয়ার!

ধূসর রঁদেভু

জলহীন হয়ে গেলে ওয়েসিস - সাহারার চরে হাঁটে
অ্যাডাক্স হরিণ, দৌড়ের উড়ালে ছোটে অস্ট্রিচ -
পাথরের চৌবাচ্চায় খোঁজে জল।
পড়ে থাকে কোন্ নগরে অর্গল জলের সিম্ফনি।

তুমি চলে গেলে যক্ষবালক দ্যাখে ধূসর রঁদেভু।
রঁদেভু সে তো কৃষ্ণের বাঁশিসুরে রাধিকার ছুট।
না মথুরা - না বৃন্দাবন - কোথাও যাওনি তুমি
সবুজ জানালা, বসন্ত দর্জায় দিয়েছো খিল।
রঁদেভু ছাড়া সবকিছুই বেপথু অমিল।

তুমি চলে গেলে পথ থেমে যায় পথে।
শীতের পাখির চোখে জমে যে ঝুলন্ত জল
তেমনি জমেছে বুদ্বুদ। দিনগুলো দাঁড়িয়েছে
ভাস্কর্যের মতো স্থির।
শিল্প শরীরে জমেছে ধুলোর মখমল।

এই শীতে ফোঁটেনি কাঁঠালিচাঁপা তবু তার ঘ্রান
অনেক ভূগোল উড়ে ঝরিছে রাত্রির হাওয়ায়।
তোমাকে ঘিরেছে শ্যান্ডালিয়ার রাত - আলোর প্রপাত
অন্ধকার ক্যালেন্ডারে তুমি আলোর ঐশ্বর্য,
নেবে কি হলুদ কুসুম আলো!
মাতমের বদলে শিখেছি সন্তের নিবিড় স্থৈর্য।

শনিবারের সনেট

শনিবার ছিল তোমারই জন্য তোলা
ক্যাফের টেবিলে একেলা রদেভূঁ কাপে
বিরহ চুমুকে কেঁপেছিল বোকা যক্ষ।

জানালায় ছিল র□্যাভেনের ক□্যাকোফনি
আধখানি আধি - গল্প পূর্বাভাস।

বার্ড-অব অ্যাভন লিখেছিল ডার্ক-লেডি সনেট
আয়াম্বিক পেন্টামিটারে রাগ, ঈর্ষার গমক
পেত্রার্কে লিখলে কি হতো না বাঙময়!

তেতে উঠেছিল ভাঙা প্রতীক্ষার পালা
ফ্রি-ভার্সের বালক যায়নি উঠে
মেঘলা টেবিলে একেলা রদেভূঁ কাপে
কেঁপেছিল টসটসে জলপাই কাপলেটে।

টোটেম

সামনে কিছু থাকতে হয় যেমন গাছের বেদী,
শেকড়ে সিঁদুর বা ঈশানে মেঘ;
সামনে কিছু থাকতে হয় - ধূ ধূ অগ্রভেদী
নিরিখ যায় না যাওয়া !
সামনে কিছু থাকতে হয় যেমন তোমার
শরীর কিংবা মায়া।

বইমেলার
বছর
যত বই তত প্রাণ
নিউ ইয়র্ক
আন্তর্জাতিক
বাংলা বইমেলা
২০২৬
NEW YORK INTERNATIONAL BANGLA BOOK FAIR 2026
Vanue
Jamaica Performing Arts Center (JPAC)
153-10 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432
[Take the E Train to Jamaica Center-Persons/Archer Ave station, and exit via 153rd Street & Archer Ave]
• 22 May 2026 6 pm-11 pm
• 23-25 May 2026 11 am-11 pm
NEW YORK INTERNATIONAL BANGLA BOOK FAIR 2026
Muktadhara Foundation
আয়োজক
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
www.nyboimela.org
Email: nyboimela@gmail.com
ফোন
1 (347) 735-0405, 1 (610) 203-9695
1 (347) 235-3837, 1 (646) 255-2397
1 (646) 323-3223, 1 (347) 656-5106
শিশু কিশোরদের জন্য
1 (347) 864-1218
Principal Patrons
Dr. Ziauddin Ahmed
Dr. Fatema Ahmed
GROUP
Mohammad Asabur Rahman
Mita Rahman

বেশি পানি পানে কি আসলেই উপকার, না শুধুই ভুল ধারণা

দৈনন্দিন জীবনে পানি পানের বিকল্প কিছু নেই। বিশুদ্ধ পানির অপর নাম বলা হয় জীবন। শরীরকে সঠিকভাবে সক্রিয় থাকার জন্য যেসব কাজ রয়েছে যেমন, খাবারের পুষ্টিগুণ ছড়ানো, বর্জ্য নিঃসরণ করা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা এবং শরীরের ভেতরে অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পানি।

পানি পানে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ঠিকভাবে কাজ করে থাকে। চেহারায় বয়সের ছাপ অনেক দেরিতে পড়ে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। এসবসহ আরও বিভিন্ন পরামর্শ শোনা যায় পানি পান নিয়ে। তবে এমন কিছু পরামর্শ ভুল প্রমাণিত হয়েছে বলে সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বিবিসি বাংলা।

বেশি পানি পানে কি বেশি উপকার: গবেষণায় উঠে এসেছে বিশুদ্ধ পানি সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ার কারণে মানুষ প্রয়োজনের থেকে বেশি বেশি পান করছে। আবার পানি নিয়ে কিছু তথ্য ছড়ানোর কারণেও পানি পানের পরিমাণ বেড়েছে। যেমন যত বেশি পানি পান করবে তত সুস্থ থাকবে, ত্বক ভালো থাকবে, শক্তিশালী হবে ও ওজন কমবে। আবার দাবি করা হয় বেশি পানি পানে নাকি ক্যানসারের ঝুঁকিও কমে।

প্রকৃত অর্থে শরীরে যতটুকু পানির প্রয়োজন, ততটুকু পান করাই সুস্থতার জন্য যথেষ্ট। এর থেকে বেশি পরিমাণ পানি পানে যে উপকার মিলবে, এমন তথ্যের সেরকম কোনো প্রমাণ নেই বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

কী পরিমাণ পানি প্রয়োজন: প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন অন্তত কী পরিমাণ পানি পান প্রয়োজন, সেটি নির্ধারণের জনপ্রিয় হচ্ছে আট বাই আট ফর্মূলা। অর্থাৎ, প্রতিদিন আটবার আট আউন্স (২৪০ মিলিমিটারের কিছুটা কম) করে পানি পান করা। সাধারণত এক গ্লাসে এই পরিমাণ পানি ধরে। এ হিসাব অনুযায়ী কেউ সারাদিনে ৮ গ্লাস পানি পান করলে আট আউন্স বা দুই লিটার পরিমাণ পানি পান হয়। এর বাইরে চা, কফি, শরবতসহ অন্যান্য পানীয় তো রয়েছেই। তবে পানি পানের এই আধুনিক ফর্মূলাকে আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করে না। ২০২২ সালে অ্যাবারডিন ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন, প্রতিদিন আট গ্লাস বা প্রায় দুই লিটার পানি শরীরে প্রয়োজনের থেকে বেশি হয়। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য দিনে পানির আদর্শ পরিমাণ হচ্ছে প্রতিদিন দেড় লিটার থেকে ১ লিটার ৮ মিলিমিটারের মতো। অর্থাৎ, প্রতিদিন ছয় থেকে সাত গ্লাস বা এর সামান্য একটু বেশি পান করলেই হবে। বিভিন্ন দেশের ২৩ জন বিজ্ঞানীর সঙ্গে সমন্বয় করে পানি পানের এই পরিমাণ ঠিক করা হয়েছে। এর মধ্যে চা, কফি ও শরবতসহ অন্যান্য সব পানীয়ও অন্তর্ভুক্ত।

অনেক রোগের ঝুঁকি কমে পটল খেলে

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালি বাড়িতে মাঝে মাঝেই পটলের রকমারি পদ রান্না হয় ঠিকই। তবে জনপ্রিয়তায় বাকি সব্জির চেয়ে অনেকটাই পিছনে পটল। স্বাস্থ্যগুণ সমৃদ্ধ সব্জির কথা ভাবতে বসলে পটলের নাম সহজে মাথায় আসে না। পটল নিয়ে যতই রঙ্গরসিকতা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হোক, গবেষণা কিন্তু অন্য কথা বলছে। পটলের মতো স্বাস্থ্যগুণ অনেক সব্জিতেই নেই। ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ পটল অনেক শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি কমায়। ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ পটল অনেক শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি কমায়। পটলের গুণে কী ভাবে উপকৃত হয় শরীর? পটলের গুণ কতটা, জেনে নিন।

রোগের সঙ্গে লড়াই করতে

পটলে ভিটামিন সি আছে ভরপুর পরিমাণে। ভিটামিন-সি এক দিকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অন্য দিকে বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। বিশেষত মরসুম বদলের সময়ে হওয়া সর্দি-জ্বর প্রতিরোধ করতে কাজে আসতে পারে পটল। লিভারের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্যও পটল বেশ উপকারী।

ঢেঁড়সের গুণে হার্ট, চোখ ভাল থাকবে, আবার ডায়াবিটিসও জব্দ হবে!

পরিচয় ডেস্ক: ঢেঁড়স সেদ্ধ খেতেই ভাল লাগে না। স্বাদহীন, পিচ্ছিল এই সব্জি যত মশলা দিয়েই রাঁধা হোক, কিছুতেই মুখে রোচে না। কিন্তু এই সব্জির তো পুষ্টিগুণ কম নয়। ম্যাগনেশিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন এ, সি, কে এবং বি৬-এর মতো প্রয়োজনীয় খনিজ রয়েছে এই সব্জিতে। ঢেঁড়স ভেজানো জল দিয়ে চুলের যত্ন নেওয়ার বেশ কিছু ভিডিয়ো ইদানীং সমাজমাধ্যম খুললেই চোখে পড়ছে। কিন্তু সেই জল যে শরীরের এত উপকার করে তা হয়তো অনেকেই জানেন না। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ঢেঁড়স ভেজানো জল ডায়াবিটিকদের জন্য বিশেষ উপকারী। এ ছাড়াও এই পানীয়ে আরও অনেক গুণ রয়েছে।

১) হার্ট ভাল রাখে:
রক্তে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারয়েড্স এবং এলডিএল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ঢেঁড়স ভেজানো জল।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে শালগম

পরিচয় ডেস্ক: শালগম ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ক্যালসিয়াম ও ফলিকের ভালো উৎস। শালগম পাতাতে উচ্চমাত্রার লুটেইনও থাকে।

১. শালগমের থাকা আঁশ পরিপাকের উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে। হজমেও ভালো কাজ করে। নিয়মিত শালগম খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরে থাকে।

২. শালগম অ্যাজমা, মূত্রথলির সমস্যা, ব্রংকাইটিস, কাশি, লিভারের সমস্যা, ওজন বৃদ্ধি রোধ করা ও টিউমার বৃদ্ধি রোধ করতেও কাজ করে।

৩. শালগম এ থাকা ভিটামিন কে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে।

৪. পটাশিয়াম সমৃদ্ধ শালগম ধমনীকে প্রশস্ত করে। ভিটামিন ও পটাশিয়াম ছাড়াও শালগমের রয়েছে ক্যালসিয়াম। শালগম রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে।

৫. শরীরের রোগ প্রতিরোধ কোষগুলো ঠিকভাবে কাজ করার জন্য ও ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধি প্রতিরোধে ভিটামিন এ প্রয়োজনীয়।

৬. শালগমের ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে। যা ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় কার্যকরী।

৭. শালগমের রয়েছে প্রদাহ প্রতিরোধী উপাদান। এতে ভিটামিন সি এর মত শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এই উপাদানগুলো অ্যাজমা রোগ সারাতে বেশ কার্যকরী।

রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাব? ওষুধ না, আয়রনের মাত্রা বাড়াতে পারেন প্রাকৃতিকভাবে

পরিচয় ডেস্ক: রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা অথবা হিমোগ্লোবিনের মাত্রা যদি কমে যায়, তাহলে দেখা দিতে পারে অ্যানিমিয়া। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে গেলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা বা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দেয়।

কেন হয় অ্যানিমিয়া?

অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টির ঘাটতি, সংক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী রোগ, গর্ভকালীন সমস্যা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রোগ হলে অ্যানিমিয়ার সমস্যা দেখা যায়। তবে সকলের হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব সমান থাকে না। বাসস্থানের উচ্চতা, ধূমপানের অভ্যাস, গর্ভাবস্থার ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয় রক্তে থাকা হিমোগ্লোবিনের গুরুত্ব। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, রক্তাল্পতার সবথেকে বড় কারণ হলো আয়রনের অভাব।

কীভাবে কমাবেন রক্তাল্পতার সমস্যা

পালং শাক: রক্তে যদি ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতির কারণে অ্যানিমিয়া হয় সে ক্ষেত্রে পালং শাক খেতে পারেন আপনি। পালং শাকে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। পালং শাক ছাড়াও কমলা লেবু, পাতি লেবু খেতে পারেন যেখানে আপনি পাবেন প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা পাকস্থলীকে আয়রন শোষণ করতে সাহায্য করে।

বিট: রক্তাল্পতা কমানোর জন্য বিট খেতে পারেন আপনি। বিট এমন একটি ফল, যার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, কপার, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি১, বি ২, বি ৬, বি ১২ ও ঈ। এটি লোহিত রক্ত কণিকার উৎপাদন বাড়াতে এবং শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে।

মোরিঙ্গা পাতা: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অনুসারে, হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ানোর জন্য ভীষণভাবে উপকারী মোরিঙ্গা পাতা। পালং শাকের থেকে ২৮ মিলিগ্রাম বেশি আয়রন থাকে এর মধ্যে। এটি লাল লোহিত রক্ত কণিকা বৃদ্ধির জন্য ভীষণ দরকারী। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ানোর জন্য আপনি তামার পাত্রে আহার করতে পারেন। তামা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, যার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন।

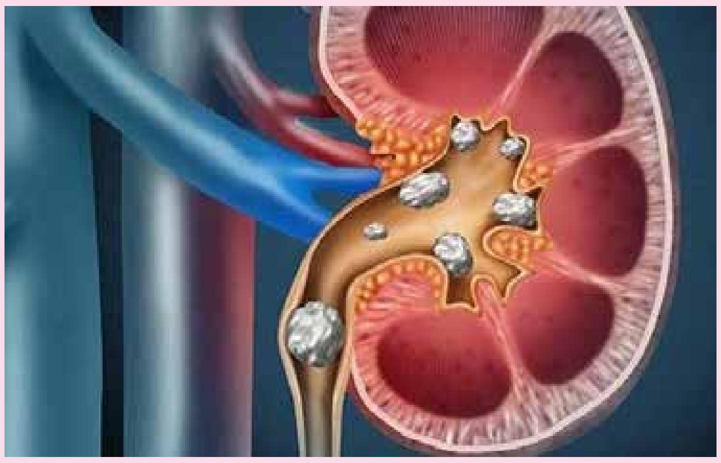

কিডনিতে পাথর কেন হয়?

কিডনিতে পাথর জমার বা তৈরি হওয়ার প্রকৃত কারণ এখনো জানা যায়নি। তবে কিছু কিছু বিষয় কিডনিতে পাথর তৈরীর কারণ বলে বিবেচিত হয় যেমন:স শরীরে পানি স্বল্পতা। পানি কম খাওয়া। বারবার কিডনিতে ইনফেকশন হওয়া এবং এর জন্য যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা। অত্যাধিক পরিমাণে দুধ, পনির বা দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস। শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা অতিরিক্ত আধিক্য।

কিডনিতে পাথর হওয়ার উপসর্গ: রক্তবর্ণের প্রস্রাব। বমি বমি ভাব। অনেক সময় বমিও হতে পারে। কোমরের পিছন দিকে ব্যথা হওয়া। এ ব্যথা তীব্র তবে সাধারণত খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ব্যথা কিডনির অবস্থান থেকে তলপেটে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রোটিনের ঘাটতি বুঝবেন যেসব লক্ষণে

পরিচয় ডেস্ক:প্রতিদিন পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ করা না হলে শরীরে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। আসুন জেনে নেই...

১.প্রোটিন জাতীয় খাবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরা রাখে। তবে পর্যাপ্ত প্রোটিন না খেলে বারবার ক্ষুধা লাগা স্বাভাবিক।

২. রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে প্রোটিনের ঘাটতি। এজন্য ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য প্রোটিন খুবই জরুরী।

৩. শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি আরো একটি লক্ষণ হলো চুল পড়া। এমনকি পর জাতীয় প্রোটিনের অভাবে ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যেতে পারে।

৪. প্রোটিন ত্বকের যেকোনো ক্ষতস্থান দ্রুত সারাতে সাহায্য করে। তবে অনেকদিন ধরে কোন ক্ষত যদি না শুকায় সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি আছে।

৫. সব সময় কি শরীর ক্লান্তি লাগে, এটিও হতে পারে প্রোটিনের অভাব। কারণ প্রোটিন শরীর চান মনে রাখতে সাহায্য করে। তাই প্রোটিনের ঘাটতি শরীরের একটি ক্লান্তভাব এনে দেয়।

সরিষা মুরগি

পরিচয় ডেস্ক: বাসায় রান্না করুন মজাদার সরিষার মুরগি। টকদই, বাদাম বাটা ও সরিষার তেলে রান্না করায় এই মাংসের স্বাদ খুবই মজা হয়। আজ আমরা জানাব, কীভাবে বাসায় সহজে ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে 'সরিষা মুরগি' রান্না করবেন।

উপকরণ: দেশি মুরগি একটি, সরিষা বাটা, শুকনো মরিচ, কাঁচা মরিচ, পোস্ত বাটা, ঘন দুধ, লেবুর রস, টালা মরিচ গুঁড়া, বাদাম বাটা, টমেটো হালকা সিদ্ধ করে খোসা ছাড়ানো, পেঁয়াজ মোটা করে কাটা, দারুচিনি গুঁড়া, সামান্য হলুদ গুঁড়া, আদা বাটা, রসুন বাটা, লবণ ও তেল

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে একটি মুরগি ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। এরপর সরিষা বাটা এক টেবিল চামচ, রসুন বাটা এক চা চামচ, আদা বাটা এক চা চামচ, দারুচিনি গুঁড়া এক চা চামচ, ঘরে পাতা দই এক কাপ, বাদাম বাটা এক চা চামচ, টালা মরিচ গুঁড়া এক টেবিল চামচ, সামন্য হলুদ ও স্বাদ মতো লবণ দিয়ে মেরিনেট করে নিতে হবে। এরপর একটি প্যানে তেল দিয়ে শুকনা মরিচ ও টমেটো দিয়ে একটু নেড়ে মেরিনেট করা মুরগি দিয়ে একটু কষিয়ে নিতে হবে। এরপর এক কাপ দই, এক টেবিল চামচ সরিষা বাটা ও লবণ দিয়ে ঢেকে ২০-২৫ মিনিট দমে রাখতে রাখতে হবে।

এরপরে মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে এক কাপ পেঁয়াজ ও সামান্য তেল দিয়ে আরো ১৫ মিনিট দমে রাখতে হবে। এরপর কাঁচা মরিচ ও ধনে পাতার পেস্ট দিয়ে একটু নেড়ে তুলে ফেলতে হবে।

কাটা মসলায় গরুর মাংস

পরিচয় ডেস্ক: খাবারে ভিন্নতা আনতে গুঁড়া মসলা ছাড়া আস্ত মসলা দিয়ে রেঁধে ফেলতে পারেন মজাদার একটি খাবার। কাটা মসলায় গরুর মাংস। কাটা মসলায় মাংস রান্না করলে তার স্বাদ কিন্তু আলাদা হয়। ভুনা মাংসের সুঘ্রাণে জিভে জল চলে আসে।

এই রান্নার পদ্ধতিও খুব একটা কঠিন নয়। রুটি, পরোটা, খিচুড়ি কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে খুব সহজেই পরিবেশন করতে পারেন।

উপকরণ: গরুর মাংস - ১ কেজি, মোটা করে কাটা পেঁয়াজ - ১ কাপ, আদা - ২ ইঞ্চি (কুচি করে), রসুনের কোয়া - ৮টি, দারুচিনি - ৪ টুকরা, সবুজ এলাচ - ৫টি, লবঙ্গ- ৬টি, গোলমরিচ - ১৫ থেকে ২০টি, জিরা - ১/৪ চা চামচ, শাহী জিরা- ১/৪ চা চামচ, তেজপাতা - ২টি, ভিনেগার/লেবুর রস - ২ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ - ১০টি, পেঁয়াজ বেরেস্তা - আধা কাপ লবণ - স্বাদ মতো, তেল - আধা কাপ ও কাঁচামরিচ কয়েকটি

প্রস্তুত প্রণালি:মাংস ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়ে নিন হাঁড়িতে। মোটা করে কাটা পেঁয়াজ, আদা ও রসুন ও তেলসহ সব মসলা দিয়ে দিন। অর্ধেকটি লেবুর রস দিয়ে দিন মাংসের হাঁড়িতে। সব মসলার সঙ্গে মসলা মেখে নিন। চুলা মিডিয়াম আঁচে জ্বালিয়ে ১ ঘণ্টা রান্না করুন মাংস। হাঁড়ি ঢেকে দেবেন অবশ্যই। ১ ঘণ্টা পর পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে আবারও ঢেকে দিন হাঁড়ি। ১৫ থেকে ২০ মিনিট কম আঁচে রান্না করুন। পানি পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে আস্ত কাঁচামরিচ দিন হাঁড়িতে।

৫ থেকে ১০ মিনিট কম আঁচে দমে রাখুন মাংস। নামিয়ে পরিবেশন করুন গরম গরম মজাদার কাটা মসলায় গরু মাংস।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

পটলের সুস্বাদু এক পদ

পরিচয় ডেস্ক: পটল সবজিটি একটু ভিন্নভাবে রান্না করলেই কিন্তু এর স্বাদ বাড়তে পারে দ্বিগুণ। খেতেও হয় দারুণ। চলুন ঝটপট জেনে নেই পটলের নতুন একটি রেসিপি।

যা লাগবে: ১. পটল- ৩ থেকে ৪টি, মুগ ডাল- ১ কাপ, দুধ- ১ কাপ, ঘি- ২ চা চামচ, শুকনা মরিচ - ২টি, আদাবাটা- ১ চা-চামচ, জিরাবাটা- ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ - ২টি ও লবন-পরিমাণমতো

রান্না প্রণালী: প্রথমে পটলের খোসা ছাড়িয়ে দু'ভাগ করে কেটে নিতে হবে। এবার কড়াইয়ে মুগ ডাল ভেজে নিন। প্রেশার কুকারে ডাল, সামান্য লবন এবং পরিমাণমতো পানি দিয়ে অর্ধেক সেদ্ধ করে নিন। এবার ঢাকনা খুলে তারমধ্যে পটল দিয়ে ডাল পুরো সেদ্ধ করুন।

এবার কাড়াইতে ঘি গরম করে জিরা এবং শুকনো মরিচ ভেজে নিন। ভাজা হয়ে এলে এতে আদা ও জিরা বাটা দিয়ে ভালোমতো কষাতে হবে। এরপর সেদ্ধ করা মুগ ডাল ও পটল, লবন এবং দুধ দিয়ে পাঁচ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। ডাল ঘণ হয়ে গেলে ওপর থেকে ঘি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ অল্প আচে রেখে দিতে হবে। এরপর গরম ভাতের সঙ্গে সুস্বাদু পটলের পদ পরিবেশন করুন।

মসুরের ডাল দিয়ে পুঁই শাক

পরিচয় ডেস্ক: টাটকা পুঁই শাক রান্না করে ফেলতে পারেন মসুরের ডাল দিয়ে। আইটেমটি গরম ভাতের সঙ্গে খেতে খুবই সুস্বাদু।

আধা কাপ মসুরের ডাল অল্প হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে রাখুন। ৫০০ গ্রাম পুঁই শাক ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। শাক কেটে পরিমাণ মতো লবণ, ১টি পেঁয়াজ কুচি, ৪ কোয়া রসুন কুচি ও কয়েকটি কাঁচা মরিচের ফালি দিয়ে চুলায় বসান। নেড়েচেড়ে সেদ্ধ করুন শাক। পানি পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নিন। প্যানে পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিন। কয়েকটি শুকনা মরিচ দিয়ে দিন তেলে। ২টি পেঁয়াজ কুচি ও একটি রসুন কুচি দিন। নেড়েচেড়ে ভেজে সেদ্ধ করে রাখা মসুরের ডাল দিয়ে দিন। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নাড়ুন। সেদ্ধ করে রাখা শাক দিয়ে মিনিট পাঁচেক রান্না করুন। পানি শুকিয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন গরম ভাতের সঙ্গে।

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6
Summer Enrichment Camp
ELA & Math
May to November 2026
50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7
SHSAT Prep
Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech
$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10
Regents Prep
Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II
20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students
SAT Prep
Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27
$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

টানাপোড়েন ও বাংলাদেশের বাস্তবতা

১৬ পৃষ্ঠার পর

(খ) বাঁধ ও প্রতিরক্ষা কাঠামো: নদীভাঙন রোধে উভয় তীরে স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাঠামো নির্মাণ।

(গ) সেচ অবকাঠামো: শুষ্ক মৌসুমে কৃষিজমিতে সেচ নিশ্চিতে খাল ও পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ।

(ঘ) পানি সংরক্ষণ কাঠামো: বর্ষার অতিরিক্ত পানি ধরে রাখতে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার ও জলাধার তৈরি করা।

(ঙ) নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল: তিস্তার তীরে শিল্প ও বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়ে তোলা।

(চ) পর্যটন অবকাঠামো: নদীকেন্দ্রিক পর্যটন উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করা।

(ছ) যোগাযোগ উন্নয়ন: নদীর দুই তীরে সড়ক ও সেতু অবকাঠামো উন্নয়ন।

৩. প্রকল্পের ব্যয় ও অর্থায়ন প্রস্তাব

তিস্তা মহাপরিকল্পনার মোট ব্যয় বিভিন্ন সূত্র মতে ৮,৭০০ কোটি টাকা থেকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত অনুমান করা হয়েছে। প্রাথমিক আলোচনায় চীনের কাছ থেকে প্রায় ৫৫ কোটি মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ ওসফট লোন্ন পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি: একটি অমীমাংসিত ইতিহাস

১. ২০১১ সালের চুক্তি প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা

২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরকালে তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ছিল। ওই চুক্তিতে বাংলাদেশ ৩৭.৫ শতাংশ এবং ভারত ৪২.৫ শতাংশ পানি পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা চূড়ান্ত হওয়ার পথে ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে চুক্তিটি ভেস্তে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তি ছিল যে, তিস্তার পানির বড় অংশ ইতিমধ্যে তাদের রাজ্যের সেচকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বাংলাদেশকে বাড়তি পানি দিতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই অবস্থান নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে তৈরি হওয়া দ্বন্দ্ব ভারতের ফেডারেল সমস্যার প্রতিফলন।

২. পরবর্তী বছরগুলোতে স্থবিরতা

২০১১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তিস্তা চুক্তি আলোচনায় এলেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। ২০১৫ সালে মোদি সরকারের ঢাকা সফর এবং ২০১৭ ও ২০২১ সালে বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের সফরেও তিস্তার বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে ছিল; কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান আসেনি।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের আগে এই চুক্তি বাস্তবায়ন কঠিন। এটি মূলত ভারতের ফেডারেল কাঠামোর জটিলতার ফলস্বরূপ, যেখানে পানিসম্পদ রাজ্যের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়।

আঞ্চলিক ভূরাজনীতি: ভারত-চীন প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে তিস্তা

১.চীনের কৌশলগত স্বার্থ

চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানওপাওয়ার চায়নার তিস্তা প্রকল্পে আগ্রহের পেছনে তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশ চীনেরওবিআরআই (ইবষঃ ধহফ জড়ধফ ওহরঃরধঃরাব)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ বিন্দু। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে চীনের প্রবেশাধিকার ও প্রভাব বিস্তারের জন্য বাংলাদেশে বড় অবকাঠামো প্রকল্প চীনকে কৌশলগত সুবিধা দেয়।

দ্বিতীয়ত, পাওয়ার চায়নার মতো চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বড় অবকাঠামো প্রকল্পের মাধ্যমে বৈশ্বিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে। তিস্তা প্রকল্প তাদের জন্য ব্যবসায়িক সুযোগ ও প্রযুক্তি রপ্তানির ক্ষেত্র।

তৃতীয়ত, ভারত-চীন সীমান্ত দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে ভারতেরওনিকট প্রতিবেশী বাংলাদেশে চীনের অবস্থান শক্তিশালী করা তাদের একটি ভূরাজনৈতিক পাল্টা পদক্ষেপ।

২. ভারতের উদ্বেগ ও স্বার্থ

ভারতের তিস্তা প্রকল্পে আপত্তির কেন্দ্রে রয়েছেওচিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর সংক্রান্ত নিরাপত্তা উদ্বেগ। শিলিগুড়ি করিডোর মাত্র ২২-৩০ কিলোমিটার চওড়া একটি ভূখণ্ড, যা ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যকে সংযুক্ত করে। এই করিডোরের কাছে বাংলাদেশে চীনের সামরিক বা দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য অবকাঠামো তৈরি হওয়া ভারতের কাছে মারাত্মক নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হয়।

তাই ভারত একদিকে তিস্তা চুক্তি বিষয়ে কালক্ষেপণ করছে, অন্যদিকে বাংলাদেশে নিজের উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়িয়ে চীনকে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছে। ২০২৩-২৪ সালে ভারত বাংলাদেশে ১ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে, যার একটি অংশ তিস্তার বিকল্প উন্নয়নের জন্য বলে জানা যায়।

৩. বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান

বাংলাদেশের জন্য তিস্তা ইস্যুটি একটি দ্বিধার সামনে দাঁড় করায়; ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও ভৌগোলিক নির্ভরশীলতা একদিকে, আর উন্নয়নের জন্য বিকল্প অংশীদারের প্রয়োজনীয়তা অন্যদিকে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের 'তিস্তা নিয়ে আমরা কারো জন্য বসে থাকবো না' বক্তব্যটি এই দ্বিধারই প্রকাশ। এটি মূলত ভারতের প্রতি একটি কূটনৈতিক বার্তা যে, বাংলাদেশের নিজস্ব উন্নয়ন অগ্রাধিকার আছে এবং সেটি অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে থাকবে না।

প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল ও বিপদসমূহ

১. সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফল

তিস্তা মহাপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে উত্তরাঞ্চলে যে সুফলগুলো আশা করা যায়, তা নিচে দেওয়া হলো:

ঙ (ক) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি: সেচ সুবিধা নিশ্চিত হলে রংপুর বিভাগে বার্ষিক কৃষি উৎপাদন ২০-৩০ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে বছরে দুটি ফসলের পরিবর্তে তিনটি ফসল উৎপাদন সম্ভব হতে পারে।

(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি: নির্মাণকালীন ও পরিচালনাকালীন প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং পরোক্ষভাবে কৃষি ও ব্যবসায় নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে। এতে প্রাক্কলিত কর্মসংস্থান হবে প্রায় ১-৫ লাখ নতুন কর্মীর।

(গ) দারিদ্র্য হ্রাস: বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র বিভাগগুলোর একটি-রংপুরে দারিদ্র্যের হার কমাতে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

(ঘ) খাদ্য নিরাপত্তা: উত্তরাঞ্চলে ধান, গম, ভুট্টাসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বাড়লে তা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখবে।

২. প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি

তবে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি রয়েছে: প্রকৌশলগত ঝুঁকি: তিস্তা একটি পলিবাহী নদী। নদী খনন করলেও বার্ষিক পলি জমার কারণে দ্রুত ভরাট হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। চীনের ইয়াংজি বা ইয়েলো রিভারের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নদীতে সরাসরি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

পরিবেশগত উদ্বেগ: নদীকে সংকুচিত করলে বর্ষায় অতিরিক্ত পানিপ্রবাহের চাপ বেড়ে যায় এবং নতুন ভাঙনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। এ ছাড়া নদীর প্রাকৃতিক চরিত্র পরিবর্তনে মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

ঙ অর্থনৈতিক ঝুঁকি: উচ্চ ব্যয়ের এই প্রকল্পে বিদেশি ঋণের শর্তাবলি অনুকূল না হলে বাংলাদেশের ঋণভার বৃদ্ধি পেতে পারে। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের চীনা ঋণ-সংকটের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে সতর্কবার্তা দেয়।

ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি: ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রকল্পটি কূটনৈতিক জটিলতা তৈরি করতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে ভারত উজান থেকে পানি আটকে রাখলে সব কারিগরি ব্যবস্থাই অকার্যকর হয়ে পড়ে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ: অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

১. চীনের নদী ব্যবস্থাপনা মডেল

চীন তারওতিন গিরিখাত বাঁধ (এঃযৎবব এড়ৎমবং উধস)-সহ বিভিন্ন বড় নদী প্রকল্পে বিশাল সাফল্য পেয়েছে। তবে এই প্রকল্পগুলো ব্যাপক পরিবেশগত সমস্যা, স্থানচ্যুতি ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করেছে বলেও প্রমাণিত হয়েছে। যেমন-শুধু তিন গিরিখাত বাঁধ নির্মাণেই প্রায় ১৪ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করতে হয়েছে।

২. নেপাল-ভারত মহাকালী চুক্তির অভিজ্ঞতা

১৯৯৬ সালের মহাকালী চুক্তিতে নেপাল ও ভারতের মধ্যে পানিবণ্টনের সুষম কাঠামো তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। তবে বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা ও অপর্যাপ্ত যন্ত্রকৌশল এই চুক্তির কার্যকারিতা সীমিত করেছে। বাংলাদেশের জন্য এটি শিক্ষণীয় যে, আইনি কাঠামোর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সক্ষমতাও জরুরি।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
PARENTAL DISCRETION ADVISED
KANON FILMS & IMPRESS TELEFILM
PRESENT
PRESSURE COOKER
A TRIBUTE TO TAREQUE MASUD
A FILM BY RAIHAN RAFI
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
NEW YORK
KEW GARDENS CINEMAS
8105 LEFFERTS BLVD. KEW GARDENS, NY 11415
FRI MAY 15TH @ 2:00 PM, 5:15 PM, 8:00 PM
SAT MAY 16TH @ 1:00 PM, 4:20 PM, 7:45 PM
SUN MAY 17TH @ 1:00 PM, 4:20 PM, 7:45 PM
MON MAY 18TH @ 3:00 PM, 7:30 PM
TUE MAY 19TH @ 3:00 PM, 7:30 PM
WED MAY 20TH @ 3:00 PM, 7:30 PM
THU MAY 21ST @ 3:00 PM, 7:30 PM
TICKETS ONLINE AND AT THEATRE TICKET BOOTH
অগ্রীম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে - টিকিট হল বুথ এবং থিয়েটার অনলাইনে
BIOSKOPE FILMS 54TH USA CANADA PRESENTATION

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সাংবাদিকতা : টিকে থাকা ও

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের ১৮০ দেশের মধ্যে ১০০টি দেশেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিম্নমুখী। আর এর প্রধান কারণ গণতন্ত্রহীনতা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদ। সংস্থাটির সবশেষ প্রতিবেদন বলছে, ২৫ বছরের মধ্যে সার্বিকভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। যাকে সংস্থাটি চিহ্নিত করেছে গণমাধ্যমের খুবই কঠিন ও খুবই খারাপ অবস্থা হিসেবে। যা তৈরি করেছে নানামুখী হুমকি ও সংকট।   এছাড়া সারাবিশ্বের কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো সাংবাদিকতাকে অপরাধমূলক কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করছে। যা এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। এতে বাড়ছে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন ও হত্যার মতো ঘটনা।

আরএসএফ এর তথ্য অনুযায়ী, দল নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে ভারত। যাদের সাংবাদিকতার স্বাধীনতায় সম্মিলিত অবস্থান ১৫৭-তম। বাংলাদেশের থেকে ৫ ধাপ পেছনে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র যেখানে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাধীন সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে সেখানে বিপরীতে অনেক গুণী সাংবাদিক প্রযুক্তির সাহায্যে নতুন করে মানুষের সামনে হাজির হচ্ছেন। যেমন ভারতের বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক রাভিশ কুমার সাংবাদিকতার স্বাধীনতার প্রশ্নে এনডিটিভি ছাড়তে বাধ্য হলেও বর্তমানে ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে তিনি পেশাদার সাংবাদিকতা করছেন। যা কোটি কোটি মানুষ গ্রহণ করেছেন। এই চর্চা বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমান বিশ্ব গত শতাব্দীর নতুন তথ্য ও যোগাযোগ ধারা থেকে বের হয়ে নয়া মাধ্যমের যুগে প্রবেশ করেছে। যেখানে মাধ্যম বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাগরিকের অবাধ প্রবেশ ও আধেয় ভাগাভাগির স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে। যদিও এই অবাধ স্বাধীনতা নতুন আপদ ডেকে এনেছে। যাকে ইউনেসকো অভিহিত করছে অপতথ্যের মহামারির যুগ হিসেবে। যে যুগে ক্লিক ও ভিউয়ের লক্ষ্যে ধাবমান সংবাদমাধ্যমের বিশ্বস্ততা যেমন কমছে ঠিক তেমনি বাড়ছে অপতথ্যজনিত আধেয়। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের নাগরিকরা প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হচ্ছেন ডিপফেক, চিপফেক, ছদ্মবেশী সংবাদ, ভুয়া সংবাদ, অপপ্রচারসহ নানা ধরনের ডিজিটাল আধেয়ের। প্রযুক্তির আগ্রাসী বিকাশে যেমন সাংবাদিকতার নানা দিক সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। ঠিক তেমনি ডিজিটাল যুগের নানা বিষয় থেকে বাঁচতে নতুন করে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সংবাদভিত্তিক সত্য তথ্যের। সংকটকালে যার পরিমাণ বেড়ে যায় জ্যামিতিক হারে। এছাড়া অপতথ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফাঁদ তো আছেই। যাতে সারবিশ্বের নাগরিক প্রতারিত হচ্ছেন, আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতির শিকার হয়ে অনেক সময় প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটছে। প্রযুক্তির আগ্রাসী বিকাশে যেমন সাংবাদিকতার নানা দিক সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। ঠিক তেমনি ডিজিটাল যুগের নানা বিষয় থেকে বাঁচতে নতুন করে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সংবাদভিত্তিক সত্য তথ্যের। যার মাধ্যমে মোকাবিলা করা সম্ভব অপতথ্যের মহামারি। এই মহামারি রোধে ইউনেসকো, ফ্রি প্রেস আনলিমিটেডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একটি নতুন কার্যকর সচেতনতামূলক ট্যাগ লাইন প্রচার করছে দীর্ঘদিন ধরে। যেটি হলো, অপতথ্যের মহামারি প্রতিরোধের কার্যকর প্রতিষেধক হলো স্বাধীন সাংবাদিকতা।

তাই এ কথা বলতেই হয় স্বাধীনতার সংকট ও টিকের থাকার কঠিন লড়াইয়ের মধ্যেও মহামারি মোকাবিলায় সঠিক তথ্য মানুষের জন্য প্রয়োজন। যা মানুষকে দিতে পারে পেশাদার গণমাধ্যম। বিশ্বব্যাপী এই আবেদন যতদিন থাকবে ততদিন নানা সংকট ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাংবাদিকতা সগৌরবে টিকে থাকবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

তথ্যঋণ:

1. 2026 RSF Index: press freedom at a 25-year low (RSF, 2026), Retrieved on 2nd May 2026, https://rsf.org/en/2026-rsf-index-press-freedom-25-year-low?data_type=general&year=2026
2. World trends in freedom of expression and media development: global report 2022/2025; Journalism: shaping a world at peace, (UNESCO, 2026) Retrieved on 2nd May 2026, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000396638/PDF/396638eng.pdf.multi
3. Overview and key findings of the 2025 Digital News Report, (Reuters Institute, 2026) Retrieved on 2nd May 2026, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2025/dnr-executive-summary

রাহাত মিনহাজ: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে কি সুশীল সমাজ আছে?

১৮ পৃষ্ঠার পর

অর্থ-সম্পদ এবং প্রাণ বিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা অপরিসীম। বিনিময়ে রাষ্ট্র এদের নানারকম সুবিধা দিয়ে থাকে। পদ, পদবি, উপাধি, অর্থ পুরস্কারের পাশাপাশি সমাজের উচ্চ আসনে তাদের সমাসীন করে। ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশে রায় বাহাদুর, রায় সাহেব, খান বাহাদুর, খান সাহেব পদবিগুলো এই শ্রেণির মধ্যেই বিতরণ করা হতো। ইতালির মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসি এই অংশের লোকদের অভিহিত করেছিলেন ট্রাডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল বলে। অনেকেই ট্রাডিশনাল শব্দের বাংলা করেন ঐতিহ্যবাহী। ট্রাডিশনালের আসল ব্যঞ্জনা এই 'ঐতিহ্যবাহী' শব্দ দিয়ে বোঝা যাবে না। আমি এই ক্ষেত্রে ট্রাডিশনাল শব্দের বাংলা হিসাবে 'গতানুগতিক' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। এরা সবসময় প্রচলিত পথ, পদ্ধতি, চিন্তাধারা মেনে চলে। কোনো নতুন চিন্তা, বিশেষ করে তা যদি বিপ্লবাত্মক হয়, তাহলে মানুষকে সেই চিন্তা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে বলে। বোঝাই যাচ্ছে আমাদের দেশে যাদের সুশীল সমাজ বলে ডাকা হয়, তারা ইউরোপের সিভিল সোসাইটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বর্গ। আসলে আমাদের সুশীল সমাজ একটি ইউনিক গোষ্ঠী। ইউরোপের সিভিল সোসাইটি কখনো দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেবার পক্ষে ওকালতি করে না। কিন্তু আমাদের দেশের সুশীল সমাজ হয় সেই কাজের ওকালতি করে, অথবা সেই বিষয়ে নিশ্চুপ থাকে। ইউরোপের সিভিল সোসাইটি কখনো রাষ্ট্রের রেজিম পরিবর্তনের কাজে বিদেশি দূতাবাসের সঙ্গে লিয়াঁজো তৈরি করে না। কিন্তু বাংলাদেশের সুশীল সমাজ বিদেশিদের হয়ে লবিস্টের কাজ করে। যদি সরকার নমনীয় না হয়, তাহলে নানারকম অন্তর্ঘাতমূলক কাজে বিদেশি শক্তিকে সরাসরি সহায়তা করে। সদ্য সাবেক অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বঙ্গোপসাগর বা বন্দরকে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেবার লবিং করে আসছেন অন্তত দুই যুগ ধরে। আওয়ামী রেজিমের পতনের পরে সরকারের কর্ণধার হয়েও তিনি বন্দর-শ্রমিকদের সর্বাত্মক ও জানবাজি আন্দোলনের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাত্র তিনদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির নামে একটি অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে গেছেন। এই চুক্তিতে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ক্ষতি স্পষ্ট। তবে তারচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সম্মান বিকিয়ে দেবার ধারা। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো দেশ থেকে তালিকাভুক্ত পণ্য কিনতে পারবে না। আজকের পৃথিবীতে এমন সামন্ত চুক্তি, করদ রাজ্যের মতো চুক্তি, কোনো দেশের সরকার করতে পারে তা পৃথিবীবাসীর কাছে অবিশ্বাস্য। এই চুক্তিটি দিয়েও বোঝা যায় বাংলাদেশের কথিত সুশীল সমাজ আর যা-ই হোক, বাংলাদেশের নয়। বিদেশি টাকার সুশীল সমাজ বাংলাদেশে বাস করলেও তারা আসলে বিদেশিদের লোক।

তারা আমাদের কেউ না। পুনশ্চ: বাংলাদেশের এই তথাকথিত সুশীল সমাজকে নিয়ে তেমন প্রশ্ন ওঠে না। আলোচনাও তেমন হয় না। তাদের চরিত্র, তাদের কাজ, তাদের তহবিল, বিদেশি দূতাবাসের সঙ্গে তাদের মাখামাখি, জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা-এই সবকিছুর গভীর পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

তারা নাকি দেশের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে, জরিপ করে। সেগুলো প্রকাশও করে সাড়ম্বরে। সেগুলো দেশের চাইতে বিদেশের হাততালি পায় বেশি।

এখন দরকার তাদের নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা।

'শিকারি সাংবাদিকতা'এক বিষফোঁড়া

১৮ পৃষ্ঠার পর

ছিল সাইবার বুলিং। (প্রথম আলো, ১০ অক্টোবর ২০২৪)

একইসঙ্গে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৪ সালের তথ্যমতে, দেশের প্রায় ৭৬ শতাংশ নারী জীবনে অন্তত একবার শারীরিক, মানসিক, যৌন বা অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে মানসিক সহিংসতার একটি বড় উৎস হয়ে উঠেছে অনলাইনভিত্তিক অপ-সাংবাদিকতা ও ভুয়া ফটোকার্ড। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে সারাদেশে অন্তত দুই হাজার শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৮০০ জন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এসব সংখ্যা কেবল পরিসংখ্যান নয়; এটি এক গভীর সামাজিক সংকটের প্রতিফলন, যেখানে অপপ্রচার ও মব সৃষ্টিতে শিকারি সাংবাদিকতা বড় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে প্রযুক্তির অবাধ বিস্তারের ফলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। ফলে প্রয়োজন কঠোর নীতিমালা, নিয়মিত মনিটরিং ও অনিয়ন্ত্রিত নিবন্ধন প্রক্রিয়া বন্ধ করা। পাশাপাশি গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টদের নৈতিকতা, পেশাগত মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও জরুরি।

গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ। কিন্তু সেই দর্পণ যদি বিকৃত হয়, তবে সমাজও নিজের প্রতিচ্ছবি সঠিকভাবে দেখতে পায় না। তাই 'শিকারি সাংবাদিকতা' রোধে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে এর বিষফোঁড়া আরও গভীর সংকট সৃষ্টি করবে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টিডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
SMG FUNDING
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2, JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ট্রাম্প-পুতিনের টানাটানি, ইউরেনিয়াম

১২ পৃষ্ঠার পর

পুনরাবৃত্তি' করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু এখনকার বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র জেসিপিওএ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ইরান ধীরে ধীরে নিজেদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বাড়িয়েছে। ইরানের ফোরদো ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পরের স্যাটেলাইট চিত্র। ছবি: রয়টার্স

ট্রাম্প আসলে কী চান?

তুরস্কের আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ইউরেনিয়াম প্রশ্নে কঠোর অবস্থানে আছে ওয়াশিংটন। ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষ্য, ইরানের ইউরেনিয়াম যদি রাশিয়ায় যায়, তাহলে সেটি শেষ পর্যন্ত আবার ইরানের হাতেই ফিরে আসতে পারে। রাশিয়া নিজের স্বার্থে সেটিকে দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র চায়, ইরানের ইউরেনিয়াম তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আসুক। ট্রাম্প সম্প্রতি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ইউরেনিয়াম পাবে।' তারা একে শুধু পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের বিষয় হিসেবে দেখছে না। এর মাধ্যমে তারা ইরানের ওপর দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের লক্ষ্য তিনটি-ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা স্থায়ীভাবে ভেঙে দেওয়া, ইসরায়েল ও উপসাগরীয় মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথ বন্ধ করা। কিন্তু এখানেই মূল সংকট। তেহরানের কাছে ইউরেনিয়াম শুধু প্রযুক্তিগত সম্পদ নয়; এটি জাতীয় মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক। ফলে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ইউরেনিয়াম তুলে দেওয়া ইরানের ক্ষমতাকাঠামোর জন্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত কঠিন।

পুতিনের প্রস্তাব কেন আলাদা?

আপাতদৃষ্টিতে রাশিয়ার প্রস্তাব তুলনামূলক 'গ্রহণযোগ্য' মনে হতে পারে। কারণ মস্কো ও তেহরানের মধ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘনিষ্ঠ সামরিক ও কৌশলগত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে রাশিয়া ও ইরান আরও কাছাকাছি এসেছে।

পুতিনের যুক্তি হলো, ইউরেনিয়াম রাশিয়ায় রাখলে একদিকে যেমন ইরানের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ কমবে, অন্যদিকে তেহরানও পুরোপুরি 'অপমানিত' বোধ করবে না। কারণ সেটি শত্রু রাষ্ট্রের হাতে নয়, বরং একটি মিত্র দেশেই থাকবে। রাশিয়ার এই প্রস্তাবের আরেকটি কৌশলগত দিকও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিজেদের অপরিহার্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় মস্কো। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়লেও মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়া এখনও প্রভাব ধরে রাখতে চায়। ইরানের ইউরেনিয়াম নিজেদের ভূখণ্ডে নেওয়া গেলে সেই প্রভাব আরও বাড়বে।

ইরানের জন্য কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য?

ইরানের ভেতরে এ নিয়ে বড় ধরনের দ্বিধা রয়েছে। দেশটির কট্টরপন্থীরা মনে করে, ইউরেনিয়াম বিদেশে পাঠানো মানেই আত্মসমর্পণ। আবার বাস্তববাদীরা মনে করে, অর্থনীতি বাঁচাতে এবং যুদ্ধ এড়াতে একটি সমঝোতা প্রয়োজন। তবে অধিকাংশ বিশ্লেষকের মতে, ইরান কখনোই ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে চাইবে না। কারণ যুক্তরাষ্ট্রকেই তারা প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করে। ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুতির ওপরও তেহরানের আস্থা নেই। অন্যদিকে রাশিয়ায় ইউরেনিয়াম পাঠানোর বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে তুলনামূলক সহজ হতে পারে। কিন্তু সেখানেও ঝুঁকি আছে। কারণ ইরান জানে, মস্কো শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থই দেখবে। দরকার হলে রাশিয়াও ইরানের ইউরেনিয়ামের বিষয়টি পশ্চিমাদের সঙ্গে দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি সীমিত সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছেছিল। সেখানে ইউরেনিয়াম বিদেশে সরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নটি ছিল সবচেয়ে বড় বাধা।

অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, আলোচনায় ১৪ দফার একটি সমঝোতা স্মারক নিয়ে কাজ চলছিল। সেখানে ইরান কয়েক বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সীমিত করতে পারে-এমন ইঙ্গিত ছিল। তবে মজুত ইউরেনিয়াম কোথায় যাবে, সেটিই এখন সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একই সময়ে ট্রাম্প প্রশাসন প্রকাশ্যে কঠোর ভাষাও ব্যবহার করছে। ট্রাম্প হুমকি দিয়েছেন, আলোচনা ব্যর্থ হলে আবার সামরিক হামলা হতে পারে। ফলে ইরানের সামনে এখন মূলত তিনটি পথ খোলা-ইউরেনিয়াম বিদেশে পাঠিয়ে সীমিত সমঝোতায় যাওয়া, আংশিক সমঝোতার মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করা এবং কোনো ছাড় না দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের ঝুঁকি নেওয়া। ইসরায়েল সব সময়ই বলে এসেছে ইরান পারমাণবিক শক্তিধর হয়ে উঠলে তাদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়বে। কোনো পরিস্থিতিতেই তারা এটা হতে দিতে চায় না। সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলোও চায় না ইরান পারমাণবিক ক্ষমতাধর হোক।

অন্যদিকে চীন ও রাশিয়া চায় না, যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে এটা ফয়সালা করুক। ফলে ইরানের ইউরেনিয়াম প্রশ্নটি এখন নতুন ধরনের ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে চলে এসেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যদি ইরানের ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রে যায়, তাহলে সেটি হবে ওয়াশিংটনের বড় বিজয়। আর যদি রাশিয়ায় যায়, তাহলে মস্কো প্রমাণ করতে পারবে যে মধ্যপ্রাচ্যের সংকট সমাধানে এখনও তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-ইরান শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ তেহরানের দৃষ্টিতে এটি শুধু প্রযুক্তিগত প্রশ্ন নয়; এটি তাদের টিকে থাকা, নিরাপত্তা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যেরও প্রশ্ন।

ট্রাম্পের পর এবার চীন সফরে যাচ্ছেন

১২ পৃষ্ঠার পর

আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী ২০ মে এক দিনের সংক্ষিপ্ত সফরে বেইজিং যেতে পারেন রুশ প্রেসিডেন্ট। মূলত নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগের অংশ হিসেবে এই সফর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাই এ সফরে বড় কোনো আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ বা জমকালো অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা কম। তবে দুই দেশের পক্ষ থেকে সফরের তারিখ নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি।

এদিকে দীর্ঘ নয় বছর পর কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার তিন দিনের চীন সফর শেষ করেছেন আজ। এই সফরে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে বাণিজ্য, তাইওয়ান ও মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যুতে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ট্রাম্পের প্রস্থানের পরপরই পুতিনের এই সম্ভাব্য সফরকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে।

পুতিনের এ সফরের মাধ্যমে বহুপক্ষীয় কোনো সম্মেলন বা আন্তর্জাতিক আয়োজন ছাড়াই ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই মাসে বিশ্বের দুই শীর্ষ পরাশক্তির নেতাকে আতিথেয়তা দেওয়ার নজির গড়তে যাচ্ছে চীন।

এর আগে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে শি জিন পিং ও পুতিনের মধ্যে সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানান, পুতিনের সফরের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত এবং শিগগিরই এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে। তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, পুতিনের এই সফর আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল এবং এর সঙ্গে ট্রাম্পের বেইজিং সফরের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুই নেতার বৈঠকের বিষয়ে মস্কোর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং উপযুক্ত সময়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে।

তথ্য ফাঁস হওয়ায় ইসরায়েলের ওপর

১২ পৃষ্ঠার পর

সূত্রটি আরও জানায়, গোপন কূটনৈতিক বিষয় প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কায় আমিরাত কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নেতানিয়াহুকে সফরের আমন্ত্রণ জানায়নি। যদিও দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পর থেকে নীরবে যোগাযোগ ও সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

২০২০ সালে আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে সংযুক্ত আরব আমিরাত। তবে এরপরও নেতানিয়াহুকে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

এর আগে কয়েকটি ইসরায়েলি গণমাধ্যম জানায়, গত ২৬ মার্চ নেতানিয়াহু আমিরাতের আল-আইন শহর সফর করেন। ওই সময় ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সফরকালে আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সহযোগিতা আরও জোরদার করা হয়। এর অংশ হিসেবে

চীন থেকে কিছু আনা যাবে না:

৫ পৃষ্ঠার পর

না। তিনি আরও লিখেছেন, এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে বেইজিং ছাড়ার আগে, যুক্তরাষ্ট্রের পুরো প্রতিনিধিদল চীনা কর্তৃপক্ষের দেওয়া সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে দেয়। সব উপহার, ব্যাজ, পিন এবং স্যুভেনির সরাসরি ওই জায়গায় রাখা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। নির্দেশ একদম স্পষ্ট ছিল; চীনের তৈরি কোনো কিছুই বিমানে তোলা যাবে না। তার পোস্টে আরও বলা হয় যে এই সতর্কতা শুধু বিমানে ওঠার সময়ের জন্যই ছিল না, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা চীনে আসার সময় তাদের ব্যক্তিগত সব ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বা যন্ত্র দেশে রেখেই এসেছিলেন। পুরো সফরজুড়ে তারা শুধু নতুন অস্থায়ী বার্নার ফোন ব্যবহার করেছেন। নিউইয়র্ক পোস্টের সাংবাদিককে উদ্ধৃত করে পোস্টে যোগ করা হয়।

একাধিক রিপোর্টে এ-ও বলা হয়েছে যে, চরম সাইবার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মার্কিন দলের সদস্যরা কেউ কোনো ব্যক্তিগত ফোন বা ডিভাইস আনেননি।

সাধারণত সম্ভাব্য সাইবার গুপ্তচরবৃত্তি এবং তথ্য চুরি এড়াতেই এ ধরনের কড়া সতর্কতার অংশ হিসেবে ডিভাইস বা সংবেদনশীল নথিপত্র নষ্ট করে দেওয়া হয় অথবা জমা নেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপটি প্রমাণ করে যে বেইজিংয়ের সাইবার গোয়েন্দাগিরি নিয়ে ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের উদ্বেগ মোটেও কমেনি। তাদের ভয় হলো, যেকোনো ডিভাইস, এমনকি উপহার হিসেবে দেওয়া স্যুভেনিরের মাধ্যমেও নজরদারি করা বা গোয়েন্দা তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হতে পারে। দুদেশের সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে শি জিনপিংয়ের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকের পর, যখন ক্যামেরার সামনে দুই পক্ষের মধ্যে একটা চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ ছবি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছিল, ঠিক তখনই এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র দ্য হিল জানিয়েছে, পর্দার আড়ালে মার্কিন এবং চীনা কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং মিডিয়ার প্রবেশ নিয়ে বারবার তর্ক ও মতবিরোধ চলছিল।

যেমন, ট্রাম্প ও শি যখন বেইজিংয়ের টেম্পল অফ হেভেন পরিদর্শনে যান, তখন আমেরিকান সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একজন ইউএস সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি চীনা কর্মকর্তারা। কারণ হিসেবে তারা জানায়, ওই এজেন্টের কাছে তার স্বাভাবিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম হিসেবে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। সাংবাদিকদের তথ্যানুযায়ী, এই বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের কর্মকর্তাদের মধ্যে এক তীব্র বাগবিতণ্ডা হয় এবং প্রায় ৯০ মিনিট পর শেষমেশ সংবাদকর্মীদের সেখানে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই সফরটিকে বেশ ফলপ্রসূ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তবুও যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে অনেক বিষয়ে এখনও গুরুতর মতপার্থক্য রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য ঘাটতি, প্রযুক্তির প্রতিযোগিতা, তাইওয়ান ইস্যু, এবং বর্তমান ইরান যুদ্ধ।

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432, (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432, (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

জিন ছাড়ানোর নামে ২১টি যৌন

১২ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি বলে মনে করতেন। তবে তার হাতে নিপীড়িত অধিকাংশই বাংলাদেশি বলে জানা গেছে।

পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকার সাবেক এই ইমামের কর্মকাণ্ডকে বিচারক লেসলি কাথবার্ট 'পরিকল্পিত এবং দীর্ঘস্থায়ী যৌন লালসা চরিতার্থ করার অভিযান' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আদালতে প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমাণ করেছে, ২০০৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব ও অবস্থানের সুযোগ নিয়ে স্থানীয় বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির নারী ও শিশুদের টার্গেট করতেন হালিম খান।

এ বিষয়ে বিচারক লেসলি কাথবার্ট সাজা ঘোষণার সময় বলেন, 'আপনি নিজের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতার পদ্ধতিগত অপব্যবহার করেছেন। এমনভাবে আচরণ করতেন যেন আপনি আইনের ঊর্ধ্বে বা ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

বিচারক উল্লেখ করেন, হালিম খান সুকৌশলে এমন ভুক্তভোগীদের বেছে নিতেন, যারা লোকলজ্জা বা ধর্মীয় কারণে মুখ খুলতে ভয় পাবেন। তিনি জানতেন যে যদি কেউ অভিযোগ করে, তবে মানুষ একজন 'সম্মানিত ইমামের' কথাই বিশ্বাস করবে।

আদালতে ভুক্তভোগীদের দেওয়া জবানবন্দি ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। মামলার শুনানিতে উঠে আসে শিউরে ওঠার মতো সব তথ্য। আব্দুল হালিম খান ভুক্তভোগীদের বিশ্বাস করাতেন যে তাদের ওপর বদ জিনের আছর আছে। চিকিৎসার নামে তিনি তাদের নির্জন ফ্ল্যাট বা গাড়িতে নিয়ে যেতেন। সেখানে তিনি নিজের ওপর 'জিন' ভর করার অভিনয় করতেন এবং এই ছদ্মবেশে তাদের ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন চালাতেন।

শৈশবে নির্যাতিত হওয়া এক নারী কান্নায় ভেঙে পড়ে বিচারককে বলেন, 'আমার কাছে খান কোনও মানুষ নয়, সে সাক্ষাৎ শয়তান।'

অপর এক ভুক্তভোগী জানান, খান তাকে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার মিথ্যা ভয় দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন কেবল তিনিই এর প্রতিকার করতে পারেন। এরপর তাকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়।

লিড প্রসিকিউশন ব্যারিস্টার সারাহ মরিস কেসি বলেন, হালিম খান ভুক্তভোগীদের ওপর 'আজীবন স্থায়ী ক্ষত' সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের ধর্মবিশ্বাসকে তাদের বিরুদ্ধেই 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করে তাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছেন।

দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারের পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে আদালত খানকে মোট ২১টি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে। এর মধ্যে ৯টি ধর্ষণের অভিযোগ; চারটি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ; ১৩ বছরের কম বয়সী শিশুর ওপর দুবার যৌন আক্রমণ; ১৩ বছরের কম বয়সী শিশুকে পাঁচবার ধর্ষণ এবং একটি পেনিট্রেশনের মাধ্যমে শারীরিক লাঞ্ছনা।

তদন্তকারী দল মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা কর্মকর্তা জেনি রোনান বলেন, 'আব্দুল হালিম খান নিজেকে একজন সদাচারী ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতেন, কিন্তু পর্দার আড়ালে তিনি ছিলেন এক ভয়ংকর অপরাধী।'

তিনি ভুক্তভোগীদের অসীম সাহসিকতার প্রশংসা করে বলেন, তাদের এগিয়ে আসার কারণেই আজ এই ন্যায়বিচার সম্ভব হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে শিশুদের সুরক্ষায় কাজ করে এমন অন্যতম একটি দাতব্য সংস্থা নিশপ্যাক (এনএসপিসিসি)। এই সংস্থার একজন মুখপাত্র এ ঘটনাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি বলেন, বিশ্বাসের জায়গায় বসে শিশুদের ওপর এমন নির্যাতন ক্ষমার অযোগ্য। এই রায় ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধীদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে।

এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায়ের পর টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় ধর্মীয় নেতাদের জবাবদিহির দাবি জোরালো হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিল ও নেতারা স্বতন্ত্র ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধন এবং কঠোর ব্যাকগ্রাউন্ড চেক চালুর উদ্যোগ নিয়েছেন। মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সারা ইয়েমস এবং ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টর জেনি রোনান ভুক্তভোগীদের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। ২০১৮ সালে প্রথম অভিযোগ পাওয়ার পর শুরু হওয়া 'অপারেশন স্পেয়ারব্যাঙ্ক' এই রায়ের মাধ্যমে সফলতার মুখ দেখলো বলে মনে করেন তারা।

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ২৯

১০ পৃষ্ঠার পর

নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ হিসাব নেই।' এর আগে সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কংগ্রেসে দেওয়া প্রাথমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারের হিসাব প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় কম ছিল। একাধিক সূত্রের বরাতে ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, যদি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিগুলোর ক্ষয়ক্ষতি এবং ধ্বংস হওয়া সামরিক সম্পদের প্রতিস্থাপন খরচ ধরা হয়, তাহলে প্রকৃত ব্যয় ৪০ থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হতে পারে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ অবশ্য জানিয়েছেন, প্রয়োজন অনুযায়ী কংগ্রেসকে তথ্য দেওয়া হবে, তবে সব তথ্য প্রকাশের সময় ও পদ্ধতি নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর।

মূল্যস্ফীতি তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

রয়টার্স বলছে, ইরান যুদ্ধের প্রভাব শুধু সামরিক ব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটি সরাসরি মার্কিন অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করছে। নতুন অর্থনৈতিক তথ্যে দেখা গেছে, যুদ্ধের কারণে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল মাসে ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা টানা দ্বিতীয় মাসে উচ্চ প্রবৃদ্ধি। মার্চ মাসে এই বৃদ্ধি ছিল শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ। এর ফলে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশে, যা গত তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। অর্থনীতিবিদদের মতে, জ্বালানি খাতের অস্থিরতা এবং খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি এই মূল্যস্ফীতির প্রধান চালিকাশক্তি।

জ্বালানি খাতে সবচেয়ে বড় প্রভাব

ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ব্যাপকভাবে ওঠানামা করে। মার্চ মাসে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের ওপরে উঠে যায়, কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানে হামলার পর সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

যদিও এপ্রিলের শুরুতে যুদ্ধবিরতির পর দাম কিছুটা কমে, তবে তা এখনও তুলনামূলকভাবে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বাজারে। শ্রম দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল মাসে জ্বালানির দাম ৩ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে, যা মোট মূল্যস্ফীতির ৪০ শতাংশেরও বেশি অংশ তৈরি করেছে। মার্চ মাসে জ্বালানির দাম বেড়েছিল ১০ দশমিক ৯ শতাংশ।

এর মধ্যে গ্যাসোলিনের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ, ফুয়েল অয়েলের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ এবং বিদ্যুতের দামও বেড়েছে।

খাদ্যপণ্যের দামেও চাপ

শুধু জ্বালানি নয়, খাদ্যপণ্যের বাজারেও বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে। এপ্রিল মাসে খাদ্যপণ্যের দাম শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। বিশেষ করে মুদি দোকানের পণ্যের দাম শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গরুর মাংসের দাম ২ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে, ফল ও সবজির দাম বেড়েছে ১ দশমিক ৮ শতাংশ এবং নন-অ্যালকোহলিক পানীয়ের দাম বেড়েছে ১ দশমিক ১ শতাংশ। দুধ, ডিম এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দামেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে।

সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব

নেভি ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিদার লং বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে একটি 'আর্থিক চাপ' চলছে। তার মতে, তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, 'মানুষ এখন বাস্তব অর্থনৈতিক চাপ অনুভব করছে। মূল্যস্ফীতি তাদের আয়ের সব বৃদ্ধি শুষে নিচ্ছে।'

অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। আরএসএমের প্রধান অর্থনীতিবিদ জোসেফ ব্রুসুয়েলাস বলেন, বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চাপের মুখে রয়েছে। তার মতে, জ্বালানি, পরিবহন এবং খাদ্যের দাম আগামী মাসগুলোতে আরও বাড়তে পারে।

এদিকে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের নীতিনির্ধারকদের ওপরও চাপ বাড়ছে। শক্তিশালী শ্রমবাজার এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সুদের হার দীর্ঘ সময় উচ্চ পর্যায়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, এমনকি ২০২৭ সাল পর্যন্তও তা স্থায়ী হতে পারে।

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

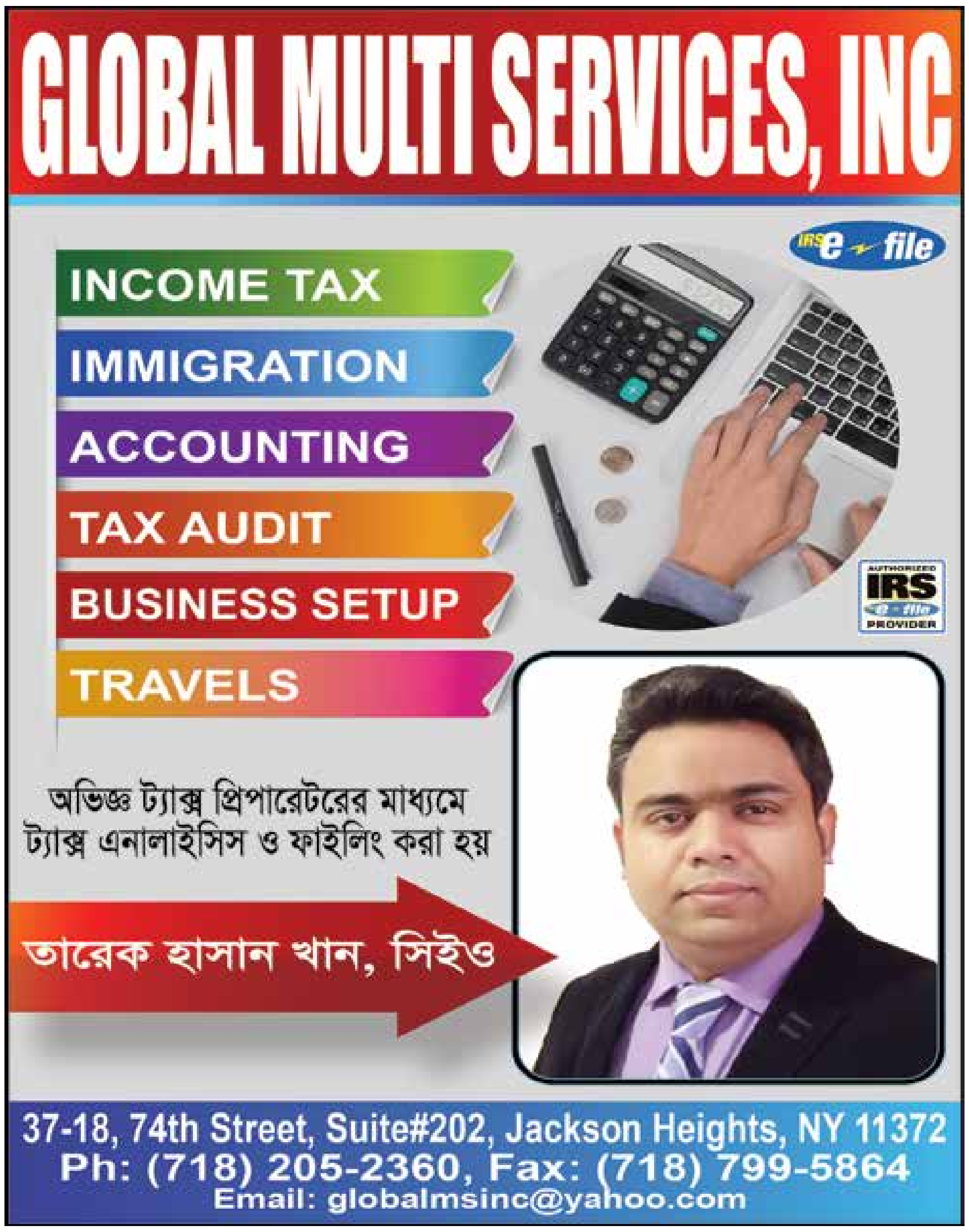
GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

রপ্তানি আদেশ দেখিয়ে প্রিমিয়ার ব্যাংকে ১০,৫০০ কোটি

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনের একটি কপি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের কাছে এসেছে।

নিরীক্ষায় আরও কিছু অনিয়ম ধরা পড়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ২৯টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ডিউটি ড্র-ব্যাক এবং বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স সুবিধার অপব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ।

তালিকায় নাম থাকা দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক অভিযোগ করেছেন, অনেক রপ্তানিকারক তাদের নামে খোলা এই রফতানি এলসি সম্পর্কে জানতেনই না। সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা রপ্তানি পাওনা পরিশোধ না করে আটকে রেখে জোরপূর্বক ভুয়া নথিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছেন।

যদিও তদন্ত প্রতিবেদনটি ২০২৩ সালেই সম্পন্ন হয়েছিল, তবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে তিন বছর বিলম্ব হয়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে ওই শাখার অথরাইজড ডিলার (এডি) লাইসেন্স বাতিল করা হয়। এই বিলম্বের পেছনে ওই সময় ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে।

কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রেড ফাইন্যান্সের বেশিরভাগ অনিয়ম ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ও রপ্তানি আদেশের মাধ্যমে ঘটে থাকে। তাদের মতে, এসব লেনদেনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি তৎকালীন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদেরও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

উদ্বেগজনক কিছু চিত্র

প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, টোটাল ফ্যাশন ৩৬৪ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আদেশের বিপরীতে ২৩১ মিলিয়ন ডলারের ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলে, যদিও তাদের প্রকৃত রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৬২ মিলিয়ন ডলার। অবন্তী কালার টেক্স ২৯০ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আদেশের বিপরীতে ১৪৬ মিলিয়ন ডলারের এলসি খোলে, যেখানে তাদের প্রকৃত রফতানি ছিল ৬৭ মিলিয়ন ডলার। ডয়েস ল্যান্ড অ্যাপারেল পণ্য রপ্তানি করেছে সাড়ে ৫৫ মিলিয়ন, আর ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলেছে ২০৮ মিলিয়ন ডলারের। এছাড়া, অহনা নিট কম্পোজিট মাত্র সাড়ে ১৩ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করলেও-এলসি খুলেছে ৯৯ মিলিয়ন ডলারের। এইচ কে অ্যাপারেলস ৬০.৮৫ মিলিয়ন রপ্তানি করলেও- ১২৬ মিলিয়ন ডলারের ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খুলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আরও ২৪টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই ধরণের অনিয়ম খুঁজে পেয়েছে, যেখানে এলসি খোলার পরিমাণ প্রকৃত রপ্তানি মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশ

ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি হলো একটি সেকেন্ডারি ঋণপত্র যা রপ্তানি এলসির বিপরীতে কাঁচামাল আমদানির জন্য খোলা হয়, যেখানে ব্যাংক রপ্তানিকারকদের অর্থায়ন সহায়তা দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির বিপরীতে আনা কাঁচামাল রপ্তানি শিল্পে ব্যবহারের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। উল্টো বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধার আওতায় আনা পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে ট্যাক্স ও ডিউটি ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, “ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বছরের পর বছর ধরে এই অপরাধে সহায়তা করেছে। কোনো ক্ষেত্রেই ব্যাংকের ওই শাখা বাংলাদেশ ব্যাংককে কোনো তথ্য দেয়নি।চ

তদন্তে দেখা গেছে, একই ব্যবসায়িক গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একে অপরের রপ্তানি আদেশ ও এলসির বিপরীতে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখা এসব লেনদেনে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনে ব্যর্থ হয়েছে এবং কর্মকর্তাদের যোগসাজশেই এই অনিয়ম ঘটেছে।

১০ বছর একই শাখার ব্যবস্থাপক

এ অনিয়ম যখন সংঘটিত হয় সেই সময় প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক ছিলেন মো. শহিদ হাসান মল্লিক। ব্যাংকটির নিয়ম ভঙ্গ করে এ শাখাতেই ১০ বছর ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া নিয়ম বহির্ভূতভাবে আরও ২৪ জন কর্মকর্তা সেখানে দীর্ঘ সময় কর্মরত ছিলেন। এবিষয়ে মন্তব্যের জন্য মো. শহিদ হাসান মল্লিকের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনজুর মফিজ টিবিএসকে বলেন, “আমি প্রিমিয়ার ব্যাংকে এমডি পদে ১৬ এপ্রিল দায়িত্ব নিয়েছি। নিরীক্ষা প্রতিবেদন দেখা ছাড়া কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তাছাড়া বর্তমানে ব্যাংকটিতে ফরেনসিক অডিট চলছে। হেড অফিস, বিভিন্ন শাখা ও নারায়ণগঞ্জ শাখাতেও ফরেনসিক অডিট করা হচ্ছে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্য বিশেষভাবে ফরেনসিক অডিট ফার্ম দেওয়া হয়েছে।চ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের করা প্রতিবেদন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “সেই সময় আমি এমডি পদে ছিলাম না। তবে নারায়ণগঞ্জের শাখাতে ম্যানেজারসহ যারা সেই সময় দায়িত্বে ছিলেন, তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে জানানো হয়েছে এবং এগুলোর মামলা প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে।চ

ব্যবস্থা নিতে বিলম্বের কারণ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখাতে এ তদন্ত প্রতিবেদন করে ২০২৩ সালের মে মাসে। সেই সময় ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ এইচ বি এম ইকবাল। মূলত দুই যুগের বেশি সময় ধরে ব্যাংকটির পর্ষদ ইকবাল পরিবারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এইচ বি এম ইকবাল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। ২০২৫ সালে অন্তর্বতী সরকারের সময় গভর্নর আহসান এইচ মনসুর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বে থাকাকালীন সময় প্রিমিয়ার ব্যাংকের বোর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন পর্ষদ গঠন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছর মার্চে তদন্ত প্রতিবেদনের তিন বছর পর নারায়ণগঞ্জ শাখার অথরাইজড ডিলার বা এডি লাইসেন্স বাতিল করে। এবিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, মূলত সেই সময় তদন্ত প্রতিবেদন করা হলেও- নানা চাপের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রিমিয়ার ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোন রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান টিবিএসকে বলেন, “কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের এডি লাইসেন্স বাতিল করেছে, অর্থাৎ দেরিতে হলেও একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, “সেই সময় কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার পেছনে যে বাইরের প্রভাব ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ সেই সময় ব্যাংকটিতে একজন প্রভাবশালী চেয়ারম্যান ছিলেন।চ

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
☑ TAX FILING ☑ NOTARY PUBLIC
☑ IMMIGRATION ☑ TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা HHA/PCA
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাতিল

১০ পৃষ্ঠার পর

আছে। মানে ৬০ দিনের নোটিশ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া যাবে; এটা হলো এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে, এই চুক্তির মধ্যে আরেকটা কন্ডিশন আছে-দুই দেশ আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির বিভিন্ন শর্তে পরিবর্তন করতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘আমি আমার জায়গা থেকে মনে করি, অন্তত আমরা পরে যে অপশনটা বললাম, অর্থাৎ চুক্তিটা পর্যালোচনা করা, আগে সরকারি পর্যায়ে এটার পর্যালোচনা করা উচিত।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি দেখলাম পত্রিকায় কলাম লেখা হচ্ছে যে এখানে কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, ভিডিও তৈরি হচ্ছে-এগুলো চলতে থাকুক।’

জাহেদ উর রহমান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি এই ইস্যুতে কথা বলেছি। আমরা সরকারের মধ্যেও এই চুক্তি নিয়ে কিছু পর্যালোচনা করব। এটা খুবই শক্তিশালী চুক্তি এবং এটা বাতিল করে দেওয়ার প্রভাব কী হতে পারে, নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি। আবার কোন প্রেক্ষাপটে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারি।’

তিনি বলেন, ‘তবে আমরা ওই সুযোগটা নিতে পারি যে, চুক্তির কিছু কিছু জায়গা পুনর্বিবেচনা করা যায় কি না, যে জায়গাগুলোকে আমরা বেশি সমস্যাজনক বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। সেগুলো নিয়ে আমরা আগে প্রাথমিক বিবেচনা করব। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনায় যেতে চাই।’

চুক্তি বাতিল করলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বা পারস্পরিক শুল্কসংক্রান্ত সংকট আবারও তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা অনেকে সবকিছুকেই কমনলি (সাধারণভাবে) চুক্তি বলে ফেলি। কিন্তু চুক্তির অনেক ধরন আছে; কিছু আছে এগ্রিমেন্ট, কিছু আছে সমঝোতা স্মারক; বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘যেগুলো এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে, সেগুলো থেকেও যে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না তা নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আইনি বাধ্যবাধকতা এতটাই কঠোর থাকে যে বেরিয়ে যাওয়াটা অনেক সময় থাকার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হতে পারে।’

তিনি আরও বলেন, কোনো কোনো চুক্তির কিছু অংশ গোপন রাখার শর্তও থাকে। যদিও জনগণের জানার অধিকার রয়েছে এবং সংসদে উপস্থাপনের সাংবিধানিক বিধানও আছে।

জাহেদ উর রহমান বলেন, ‘আমাদের জনগণের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো চুক্তি-আগে যেগুলো হয়েছে-সরকার সেগুলোর মূল্যায়ন করবে। এর মধ্যে সমঝোতা স্মারকও থাকতে পারে, যেগুলো থেকে বেরিয়ে আসা তুলনামূলক সহজ। কিন্তু এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে বিষয়টি এতটা সহজ নয়। তারপরও আমরা অবশ্যই মূল্যায়ন করব।’

২০২৫ সালে বাংলাদেশে নিট প্রত্যক্ষ

১০ পৃষ্ঠার পর

ভূমিকা রেখেছে পুনর্বিনিয়োগকৃত আয় ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ বৃদ্ধি পাওয়া। এটি নির্দেশ করে যে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫ সালে পুনর্বিনিয়োগকৃত আয় আগের বছরের ১০৩.৭৯ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩১৮.২৫ শতাংশ বেড়েছে ৪৩৪.১০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আন্তঃকোম্পানি ঋণ আগের বছরের ৬২১.৯৬ মিলিয়ন ডলার থেকে ২৫.৬৮ শতাংশ বেড়ে ৭৮১.৬৮ মিলিয়ন ডলার হয়েছে।

বিডার বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিশ্বব্যাপী নতুন বিনিয়োগের বৈরী পরিবেশ এবং ২০২৫ সালে গ্রিনফিল্ড প্রকল্পের ঘোষণা ১৬ শতাংশ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ইকুইটি মূলধনের পরিমাণ প্রায় স্থিতিশীল ছিল। ইকুইটি মূলধন ২০২৪ সালের ৫৪৪.৬৪ মিলিয়ন ডলার থেকে ১.৮৪ শতাংশ বেড়ে ৫৫৪.৬৪ মিলিয়ন ডলার হয়েছে।

বিডা আরও জানায়, গত ২৮ এপ্রিল জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ২০২৫ সালে বাংলাদেশের এফডিআইয়ের এই সাফল্যকে মন্দা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আঙ্কটাডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার চাপ, বৈশ্বিক ধাক্কা ও অভ্যন্তরীণ অনিশ্চয়তায় ভরা কয়েক বছর পার করার পর ২০২৫ সালে এফডিআই বেড়ে ১.৭৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই ঘুরে দাঁড়ানো এটাই প্রমাণ করে যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বিনিয়োগকারীরা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বজায় রেখেছেন।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, আমরা আমাদের সমালোচকদের স্বাগত জানাই। গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের সতর্ক থাকতে এবং আরও ভালো কাজ করতে সাহায্য করে। বিশ্বব্যাপী ২০২৫ সালে গ্রিনফিল্ড প্রকল্পের ঘোষণা কমেছে এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলো এই চাপ আরও তীব্রভাবে অনুভব করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নিট এফডিআই ৩৯.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া একটি আশাব্যঞ্জক সংকেত।

তিনি আরও বলেন, বিনিয়োগের প্রকৃত পরিমাণ এখনও আমাদের সম্ভাবনার চেয়ে কম। তবে এর ইতিবাচক গতিধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে একটি রূপান্তর-পরবর্তী বছরে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত থাকায় আমরা এই সময়টিকে নিজেদের প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে ব্যবহার করছি, যাতে পরিস্থিতির উন্নতি হলে বড় ধরনের পুঁজি আকর্ষণের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিয়মকানুন সহজীকরণ ও বিনিয়োগের পরিবেশ সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশ উন্নত করতে সরকারের চলমান প্রচেষ্টা বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগ করা, ব্যবসা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ করা আরও সহজ হবে।

এতে আরও বলা হয়, দেশের সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নয়নে বিডা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (মিডা) ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ (পিপিপিএ) যৌথভাবে ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মপরিকল্পনায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সহজীকরণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারতে মসজিদকে মন্দির ঘোষণা

১২ পৃষ্ঠার পর

আদালত আরও বলেছে, মুসলিম সম্প্রদায় যদি নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য অন্য কোনো জমি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেন, তাহলে সরকারকে সেটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

হিন্দুদের দাবি, রাজা ভোজ (১০১০-১০৫৫) আমলে এখানে সরস্বতী মন্দির ও সংস্কৃত শিক্ষালয় ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের দাবি, এটি কামাল মাওলা দরগা ও মসজিদ। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বলছে, চতুর্দশ শতকে সুফি সাধক কামালউদ্দিনের সমাধির ওপর মসজিদ গড়ে ওঠে।

অযোধ্যা মামলার পর থেকেই ভোজশালা নিয়ে বিতর্ক তীব্র হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলা মামলায় এএসআই-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও ঐতিহাসিক প্রমাণ খতিয়ে দেখে হাইকোর্ট এই রায় দিয়েছে। আদালত জানিয়েছে, ওই স্থানে হিন্দুরা নিরবচ্ছিন্নভাবে উপাসনা করে আসছেন এবং ঐতিহাসিক সাহিত্যেও এটিকে সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতদিন প্রশাসনের অনুমতি অনুযায়ী প্রতি মঙ্গলবার হিন্দুরা পূজা এবং প্রতি শুক্রবার মুসলিমরা নামাজ পড়তেন। বসন্ত পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজারও অনুমতি ছিল। নতুন রায়ের ফলে মুসলিমদের নামাজের অনুমতি বাতিল হলো।

হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে ওই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া লন্ডনের জাদুঘরে থাকা সরস্বতী মূর্তি ভোজশালায় ফিরিয়ে আনা যায় কি না, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

NYC QUEENS FC
NYC Queens FC
DULAL BEHEDO
SOCCER TOURNAMENT
Frank Principe Park Soccer Field
63rd Street, Maurice Ave, Maspeth, NY 11378
Date: May 25, 2026 @10:00AM
Sujoy Barua
Referee
NYC Queens FC
Est. 2008
Ayub
Referee
Captains:
Liton
NYC Night Ryders
Babu
Hillside's Next
Nooman
NYPD Bronx Killers
Mostufa
Striking Kings
Mostak
Jackson Heights FC
Fahad
King FC
Gio
Striped & Dangerous FC
Ayman
Bronx United FC
Comittee Members:
Mr. Koyes Uddin, Emon Chowdhury, Romeo Khan, Palash Khan, Mamun

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

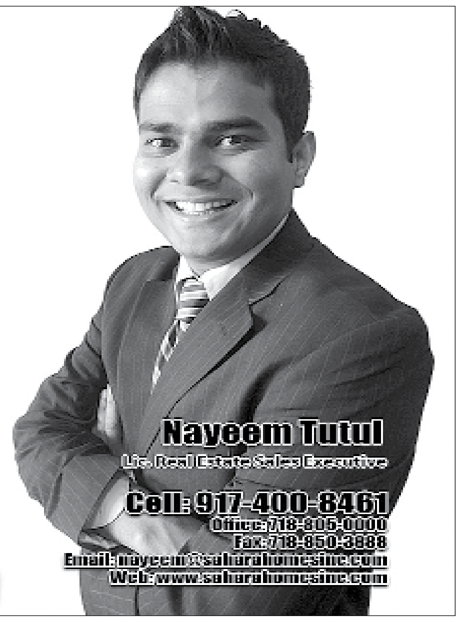

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

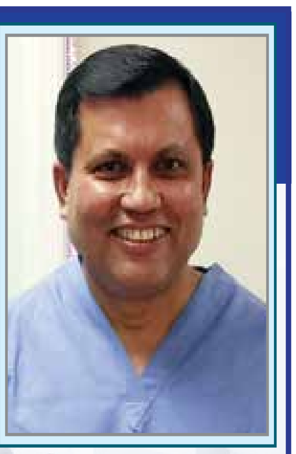

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

SOUTH ASIAN AMERICAN REALTOR ASSOCIATION (SAARA)

94-12 215 Pl, Queens Village, NY 11428, E-mail: saaranov2024@gmail.com, Phone : 347-468-0981 | 347-665-7580 | 516-288-8881

Executive Committee 2026-2028

Mohammad Belal Hossain
President

Nuruzzaman Sardar
General Secretary

Abul Fazal Islam
Vice President

Md. K Ahmed
Vice President

Masud M Paramanik
Vice President

Mohammad H Mirza
Joint Secretary

Mohammad S Reza
Joint Secretary

Shamim Naser
Treasurer

Mizanur Rahman
Organizing Secretary

Adan Islam
Women Secretary

Golam Hasan
Publication Secretary

Ataur Rahman
Publicity Secretary

Salim Ibrahim
Cultural Secretary

Farhana F Chowdhury
Education Secretary

Sadman Zaman
Social Welfare

Md. Masud Sirazi
Member

H.M. Iqbal
Member

Shamim Ahmed
Member

Md. Samiul K Alamgir
Member

Md. M Rahman
Member

Riyad Hossain
Member

Md. Habib
Member

Md. Rahman Sadi
Member

Sumon Roy
Member

Sabina Chowdhury
Member

Shaharia Alam
Member

Jannatul Mohima
Member

Zineah Akter
Member

Munmun Shaha
Member

Advisory Board

Sarwor Khan Babu
Chief Advisor

Meher Khanzada
Advisor

Kazi B Ahmed
Advisor

Jashim Chowdhury
Advisor

Mohammad Chowdhury
Advisor

Mohammed Talukder
Advisor

Md. Saiful Islam
Advisor

বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশে কেনাকাটার

১০ পৃষ্ঠার পর

দিয়ে তারা ব্যবসা চালিয়ে আসছে। এই মডেলের মাধ্যমে গত আড়াই দশক ধরে দেশের মোট খুচরা বাজারের প্রায় ৩ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বাজার দখলে রেখেছে এ খাত।

আগের সুপারশপগুলোর মতো শুধু আবাসিক এলাকায় দোকান না খুলে নতুন অনেক প্রতিষ্ঠান ভিন্ন কৌশল নিচ্ছে। যেমন মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের নতুন ব্র্যান্ড 'ফ্রেশ সুপার মার্ট' ঢাকার মেট্রোরেল স্টেশনগুলোতে শাখা চালু করছে।

'ফ্রেশ মার্ট' বলছে, টোকিও ও লন্ডনের মতো আধুনিক শহরের ধাঁচে তারা মানুষের চলাচল বেশি হয় এমন জায়গাকে গুরুত্ব দিয়ে আউটলেট খুলছে, শুধু আবাসিক এলাকা নয়।

বাংলাদেশ সুপারমার্কেট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ৩০টি বড় সুপারশপ ব্র্যান্ড রয়েছে।

শুরুতে এই খাত বড় শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এসিআইয়ের 'স্বপ্ন' এবং প্রাণ গ্রুপের 'ডেইলি শপিং'-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলের মাধ্যমে এখন কিছু উপজেলা শহরেও সুপারশপ পৌঁছে গেছে।

এখন শহরের অনেক মানুষ চাল, সবজি, মাছ, মাংস ও গৃহস্থালির বিভিন্ন পণ্য মাসিক ভিত্তিতে সুপারশপ থেকে কিনছেন। তবে বেশিরভাগ মানুষ এখনও সুপারশপের পাশাপাশি কাঁচাবাজার থেকেও কেনাকাটা করেন, বিশেষ করে টাটকা সবজি ও অন্যান্য তাজা পণ্যের জন্য।

ঢাকার বাড্ডা এলাকার বাসিন্দা রোকসানা আফরোজ বলেন, তিনি মূলত এমন পণ্য সুপারশপ থেকে কেনেন, যেগুলো স্থানীয় দোকানে সহজে পাওয়া যায় না।

তিনি বলেন, 'মুদি দোকানে সাধারণত প্যাকেটজাত পণ্যের বৈচিত্র্য কম থাকে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডই পাওয়া যায়। কিন্তু সুপারশপে অনেক ধরনের পণ্য সহজেই পাওয়া যায়।'

তিনি আরও বলেন, 'অতিরিক্ত ভ্যাট দিতে হয় না বলে একই দামে পণ্য কিনতে পারি, আবার কখনো ছাড়ও পাওয়া যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাজারের চেয়ে সবজির দামও কম থাকে, আর দরদামের ঝামেলাও নেই।' আমদানি করা পণ্যের ক্ষেত্রে সুপারশপে বেশি ভরসা পাওয়া যায় বলেও জানান তিনি।

তার ভাষায়, 'আমদানিকারকের সিল থাকায় পণ্যের বিষয়ে আস্থা তৈরি হয় এবং নিরাপদে কেনাকাটা করা যায়।'

ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা শাহজাহান আলী বলেন, প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি সুপারশপ ও কাঁচাবাজার-দুই জায়গা থেকেই কেনাকাটা করেন। তার মতে, সুপারশপে দামের স্থিতিশীলতা বেশি থাকে।

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সম্প্রতি খোলা বাজারে ভোজ্যতেলের দাম হঠাৎ করে লিটারে ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সুপারশপগুলো আগের দামেই তেল বিক্রি করেছে।

তিনি আরও বলেন, এক ছাদের নিচে প্রায় সব প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় বলে সুপারশপে সময়ও বাঁচে। তবে সবজি ও শাকপাতার জন্য তিনি এখনও কাঁচাবাজারকেই বেশি পছন্দ করেন।

সুবিধা ও মানসম্মত পণ্যের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সুপারশপের বিস্তার

দেশের প্রথম সুপারশপ চেইন 'আগোরা' ২০০১ সালে যাত্রা শুরু করে রহিমআফরোজ সুপারস্টোরস লিমিটেডের মাধ্যমে। তারা মানসম্মত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার স্লোগানে যাত্রা করেছিল।

এর এক বছর পর জেমকন গ্রুপ চালু করে 'মীনা বাজার'। তাদের মূল প্রতিশ্রুতি ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে টাটকা পণ্য পৌঁছে দেওয়া।

বর্তমানে দেশের আধুনিক খুচরা বাজারের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান 'স্বপ্ন'। ২০০৮ সালে এসিআই এটি চালু করে। এখন তাদের ৯০২টি আউটলেট রয়েছে এবং আধুনিক খুচরা বাজারের ৫৩ শতাংশ তাদের দখলে।

২০১৪ সালে প্রাণ গ্রুপ চালু করে 'ডেইলি শপিং'। তারা মূলত সহজ ও ঝামেলামুক্ত কেনাকাটার সুবিধাকে গুরুত্ব দেয়। এরপর থেকে নিয়মিত নতুন নতুন শাখা চালুর মাধ্যমে এ খাত ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে।

করোনাভাইরাস মহামারির সময় অনলাইন ডেলিভারি সেবার জনপ্রিয়তা বাড়ায় সুপারশপগুলোর বিক্রিও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

স্বপ্নের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির বলেন, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ বাসার কাছাকাছি কেনাকাটা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তাই তাদের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের খুচরা বিক্রি মডেলের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনা করছে।

তিনি জানান, ২০১২ সালে স্বপ্নের আউটলেট ছিল মাত্র ৩৭টি। বর্তমানে তা বেড়ে ৯০২টিতে পৌঁছেছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির পর প্রতিষ্ঠানটির দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছে।

প্রাণের 'ডেইলি শপিং' ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় মাত্র সাতটি আউটলেট ও ৩০ জন কর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক ফিরোজ আলম জানান, তখন প্রাথমিক বিনিয়োগ ছিল প্রায় ১ কোটি টাকা।

বর্তমানে তাদের আউটলেট সংখ্যা বেড়ে ১১২টিতে দাঁড়িয়েছে এবং আরও প্রায় ৩৫টি নতুন আউটলেট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

ফিরোজ আলম বলেন, এই প্রবৃদ্ধি মানুষের কেনাকাটার অভ্যাস বদলেরই প্রমাণ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় এক হাজার কর্মী কাজ করছেন এবং মোট বিনিয়োগ বেড়ে প্রায় ৯০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

তার মতে, আগে দেশের ১ শতাংশেরও কম মানুষ সুপারশপ ব্যবহার করতেন। এখন তা প্রায় ৩ শতাংশে পৌঁছেছে। আয় বাড়া ও অভ্যাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এটি ৬ শতাংশ পর্যন্ত যেতে পারে।

ফিরোজ আলম বলেন, দামের স্বচ্ছতা সুপারশপ জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম বড় কারণ।

তিনি বলেন, 'আরেকটি বড় সুবিধা হলো এখানে ক্রেতারা স্বাধীনভাবে পণ্য বেছে নিতে পারেন। কাঁচাবাজারে সাধারণত বিক্রেতারাই পণ্য তুলে দেন। কিন্তু সুপারশপে ক্রেতারা নিজেরাই পণ্য দেখে ও যাচাই করে কিনতে পারেন।'

তিনি আরও বলেন, সুপারশপে কেনাকাটার ওপর থাকা ৫ শতাংশ ভ্যাট তুলে দেওয়ায় সংগঠিত খুচরা বাজার এখন আরও প্রতিযোগিতামূলক ও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এসেছে।

মীনা বাজারের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা শামীম আহমেদ জায়গীরদার বলেন, তাদের লক্ষ্য ছিল ছোট কৃষকদের সঙ্গে ভোক্তাদের সরাসরি ও টেকসই সম্পর্ক গড়ে তোলা।

তিনি বলেন, 'আমরা এখনো কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে চাই, একই সঙ্গে ক্রেতাদের আরও টাটকা ও নিরাপদ পণ্য দিতে চাই। আমাদের 'ব্যাক টু রুট' উদ্যোগ স্থানীয় কৃষিকে শক্তিশালী করা এবং আরও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারেরই অংশ।'

বাজার সম্প্রসারণে বিদেশি বিনিয়োগ আগ্রহ বাড়ছে

দেশে আধুনিক খুচরা বাজার বা সুপারশপ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর আগ্রহও বাড়ছে। কেউ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আসছে, আবার কেউ সরাসরি নিজেদের আউটলেট চালু করছে।

চলতি বছর 'স্বপ্ন' জাপানের প্রতিষ্ঠান মিতসুই অ্যান্ড কো লিমিটেডের সঙ্গে অংশীদারত্ব চুক্তি করেছে। এই অংশীদারত্বের লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ ব্যয় কমানো এবং সেবার মান আরও উন্নত করা।

অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়ার খুচরা বিক্রয় প্রতিষ্ঠান আলফামার্ট ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। কাজী ফার্মস গ্রুপের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তারা শহর ও শহরতলির ক্রেতাদের লক্ষ্য করে ছোট আকারের সুপারশপ চেইন চালু করেছে।

জাপানের মিতসুবিশি করপোরেশন বর্তমানে আলফামার্টের অন্যতম শেয়ারধারী প্রতিষ্ঠান।

প্রকল্পটির প্রথম ধাপে ৫ কোটি ডলার বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। পরে দ্বিতীয় ধাপে আরও ৭ কোটি ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কাজী ফার্মস গ্রুপের পরিচালক কাজী জাহিন হাসান বলেন, 'এখন পর্যন্ত আমরা গুলশানে একটি এবং উত্তরায় আরেকটি স্টোর চালু করেছি।'

ডেইলি শপিংয়ের ফিরোজ আলম বলেন, দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বাড়তি প্রতিযোগিতাকে তারা ইতিবাচকভাবে দেখছেন।

তার ভাষায়, 'আমরা এই প্রতিযোগিতাকে ভালোভাবে দেখি। কারণ এতে একচেটিয়া ব্যবসা কমে, সেবার মান উন্নত হয় এবং ক্রেতারা মান ও দামের দিক থেকে আরও ভালো বিকল্প পান।'

সুপারশপ খাতে প্রতিযোগিতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ব্যবসার ধরন ও অবস্থান নিয়ে নতুনভাবে ভাবছে। শুধু ক্রেতার অপেক্ষায় না থেকে এখন অনেক প্রতিষ্ঠান মানুষের চলাচল বেশি, এমন ব্যস্ত শহুরে জায়গার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মেঘনা গ্রুপ ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে মেট্রোরেল স্টেশনগুলোতে 'ফ্রেশ সুপার মার্ট'-এর নয়টি আউটলেট চালু করবে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে পাঁচ বছরের জন্য এসব আউটলেট পরিচালনা করা হবে।

স্টেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে মতিঝিল, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মিরপুর-১০, মিরপুর-১১, পল্লবী, উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা নর্থ।

মেঘনা গ্রুপ ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক তানভীর আহমেদ মোস্তফা বলেন, এসব আউটলেটে আধুনিক খুচরা বিক্রয় সুবিধা থাকবে। এখানে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, হিমায়িত খাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় মুদি পণ্য, গৃহস্থালি সামগ্রী, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যপণ্য, ক্যাফে আইটেম, প্রস্তুত খাবার এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেনা যায় এমন ওষুধ পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন, যাত্রী চলাচল বেশি হওয়ায় মেট্রোরেল স্টেশনগুলো এখন গুরুত্বপূর্ণ খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

'প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এসব স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন এবং তাদের অনেকেরই দ্রুত কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হয়,' বলেন তিনি।

তার ভাষায়, 'আমরা বড় সুপারশপ তৈরি করছি না। আমরা এমন ছোট আকারের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছি, যা আজকের শহুরে জীবনের গতির সঙ্গে মানানসই। অফিসে যাওয়ার পথে দ্রুত নাস্তা ও কফি, বাসায় ফেরার পথে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা, আর কাউন্টারে পরিচিত মুখ এই অভিজ্ঞতাই আমরা দিতে চাই।'

বর্তমানে মেঘনা গ্রুপের তেজগাঁও, মেঘনাঘাট ও মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে চারটি আউটলেট রয়েছে। এছাড়া গুলশানে তাদের অফিসেও আরেকটি আউটলেট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

মেঘনা গ্রুপের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মিরপুর-১০ স্টেশনের আউটলেটগুলোতে বিক্রির ভালো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রো স্টেশন আউটলেটের ইনচার্জ মো. দ্বীন ইসলাম বলেন, আউটলেটি প্রায় ৩০ ধরনের পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে ছিল এবং চালুর পর থেকে ভালো বিক্রি হচ্ছে।

তিনি জানান, প্রতিদিন দুই সময়ে ক্রেতার চাপ বেশি থাকে। প্রথম ধাপ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, যখন অফিসগামী মানুষ, শিক্ষার্থী ও যাত্রীরা কেনাকাটা করেন। দ্বিতীয় ধাপ বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত, যখন মানুষ বাসায় ফেরেন।

দ্বীন ইসলাম আরও বলেন, বিশেষ করে স্ন্যাকস, ডেজার্ট ও প্রস্তুত খাবারের জন্য অনেক নিয়মিত ক্রেতা তৈরি হয়েছে। তার ভাষায়, 'আমাদের মোট ক্রেতার প্রায় ৪০ শতাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এতে বোঝা যায়, এই আউটলেটটির সঙ্গে ক্যাম্পাসের একটি ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।'- সংবাদসুত্র ডেইলি স্টার

নলেজ করিডোর নাকি আত্মঘাতী

৫ পৃষ্ঠার পর

আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ মনে হলেও এর গভীরে লুকিয়ে আছে আত্মঘাতী ফাঁদ। গত ১১ মে ঢাকায় এই কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন একে দুই দেশের সহযোগিতার এক 'নতুন দিগন্ত' ও ৫০০টি পূর্ণ অর্থায়নের 'আল্লামা ইকবাল স্কলারশিপ' দেওয়ার কথা বললেও একটি মৌলিক প্রশ্ন তিনি সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন: সব সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে নিম্নগামী একটি রাষ্ট্রে গিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা এমন কী শিখবে, যা তারা নিজ দেশে কিংবা বাংলাদেশের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে এমন বিশ্বের অন্যান্য উন্নত ও নিরাপদ রাষ্ট্র থেকে শিখতে পারছে না?

প্রথমেই আসা যাক পাকিস্তানে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রসঙ্গে। ২০২৬ সালের কিউএস (ছব্ঝ) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাংকিং অনুযায়ী, পাকিস্তানের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বিশ্বের শীর্ষ ৩৫০-এর তালিকায় নেই। কায়েদ-ই-আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৩৫৪তম এবং নাস্ট (ঘটঝঞ) ৩৭১তম অবস্থানে। অর্থাৎ, এই করিডোর যাই দিক না কেন, বিশ্বমানের শিক্ষা যে দিতে পারছে না তা স্পষ্ট।

স্কুল পর্যায়ের চিত্রও একই ধরনের। পাকিস্তানের ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকসের সাম্প্রতিক ২০২৪-২৫ সালের পিএসএলএম (চঝখগ) জরিপ অনুযায়ী, দেশটিতে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার হার মাত্র ৬৩ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন; যেখানে বাংলাদেশের এই হার ৭৯ শতাংশ। এমনকি বালুচিস্তানে অর্ধেকেরও কম মানুষ লিখতে বা পড়তে পারে। ইউনিসেফের তথ্যমতে, পাকিস্তানে ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী ২.৫১ কোটি শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে, যা বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সেভ দ্য চিলড্রেনের মতে এই সংখ্যা ২.৬ কোটি-অর্থাৎ প্রতি তিনজন স্কুলগামী শিশুর মধ্যে একজন শিক্ষাবঞ্চিত। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, যারা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে অর্ধেক ৫ম শ্রেণিতেই ঝরে পড়ে এবং ৭০ শতাংশ ঝরে পড়ে ১০ম শ্রেণিতে পৌঁছানোর আগেই। প্রতি তিনজনে মাত্র একজন যথাসময়ে মাধ্যমিক শেষ করতে পারে।

এর কারণও রহস্যময় কিছু নয়। পাকিস্তান বর্তমানে তাদের জিডিপির মাত্র ০.৮ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করছে, যা ২০১৮ সালে ছিল ২ শতাংশ; যেখানে ইউনেস্কোর মানদণ্ড অনুযায়ী এটি ৪ থেকে ৬ শতাংশ হওয়া উচিত। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের মার্চের মধ্যে জনশিক্ষা খাতে ব্যয় ২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পাকিস্তান সরকার যখন তাদের নিজেদের শিক্ষা বাজেট প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিয়েছে, ঠিক সেই সময়েই এই 'নলেজ করিডোর' চালু করা হচ্ছে। যাদের নিজেদের শিক্ষার মান উন্নয়নে আগ্রহ নেই, তাদের পক্ষে অন্য একটি দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে আদৌ কোনো ভূমিকা রাখা সম্ভব? এই সহজ প্রশ্নটি কি আমাদের কর্তাব্যক্তিদের মাথায় আসছে না?

২০২৫ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে ১৪৮টি দেশের মধ্যে পাকিস্তানের অবস্থান সর্বশেষ (১৪৮তম)। সুদান, চাদ এবং ইরানও পাকিস্তানের ওপরে অবস্থান করছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ২৪তম অবস্থানে থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। পাকিস্তানে নারী শিক্ষার হার মাত্র ৫৪ শতাংশ, যেখানে পুরুষের শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশ। ২০২৫ সালের ফেডারেল ক্যাবিনেটে নারী সদস্য সংখ্যা শূন্যে নেমে এসেছে। বাংলাদেশি কোনো ছাত্রী যদি এই করিডোরে আবেদন করে, তবে তার জন্য ক্যাম্পাসে কী অপেক্ষা করছে তা অভিভাবকদের গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা দরকার। ২০২৩ সালে পাকিস্তানে ৭,০১০টি ধর্ষণের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে। ২০২৬ সালের মে মাসে সিনেটর শেরি রেহমান জানান যে, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের সাজা হওয়ার হার মাত্র ৫ শতাংশ। পাকিস্তানে নারীদের ক্ষমতায়ন, অধিকার এবং সুরক্ষায় কাজ করে এমন একটি সংস্থা দুখতার ফাউন্ডেশনের হেল্পলাইন অনুযায়ী, অভিযোগের ৮২ শতাংশই আসে নারী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে, যারা তাদের শিক্ষক বা অ্যাকাডেমিক কর্মীদের অভিযুক্ত করেন। ২০২৪ সালের অক্টোবরে লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পাঞ্জাব কলেজ ফর উইমেনে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ কেন্দ্র করে। আল জাজিরার রিপোর্ট অনুযায়ী, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালে বালুচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের গোপন ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করার ঘটনা প্রমাণিত হওয়ায় উপাচার্য পদত্যাগ করেন। এই ঘটনাগুলো ক্যাম্পাসে জবাবদিহিতা ও নিরাপত্তার অভাবকেই নির্দেশ করে। যারা তাদের নিজেদের ছাত্রীর নিরাপত্তা দিতে পারে না, তারা আমাদের ছাত্রীদের নিরাপত্তা কীভাবে দেবে?

নিরাপত্তার বিষয়ে বলতে গেলে, ২০২৫ সালের গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্সে পাকিস্তানের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়, যা কেবল বুরকিনা ফাসোর পেছনে। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সন্ত্রাসী হামলা ৫১৭ থেকে বেড়ে ১,০৯৯ হয়েছে এবং মৃত্যুহার বেড়েছে ৪৫ শতাংশ। টিটিপি (ঞঞচ) বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ৯৬ শতাংশ প্রাণহানি ঘটছে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বালুচিস্তান প্রদেশে। এই করিডোরের ২০টি অংশীদার বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা এখনো প্রকাশিত হয়নি; তবে ওই দুই প্রদেশে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকলে তার জন্য বিশেষ ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রয়োজন, যা এই চুক্তিতে দেখা যাচ্ছে না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পাকিস্তান 'বিশেষ উদ্বেগের দেশ' হিসেবে চিহ্নিত। সেখানে ব্লাসফেমি আইনের অপব্যবহার এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার ঝুঁকি অনেক বেশি। এই নলেজ করিডোরের আওতায় পাকিস্তানে আমাদের দেশের হিন্দু, খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ঝুঁকির মুখে পড়বে, তেমনি যারা ইসলামের রক্ষণশীল ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নন, তারাও বিপদে পড়তে পারেন।

২০২৫ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ১২৩টি দেশের মধ্যে পাকিস্তান ১০৬তম এবং 'মারাত্মক' ক্ষুধা কবলিত দেশের তালিকায় রয়েছে। দেশটির ৮২ শতাংশ মানুষ পুষ্টিকর খাবার কেনার সামর্থ্য রাখে না। যে দেশের নাগরিকরা ঠিকমতো খেতে পারে না, সেই দেশ নিজেদের নাগরিকদের খাদ্য সংস্থান না করে আরেকটি দেশের শিক্ষার মান নিয়ে এত উদগ্রীব কেন?

সবশেষে আসে ইতিহাসের সেই অংশ, যা মন্ত্রী মহোদয় এড়িয়ে গেছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে এবং ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমহানি করেছে। ৫৫ বছর পার হলেও পাকিস্তান কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চায়নি, তাদের পাঠ্যপুস্তকে ভুল ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে এবং কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়নি।

আবাসন খাতে কালো টাকার দায়মুক্তি ও ২০ খাতে কর অবকাশ ফিরতে পারে

৫ পৃষ্ঠার পর

আলোচনার বিষয়ে অবহিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাওদ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে জানিয়েছেন, সরকার মনে করছে প্রস্তাবিত এই সুবিধা-যা বিনিয়োগকারীদের অর্থের উৎসের বিষয়ে যেকোনো ধরনের তদন্ত থেকে সুরক্ষা দেবে-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনবিআরের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, “অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে। তবে এটি কী ফরম্যাটে হতে পারে, ট্যাক্স রেট কেমন হবে - তা এখনো ঠিক হয়নি।চ

এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই সুবিধা চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে অর্থনীতিবিদ এবং সুশীল সমাজের তীব্র সমালোচনার মুখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এটি বাতিল করে। সমালোচকরা এই পদক্ষেপকে অনৈতিক ও বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করেছিলেন।

এছাড়া ওষুধ, অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই), কৃষিখাত, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনমুখী শিল্পসহ ২০টিরও বেশি খাতে নতুন বিনিয়োগের জন্যওট্যাক্স হলিডে বা কর অবকাশের আদলে কর ছাড়ের সুবিধা পুনর্বহালের কথাও ভাবছে সরকার। বিগত বাজেটে এই প্রণোদনাগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

বাজেট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, মূলত অর্থনীতিতে গতি আনতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে এ কর ছাড়ের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।চ

এই অর্থের উৎস বিষয়ে কোন সংস্থা প্রশ্ন করতে পারবে না, বলে যে বিধান এর আগের সরকারের সময়ে ছিলো সেটি ফিরিয়ে আনা হতে পারে বলেও জানান এনবিআরের একজন কর্মকর্তা।

তিনি বলেন, “যদি কোন সংস্থার প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে, তাহলে তো কেউ বিনিয়োগ করতে চাইবে না।চ

অপর একজন কর্মকর্তা বলেন, “ অর্থের উৎস প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণ দায়মুক্তি (ইনডেমনিটি) দিয়েই এই সুবিধা চালু করা হতে পারে। কেননা ইনডেমনিটি না দিলে ট্যাক্স কমিয়ে দিলেও- ভবিষ্যত ঝুঁকির কারণে কেউ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন না।চ

সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট আলোচনায় আবাসনখাতের ব্যবসায়ীরা কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা পুনর্বহালের দাবি তুলেছেন। তবে গত দুই মাসে বাজেট নিয়ে একাধিক আলোচনায়- এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান এ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনাগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন।

কর্মকর্তাদের মতে, সুবিধাটি আবারও চালু করা হলে করের হার কেমন হবে-সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বিষয়টি এনবিআরের পর্যালোচনায় রয়েছে।

এদিকে সমালোচকদের মতে, এই সুবিধা পুনর্বহাল করা হলে তা সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকারের পরিপন্থী হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত একটি সরকারের জন্য এই সুবিধাটি আবার চালু করা হবে “আত্মঘাতীচ।

টিবিএসকে তিনি বলেন, “নির্বাচনি ইশতেহারে এ সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের শক্ত অবস্থানের কমিটমেন্ট করেছে। ফলে কালো টাকা সাদা করার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না।চ

“কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দুর্নীতির সহায়ক, বৈষম্যমূলক, এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিকচ উল্লেখ করে তিনি বলেন, “এ সুযোগ দেওয়া হলে তারা জনগণকে কী জবাব দেবে?চ

কালো টাকা সাদা করার সুযোগের ইতিহাস

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন সরকার কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে এসেছে। তবে গত আওয়ামী লীগ সরকার ২০২০-২১ অর্থবছরে মাত্র ১০ শতাংশ কর এবং দায়মুক্তি দিয়ে ঢালাওভাবে এ সুবিধা দেয়। অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক করদাতা যেখানে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ কর দিতে, আর কালো টাকার মালিককে সে সুযোগ দেওয়া হয় মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে।

এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই সময় তীব্র সমালোচনা হয়।

ওই অর্থবছরে দেশের ইতিহাসের এক বছরে সর্বোচ্চ ১১,৮৩৯ জন ব্যক্তি প্রায় ২০,৫০০ কোটি টাকা সাদা করেছিলেন। এই বিনিয়োগ থেকে এনবিআর ২,০৬৪ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছিল। মোট অর্থের মধ্যে এনবিআরের সাময়িক বিধানের আওতায়, ব্যাংকে নগদ জমা বা নগদ আকারে থাকা ১৬,৮৩০ কোটি টাকা বৈধ করেছিলেন ৭,০৫৫ জন অপ্রদর্শিত অর্থের মালিক। বাকি টাকা জমি, ফ্ল্যাট ও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৫ শতাংশ কর হারে এই সুবিধাটি আবারও চালু করা হয়। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পর্যায়ক্রমে এই সুবিধা, বিশেষ করে দায়মুক্তির বিধানটি প্রত্যাহার করে নেয়।

বর্তমানে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে, তবে সেজন্য প্রযোজ্য হারে কর অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ এবং এবং প্রযোজ্য করের এর ওপর ১০ শতাংশ জরিমানা গুণতে হয়।

কিন্তু, দায়মুক্তি দেওয়া হলে কর কর্তৃপক্ষের বাইরে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-সহ সরকারের কোন সংস্থা ওই অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে না।

যেসব খাত পেতে পারে কর ছাড়ের সুবিধা

কর্মকর্তারা জানান, প্রায় ৩২টি খাত কর অবকাশ সুবিধা পেত, যা গত বছর বাতিল করে দেওয়া হয়। এ খাতগুলোর মধ্যে এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্ট ও রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস; কৃষি যন্ত্রপাতি, অটোমোবাইল; ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপটিভ ও রাবার ল্যাটেক্স; ইলেক্ট্রনিক্সের মৌলিক উপাদান অর্থাৎ রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিসটর, ইনটিগ্রেটেড সার্কিট, মাল্টিলেয়ার পিসিবি উৎপাদনখাতের মত কিছু খাতে-নতুন বিনিয়োগে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হ্রাসকৃত হারে কর সুবিধা পেতে পারে।

এই তালিকায় আরও যুক্ত হতে পারে বাইসাইকেল ও এর খুচরা যন্ত্রাংশ; জৈব সার; জৈব প্রযুক্তি-ভিত্তিক কৃষি পণ্য; বয়লার; কম্প্রেসর ও এর যন্ত্রাংশ; কম্পিউটার হার্ডওয়্যার; হোম অ্যাপ্লায়েন্স; কীটনাশক ও বালাইনাশক; চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য; স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ; পেট্রোকেমিকেলস; ফার্মাসিউটিক্যালস; প্লাস্টিক রিসাইক্লিং; টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি; খেলনা উৎপাদন; টায়ার উৎপাদন; বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার; এবং অটোমোবাইল পার্টস ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন।

এছাড়া অটোমেশন ও রোবোটিক্স ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং ও এর পার্টস ও উপাদানসহ; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক সিস্টেম ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং; ন্যানোটেকনোলজি ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন এ সুবিধার আওতায় আসতে পারে।

অবশ্য কত বছরের জন্য বা কত শতাংশ হারে এ কর সুবিধা দেওয়া হবে তা জানা যায়নি।

এর আগে সংশ্লিষ্ট খাতগুলো এমন একটি কর অবকাশ আওতায় যোগ্য বলে বিবেচিত হতো, যার অধীনে তারা বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম দুই বছর আয়ের ওপর প্রযোজ্য করে ৯০ শতাংশ ছাড় পেত-অর্থাৎ তাদের মোট কর দায়ের মাত্র ১০ শতাংশ পরিশোধ করতে হতো। এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ বছরে ৭৫ শতাংশ ছাড়, পঞ্চম থেকে সপ্তম বছরে ৫০ শতাংশ ছাড় এবং অষ্টম থেকে দশম বছরে ২৫ শতাংশ ছাড় পাওয়া যেত।

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)-এর সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, “চঅর্থনীতিতে গতি আনতে হলে বিনিয়োগ প্রয়োজন। সরকার যদি কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম এমন খাতকে ট্যাক্স সুবিধা দেয়, তা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হবে।চ

তবে তিনি মনে করেন, যে সুবিধাই দেওয়া হোক তা যেন দীর্ঘমেয়াদি এবং পূর্বানুমানযোগ্য হয়।

আয়কর বিশেষজ্ঞ এবং এসএমএসি অ্যাডভাইজরি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্নেহাশিষ বড়ুয়া বলেন, “অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন খাতগুলোকে তাদের পারফরম্যান্স বা কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে প্রণোদনা দেওয়াটা বেশি যৌক্তিক হবে।চ

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেকজন অর্থনীতিবিদ উল্লেখ করেন যে, গত বছর হঠাৎ করে এই সুবিধা বাতিল করার পর এখন আবার হঠাৎ তা পুনর্বহাল করা হলে- তা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করবে না।

তিনি বলেন, “কোনো খাতকে বাদ দেওয়া বা সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কঠোর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত-যার ঘাটতি আছে আমাদের দেশে।চ

মার্চে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স

৫ পৃষ্ঠার পর

যা মোট রেমিট্যান্সের ৩১ দশমিক ০৩ শতাংশ।
৩০১ দশমিক ১০ মিলিয়ন ডলার যাওয়ায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, সাধারণত বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের সময়, অর্থবছরের শেষ জুনে এবং ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ে।

কোন জেলায় কত

জেলার হিসাবে ১ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স প্রবাহ নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ঢাকা। এরপরে ৪১৩ দশমিক ০৪ মিলিয়ন ডলার নিয়ে চট্টগ্রাম।
২৪৩ দশমিক ৪০ মিলিয়ন ডলার নিয়ে কুমিল্লা তৃতীয় ও ১৬১ দশমিক ১৩ মিলিয়ন ডলার নিয়ে চতুর্থ সিলেট জেলা।
ফেনীতে গিয়েছে ১১ দশমিক ৭৯ মিলিয়ন, নোয়াখালীতে ১১১ দশমিক ৫১ মিলিয়ন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসেছে ১০৩ দশমিক ০১ মিলিয়ন ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২৬ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার বা ২০ দশমিক ২৯ শতাংশ বেশি।

কোন দেশ থেকে কত

বাংলাদেশের হিসাবে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স পাঠানোর শীর্ষে সৌদি আরবে কর্মরত প্রবাসীরা। তারা পাঠিয়েছেন ৪ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার।
দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য থেকে গিয়েছে ৩ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ও তৃতীয় অবস্থানে থাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে গিয়েছে৩ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার।
এছাড়া, মালয়েশিয়া থেকে ২ দশমিক ৭০ বিলিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন, ইতালি থেকে ১ দশমিক ৫৩২ ও ওমান থেকে গিয়েছে ১ দশমিক ৫৩১ বিলিয়ন ডলার।
ব্যাংকগুলোর মধ্যে রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষ তিন প্রতিষ্ঠান হলো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংক একাই পেয়েছে ৫৮৯ দশমিক ৮৬ মিলিয়ন ডলার।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা এবং অভ্যন্তরীণ নানা চাপের মধ্যেও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে রেমিট্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘মূল্যস্ফীতির চাপ, বিনিময় হারের ওঠানামা এবং ক্রমবর্ধমান আমদানি ব্যয়ের মধ্যেই রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করছে’। সংবাদসুত্র ডেইলি স্টার

পদত্যাগ করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

৫ পৃষ্ঠার পর

করছেন। ম্যাকসুইনির যুক্তি, লড়াই যদি হাড্ডাহাড্ডি হয় কিংবা অ্যান্ডির হারার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তবে পরিস্থিতি বদলাতেও পারে’।
তবে মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর এক সমর্থক ডেইলি মেইলের প্রতিবেদককে বলেন, ‘উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করার ঝুঁকি স্টারমার নেবেন না। কারণ, সেটি তার ব্যক্তিগত সম্মানে আঘাত করতে পারে। তিনি যদি অপেক্ষা করেন এবং তারপর অ্যান্ডি বার্নহ্যাম জিতে যান, তবে মনে হবে যে বার্নহ্যামের চাপেই তিনি পদ ছাড়তে বাধ্য হলেন’।
নিজ দলের ভেতরেই বিদ্রোহে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির আইনপ্রণেতাদের মধ্যে এখন বাঁধভাঙা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। একের পর এক আইনপ্রণেতা প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ওপর থেকে আস্থা হারানোর কথা বলছেন।
পরিহাসের বিষয় হল, স্টারমারের আগাম পদত্যাগের ঘোষণা ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহামের ওয়েস্টমিনস্টারে ফেরার লড়াইয়ে পানি ঢেলে দিতে পারে। এক প্রবীণ সহযোগী বলেন, লেবার দলের প্রার্থী অ্যান্ডি বার্নহ্যামের শিবির চাইছে ১৮ জুন মেকারফিল্ডের ভোটের আগে স্টারমার যেন কোনো ঘোষণা না করেন। ‘ব্যালটে কিয়ার স্টারমারের নাম থাকলে লড়াইটা অনেক সহজ হবে। অ্যান্ডি ভোটারদের বলতে চান, “আমাকে ভোট দিলে আমি ওয়েস্টমিনস্টারে গিয়ে ডাউনিং স্ট্রিট থেকে তাকে টেনে বের করব”।’
বার্নহ্যাম শিবিরের এক মুখপাত্র অবশ্য বলেছেন, স্টারমার পদত্যাগের সময়সূচি ঘোষণা করবেন কি না, সেটি নিয়ে তারা ‘উদ্বিগ্ন নয়’।
তবে বার্নহ্যামের আরেক মিত্র ডেইলি মেইলের প্রতিবেদককে বলেন, ‘আমরা প্রচারের বার্তায় কোনো জটিলতা চাই না। বিষয়টা সহজ রাখাই ভালো। আমরা যাতে সরাসরি বলতে পারি, “আপনারা যদি পরিবর্তনের ঢিমেতালে বিরক্ত হয়ে থাকেন, তবে অ্যান্ডিকে ভোট দিন এবং ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে অবিলম্বে বদল দেখুন”।’
গত এক সপ্তাহ ধরে স্টারমার ও তার প্রধান উপদেষ্টাদের মানসিক পরিস্থিতি অত্যন্ত দোদুল্যমান ছিল। সোমবার সন্ধ্যায় একের পর এক জুনিয়র মন্ত্রীর পদত্যাগের হিড়িকে সরকার যখন টালমাটাল, তখনই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বুঝতে শুরু করেন যে অনিবার্য পরিণতির কাছে মাথা নত করা ছাড়া তার আর কোনো পথ নেই।
পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে এবং প্রবীণ মন্ত্রীদের মনোভাব বুঝতে স্টারমার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধেই ক্রমাগত আক্রমণাত্মক প্রচারণা শুরু হয়, বিশেষত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদের ঘনিষ্ঠ শিবিরের পক্ষ থেকে। এতে চটে যান স্টারমার ও তার মিত্ররা।
একটি সূত্রের দাবি, স্টারমারের বক্তব্য ছিল, ‘আমি ভদ্রভাবে সবকিছু মেটাতে চাইছি, আর ওরা আমার পিঠে ছুরি মারছে’। পরদিন সকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চিফ সেক্রেটারি ড্যারেন জোন্সকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে পাঠানো হয়, যাতে পদত্যাগের সম্ভাব্য ঘোষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়।
কিন্তু পরের সাক্ষাৎকার দেওয়ার আগেই পরিস্থিতি বদলে যায়। ব্রিটিশ সরকারের এক উপদেষ্টা ডেইলি মেইলের এই প্রতিবেদককে বলেন, ‘১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট থেকে ড্যারেনের কাছে একটা ফোন আসে। বলা হয়, “সুর বদলাও। আমরা মাটি কামড়ে পড়ে আছি”।’
পরের ৪৮ ঘণ্টা মন্ত্রিসভার শীর্ষ সদস্যদের এই বিশ্বাসঘাতকতার জেরে স্টারমারের জেদ আরও চেপে বসে। এই তালিকায় সবার উপরে ছিলেন শাবানা মাহমুদ। তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী জশ সাইমন্স ‘দ্য টাইমস’ পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখে লেবার পার্টির বিক্ষুব্ধ এমপিদের উসকে দেন। সাইমন্স লেখেন, ‘আমার মনে হয় না প্রধানমন্ত্রী এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। দেশের মানুষ তার ওপর আস্থা হারিয়েছে। নতুন প্রধানমন্ত্রীর হাতে সুশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত তার’।
এই ঘটনায় স্টারমার গভীর আঘাত পান। কারণ সাইমন্স ছিলেন তার অন্যতম প্রধান কৌশলবিদ এবং স্টারমারপন্থি থিঙ্কট্যাঙ্ক লেবার টুগেদার-এর ডিরেক্টর।
এদিকে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের প্রায় সবাই-ই কার্যত বিপক্ষে চলে গেছে। স্টারমারের এক সমর্থক এই প্রতিবেদককে জানান, বাইরে যে দুই প্রবীণ মন্ত্রী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্য সমর্থন জোগাচ্ছেন, তারাই তলে তলে নিজেদের বিশেষ উপদেষ্টাদের পাঠাচ্ছেন এমপিদের কাছে, যাতে তারা স্টারমারের পদত্যাগের দাবি তোলেন। অন্যদিকে নতুন নেতার অধীনে মন্ত্রিসভায় নিজেদের পদ পাকা করতে অন্য কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী ইতিমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের সঙ্গে গোপন দর কষাকষি শুরু করেছেন।
এক মন্ত্রী বলেন, ‘কিয়ারকে যেটা সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে তা হলো-মানুষ তার সামনে এসে বলছিল, “আমি এখনও আপনার সঙ্গেই আছি।” তার পর ঘর থেকে বেরোতেই চক্রান্তকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরোদমে ঘুঁটি সাজাতে বসে যাচ্ছিল’।
চূড়ান্ত মুহূর্তটি আসে বৃহস্পতিবার। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের আশা ছিল, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি ও এনএইচএস-এর চিকিৎসার অপেক্ষমান তালিকা-সংক্রান্ত একগুচ্ছ ইতিবাচক খবরকে হাতিয়ার করে পরিস্থিতি আবার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। এর মাধ্যমে সরকারের ধীর কিন্তু স্থির কাজের খতিয়ান তুলে ধরে নতুন করে প্রচার শুরু করার পরিকল্পনা ছিল তাদের।
কিন্তু ঠিক তখনই চ্যান্সেলর র্যাচেল রিভস ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘চ্যান্সেলর হিসেবে স্বাস্থ্যসেবায় আমি বছরে অতিরিক্ত ২৯ বিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ করতে পেরেছি। এর ফলে চিকিৎসার অপেক্ষমান তালিকা নিশ্চিতভাবেই আরও ছোট হয়ে আসবে’।
‘প্রধানমন্ত্রী এবং আমি’ না বলে কেবল ‘আমি’ শব্দটির ব্যবহারকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মন্ত্রিসভার এক সদস্য ডেইলি মেইলের প্রতিবেদককে বলেন, ‘রিভস আসলে নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর থেকে আলাদা করে নিচ্ছেন’।
এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন ওয়েস স্ট্রিটিং। সেই ধাক্কা সামলানোর আগেই খবর আসে, অ্যান্ডি বার্নহ্যামের পার্লামেন্টে ফেরার পথ প্রশস্ত করতে মেকারফিল্ডের আসন ছেড়ে দিচ্ছেন জশ সাইমন্স।
মন্ত্রিসভার এক সদস্য বলেন, ‘১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের কাছে এটা ছিল চরম আঘাত। ওরা ভেবেছিল ওয়েসকে বাগে আনা গেছে আর অ্যান্ডি আসন পাওয়ার বিষয়ে স্রেফ ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছেন’।
বার্নহ্যাম যাতে নির্বাচনে দাঁড়াতে না পারেন, সেজন্য লেবার পার্টির শীর্ষ নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের রাজি করাতে শেষ মুহূর্তে ডাউনিং স্ট্রিটের অন্দরমহলে মরিয়া তৎপরতা শুরু হয়। কিন্তু লেবার পার্টির ডেপুটি লিডার লুসি পাওয়েলের এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপে সেই চেষ্টাও ভেস্তে যায়। মাত্র তিন ঘণ্টার এক ঝোড়ো আলোচনার মাধ্যমে স্টারমারের টিমকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তিনি। এনইসির এক সদস্য জানান, ‘১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল’।
গত সপ্তাহে স্টারমারের এক বন্ধুর কাছে ডেইলি মেইলের এই প্রতিবেদক জানতে চেয়েছিলেন, পরিস্থিতি এতটা আশঙ্কাজনক হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কি লড়াই চালিয়ে যাবেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ‘কিয়ার ভীষণ একগুঁয়ে। ও বিশ্বাস করে, কোনো কিছুই শেষ কথা নয়। ওর কই মাছের প্রাণ-বড় শক্ত’।
কিন্তু পরিস্থিতি এখন আর তেমন নেই। কিয়ার স্টারমারও সম্ভবত বুঝে গেছেন, তার কই মাছের প্রাণও আর তাকে ক্ষমতায় রাখতে পারবে না।

ইরানে এসে হোঁচট খেল ট্রাম্পের

৫ পৃষ্ঠার পর

তাঁর কঠোর কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নমনীয় করার কোনো আগ্রহ দেখাননি। এটি দ্রুত কোনো আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য ভালো লক্ষণ নয়, বরং এমন শঙ্কা বাড়াচ্ছে যে বর্তমান স্থবিরতা এবং বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহে এর নজিরবিহীন ধাক্কা অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে।
বিশ্লেষকদের মতে, সমঝোতার পথে অন্যতম প্রধান বাধা হলো ইরানি শাসকদের মানসিকতা, বিশেষ করে তাদের অভ্যন্তরীণ জনসাধারণের কাছে নিজেদের মর্যাদা ঝ‘মুখ রক্ষা’ করার প্রয়োজনীয়তা। যদিও মার্কিন-ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানের অনেক শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছেন এবং দেশটির সামরিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
যদিও ইরান মূলত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে দরকষাকষিতে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, তবুও ট্রাম্প তাঁর সেই কূটনৈতিক কৌশল বজায় রেখেছেন যা মূলত সর্বোচ্চ দাবি-দাওয়া, অনিশ্চয়তা, পরস্পরবিরোধী সংকেত এবং কটু ভাষায় পূর্ণ। বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ট্রাম্পের এই জেদ যে, তিনি এই সংঘাত থেকে ‘একচ্ছত্র বিজয়ী’ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চান-এমনকি যদি তা ময়দানের বাস্তবতার সাথে না-ও মিলে। অন্যদিকে ইরানিদের ‘চূড়ান্ত পরাজয়’ মেনে নিতে হবে, যা তারা করার সম্ভাবনা কম। ওবামা এবং বাইডেন প্রশাসনের সাবেক ইরান আলোচক রব ম্যালি বলেন, “এটি অনিবার্যভাবে একটি যুক্তিসঙ্গত চুক্তিতে পৌঁছানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কারণ ইরানের মতো কোনো সরকারই নিজেদের ‘আত্মসমর্পণকারী’ হিসেবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারে না।”
ইরানের সাথে এই নিরবচ্ছিন্ন অচলাবস্থা এমন সময়ে চলছে যখন ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি তেলের উচ্চ মূল্য এবং নিজের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণে অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে রয়েছেন। বিশেষ করে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তিনি এই অজনপ্রিয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর রিপাবলিকান পার্টিও কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস ট্রাম্পের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছেন যে, তাঁর “ভালো চুক্তি করার প্রমাণিত রেকর্ড” রয়েছে এবং তিনি দাবি করেন যে ইরানিরাই এখন চুক্তির জন্য ক্রমবর্ধমান “বেপরোয়া” হয়ে উঠেছে।

চরম ধ্বংসের হুমকি

গত মাসে ট্রাম্পের সবচাইতে ভয়াবহ বক্তব্যটি এসেছিল যখন তিনি এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে হুমকি দিয়েছিলেন, যদি চুক্তি না হয় তবে তিনি ইরানের সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। প্রশাসনের কর্মকর্তারা ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’কে জানিয়েছেন, এই বার্তাটি তাৎক্ষণিক ছিল এবং এটি জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হিসেবে আগে যাচাই করা হয়নি। ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন এবং একটি যুদ্ধবিরতিতে রাজি হন। কিন্তু গত ‘ইস্টার সানডে’তে ইরানের সেতু ও বিদ্যুৎ গ্রিড ধ্বংস করার হুমকির পর থেকে তিনি বারবার সেই সতর্কবার্তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এমনকি গত শুক্রবার চীন থেকে ফেরার পথে এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের কাছেও তিনি একই কথা বলেন।
গত সপ্তাহে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, বর্তমান যুদ্ধবিরতি ভেঙে গেছে কি না তা তাঁরা বুঝতে পারবেন যদি দেখেন যে “ইরান থেকে একটি বিশাল আলো নির্গত হচ্ছে।” অনেকে এটিকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি হিসেবে দেখলেও ট্রাম্প দাবি করেছেন যে তিনি কখনোই তা করবেন না।
ট্রাম্প ইরানের নেতাদের প্রতি তাঁর কঠোরতম শব্দগুলো তুলে রেখেছেন, তাদের ‘বর্বর উন্মাদ’, ‘পাগল’ এবং ‘সন্ত্রাসী’ বলে ডাকছেন। জবাবে তেহরানও ট্রাম্পকে উপহাস করে নানা গ্রাফিক মিম ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে প্রচারণা চালাচ্ছে। হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরীণ আলোচনার বিষয়ে অবগত দুটি সূত্রের দাবি, প্রেসিডেন্টকে তাঁর এই বার্তায় সংযত করার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। যদিও ট্রাম্পের অনুসারীদের বড় অংশ তাঁর পাশে রয়েছে, তবে তাঁর কিছু পুরোনো সমর্থক এখন মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

মধ্যরাতের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট

ট্রাম্পের কিছু কঠোর বিবৃতি প্রায়ই মধ্যরাতের পর তাঁর ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হয়। গত মাসে যখন তিনি হঠাত করেই ইরানের বন্দরগুলোতে অবরোধের ঘোষণা দেন, তখন ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। গত সোমবার তিনি ইরানি কর্মকর্তাদের পাঠানো সর্বশেষ শান্তি প্রস্তাবকে ‘আবর্জনার টুকরো’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান প্রশাসনের সাবেক মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ডেনিস রস বলেন, “কৌশলগত ধৈর্যের অভাব এবং প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের অসংগতি তাঁর প্রেরিত বার্তাকেই দুর্বল করে দিচ্ছে।”
চীনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং বেইজিংয়ের ইরানি তেলের গ্রাহক হওয়ার কারণে ট্রাম্প সেখানে অবস্থানকালে তেহরানের ওপর আক্রমণাত্মক মন্তব্য থেকে বিরত ছিলেন। তবে বিশ্লেষকরা মনে করেন, ট্রাম্প যদি সত্যিই এই সংঘাতের সমাধান চান, তবে তাঁর উচিত কথা কমিয়ে আনা। তুরস্ক সফরকালে ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাঈদ খাতিবজাদেহ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “তিনি (ট্রাম্প) বড় বেশি কথা বলেন।”
ট্রাম্প নিজেকে একজন ‘মাস্টার ডিল মেকার’ হিসেবে দাবি করেন এবং তাঁর অনিশ্চিত আচরণকে একটি বিশেষ কৌশল বলে মনে করেন। এই পদ্ধতি শুল্ক চুক্তির ক্ষেত্রে সফল হলেও ইরানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা সংশয় প্রকাশ করছেন। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প নিজেকে বিপজ্জনক হিসেবে তুলে ধরে ইরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি ও অন্যান্য ইস্যুতে নতি স্বীকার করাতে চান। কিন্তু সাবেক মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে এটি কাজ করার সম্ভাবনা কম, বিশেষ করে ইরানের ধর্মীয় ও সামরিক কাঠামোর দৃঢ়তা এবং তাদের জাতীয় গৌরবের ইতিহাসের কারণে।
বাস্তবে ট্রাম্পের হুমকি ইরানের নতুন শাসকদের আরও সাহসী করে তুলতে পারে। মার্কিন হামলার পর ট্রাম্পের প্রতি ইরানের আস্থা আরও কমে গেছে। সাবেক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্মকর্তা নেট সোয়ানসন বলেন, “ইরানকে স্রেফ প্রবল চাপে ফেলে আত্মসমর্পণ করানো যাবে-এটি একটি ভুল ধারণা। ইরানের ক্ষেত্রে এটি এভাবে কাজ করে না।” অন্যদিকে বারবারা লিফ বলেন, ইরানকে ভেনেজুয়েলার মতো একটি সমস্যা মনে করা এবং এই শাসনের অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতা বুঝতে না পারাটা মার্কিন অভিযানের বড় ভুল ছিল।
কিছু বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন, ট্রাম্পের এই ‘জবরদস্তিমূলক কূটনীতি’ শেষ পর্যন্ত হিতে বিপরীত হতে পারে। উত্তর কোরিয়ার মতো নিজেদের রক্ষা করতে ইরান হয়তো এখন আরও দ্রুত পারমাণবিক বোমা তৈরির দিকে ঝুঁকে পড়বে। এছাড়া ট্রাম্প যেখানে দ্রুত একটি চুক্তি চান, সেখানে ইরানি প্রতিনিধিদের ইতিহাস হলো আলোচনা দীর্ঘায়িত করা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের একজন শিক্ষাবিদ আব্দুল খালেক আব্দুল্লাহ মনে করেন, ট্রাম্প কথা কমাতে পারেন তবে বর্তমান অচলাবস্থার জন্য ইরানের অনড় অবস্থানই বেশি দায়ী। ওয়াশিংটনস্থ কুইন্সি ইনস্টিটিউটের নির্বাহী সহ-সভাপতি ত্রিতা পারসি বলেন, তেহরানের নেতারা ট্রাম্পের এই অসংলগ্ন আচরণকে তাঁর ‘বেপরোয়া অবস্থার’ চিহ্ন হিসেবে দেখছেন এবং তারা ট্রাম্পের বিদায় পর্যন্ত অপেক্ষা করার কৌশল নিচ্ছেন।

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE LLC
A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES
WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY
We Care
Your Family
Like Ours
LHCSAs
Our Services in New York Counties
We Provide The Following Home Care Services
HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)
Service Areas (Boroughs & Counties)
Queens
Nassau
Suffolk
Bronx
Westchester
Dutchess
Orange
Rockland
Sullivan
Ulster
NYS Department of Health LHCSAs
Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372
Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432
Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent
Fax: 347-338-6799
347-621-6640

তদন্তের মুখে চীনা এজেন্ট হওয়ার

৬ পৃষ্ঠার পর

করতে পারি যে এ ঘটনায় শহরের কোনো আর্থিক তহবিল, কর্মী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জড়িত ছিল না।

৫৮ বছর বয়সী ওয়াং সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি দপ্তরের এক বিবৃতি অনুযায়ী, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দোষ স্বীকার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) অভিযোগ, ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ওয়াং তার পরিচালিত একটি সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট ব্যবহার করে চীনা সরকারের কর্মকর্তাদের নির্দেশনায় চীনপন্থি বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। এর মধ্যে শিনজিয়াংয়ে গণহত্যা ও জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগ অস্বীকার করে লেখা প্রবন্ধও ছিল।

বিবৃতি অনুযায়ী, প্রচারণা কার্যক্রমে যিনি তার সঙ্গে কাজ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, সেই ব্যক্তি গত অক্টোবর মাসে দোষ স্বীকার করেছেন এবং বর্তমানে চার বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

এফবিআইয়ের পাল্টা গোয়েন্দা ও গুপ্তচরবৃত্তি বিভাগের সহকারী পরিচালক রোমান রোজহাভস্কি বিবৃতিতে বলেন, স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, আইলিন ওয়াং গোপনে চীনা সরকারের স্বার্থে কাজ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, এটি একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করুক-যারা বিদেশি সরকারের হয়ে আমাদের গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে, তাদের শনাক্ত করা হবে, তদন্ত করা হবে এবং বিচারের আওতায় আনা হবে। - ব্লুমবার্গ নিউজ

ভেনেজুয়েলাকে ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি জানালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: আবারও দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি বলেন, বিষয়টি তার প্রশাসন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে।

এর আগেও ট্রাম্প কানাডা, গ্রিনল্যান্ড, পানামা ও কিউবার মতো বিভিন্ন সার্বভৌম দেশ ও অঞ্চলকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। কখনও তিনি সামরিক শক্তি ব্যবহারের ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

তার সাম্প্রতিক এই মন্তব্যটি এমন এক সময়ে এল যখন ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে গ্রেপ্তার করতে যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রাণঘাতী সামরিক অভিযান চালিছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন তেল কোম্পানির সহায়তায় দেশটির জ্বালানি অবকাঠামো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন।

গত সোমবার (১১ মে) প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর ফক্স নিউজের সংবাদদাতা জন রবার্টস জানান, ট্রাম্প তাকে জানিয়েছেন তিনি এখন ভেনেজুয়েলাকে ৫১তম অঙ্গরাজ্য করার পদক্ষেপের কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছেন।

মাদুরো গ্রেপ্তারের পর থেকে হোয়াইট হাউস কর্মকর্তারা নিয়মিত কারাকাস সফর করছেন। সেখানে তারা যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি ও খনিজ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তির চেষ্টা করছেন এবং অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজের প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে আলোচনা চালাচ্ছেন। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সংঘাত বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহকে ঝুঁকিতে ফেলায় এসব আলোচনা আরও দ্রুত এগোচ্ছে বলে জানা গেছে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের অনুমোদন ও ভেনেজুয়েলার সম্মতি ছাড়া দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ঘোষণা করা আইনগতভাবে সম্ভব নয়। এদিকে গ্রিনল্যান্ড দখলের প্রসঙ্গে ট্রাম্প সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও নাকচ করেননি।

ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় নৌবহরগুলোর একটি ক্যারিবীয় অঞ্চলে মোতায়েন করেছে। পাশাপাশি মাদক পাচারের অভিযোগে বিভিন্ন নৌযানের বিরুদ্ধে বোমা হামলাও অব্যাহত রয়েছে।

সোমবারর (১১ মে) হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প দাবি করেন, ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান ছিল সামরিক মেধার অসাধারণ উদাহরণ।

গত ১০ মে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলা এখন খুব সুখী একটি দেশ। আগে তারা দুর্দশায় ছিল, এখন তারা ভালো আছে। দেশটি এখন ভালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ট্রাম্প আরও বলেন, সেখানে বিপুল পরিমাণ তেল উত্তোলন হচ্ছে, বহু বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো সেখানে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় ও আধুনিক রিগ নিয়ে।

এদিকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ এখনো গণতান্ত্রিক নির্বাচনের কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণা করেননি। এতে সমালোচকদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, দেশটিতে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষিত লক্ষ্য থেকে সরে এসেছে হোয়াইট হাউস। কারণ, ট্রাম্প আগেই বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভেনেজুয়েলা পরিচালনা করবে।

সম্প্রতি সাংবাদিকদের রদ্রিগেজ বলেন, নির্বাচন কোনো একসময় অনুষ্ঠিত হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ জ্বালানি উপদেষ্টা জ্যারেড এজেন পলিটিকো-কে বলেন, আমরা এখন স্থিতিশীলতার পর্যায়ে আছি। মূল লক্ষ্য হলো, জ্বালানি চুক্তিগুলো সচল করা এবং ভেনেজুয়েলার দৈনন্দিন কার্যক্রম চালাতে অর্থ প্রবাহ নিশ্চিত করা।

মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র কারাকাসে তাদের দূতাবাস পুনরায় চালু করেছে। এছাড়া, গত মাস থেকে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচলও আবার শুরু হয়েছে। - ইনডিপেন্ডেন্ট

ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টাগুলো 'সাজানো' মনে করেন অনেক আমেরিকান জানা গেল জরিপে

পরিচয় ডেস্ক: গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলে হোয়াইট হাউসের সাংবাদিক সমিতির নৈশভোজে বন্দুক হামলার ঘটনাটি আসলে সাজানো ছিল-এমনটাই মনে করেন প্রতি চারজন আমেরিকানের মধ্যে একজন। সোমবার (১১ মে) প্রকাশিত এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। এতে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে আমেরিকানদের মধ্যে বড় ধরনের বিভাজন লক্ষ্য করা গেছে।

অনলাইন সংবাদমাধ্যমের নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান নিউজগার্ডের প্রকাশিত জরিপ অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের প্রায় তিনজনের একজন মনে করেন ঘটনাটি সাজানো ছিল। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের মধ্যে প্রতি আটজনে একজন এমনটি বিশ্বাস করেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বয়স্কদের তুলনায় ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এই ঘটনাকে 'সাজানো' মনে করার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে।

গত সপ্তাহে ওয়াশিংটন ডিসির একটি গ্র্যান্ড জুরি অভিযুক্ত বন্দুকধারী কোল টমাস অ্যালেনকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টাসহ চারটি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করেছে। ওয়াশিংটন হিলটনে ওই ঘটনার পরপরই অনলাইনে নানা ধরণের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে ভিত্তিহীনভাবে দাবি করা হয়, প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির জন্য জনসমর্থন তৈরি করতে এবং হোয়াইট হাউসের পরিকল্পিত নতুন বলরুমের স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে ট্রাম্প প্রশাসন নিজেই এই ঘটনা সাজিয়েছে।

নিউজগার্ডের জরিপে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ২৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মনে করেন ওয়াশিংটন হিলটনের ঘটনাটি ভুয়া ছিল। অন্যদিকে ৪৫ শতাংশ মনে করেন ঘটনাটি বাস্তব। আরও ৩২ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত নন। ইউগভ এক হাজার মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কের ওপর ২৮ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত জরিপটি পরিচালনা করে।

নিউজগার্ডের সম্পাদক সোফিয়া রুবিনসন বলেন, এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তার মতে, এই ফলাফল সরকার ও সংবাদমাধ্যমের প্রতি মার্কিনিদের বৃহত্তর সন্দেহ ও অনাস্থার প্রতিফলন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিভাজনের সব পক্ষের মানুষই ক্রমশ এই প্রশাসন এবং সংবাদমাধ্যম-উভয়ের প্রতিই অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। তবে অনলাইনে পাওয়া যাচাইবিহীন তথ্য তারা সহজেই বিশ্বাস করছে।

প্রকাশের পর দেওয়া এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস এসব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে। মুখপাত্র ডেভিস ইংল বলেন, যারা মনে করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই নিজের হত্যাচেষ্টা সাজিয়েছেন, তারা পুরোপুরি নির্বোধ।

মিডিয়া অপব্যবহার নিয়ে গবেষণা করা বোস্টন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জোয়ান ডোনোভান বলেন, এই ফলাফল ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিতে নাটকীয়তার প্রভাবকে নির্দেশ করে। তিনি মন্তব্য করেন, এটি সাজানো বলে কল্পনা করাটাও অনেকটা হলিউডি সিনেমার মতো মনে হয়। পুরো সরকারি ব্যবস্থাটিই যেন একটি রিয়েলিটি টিভিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

গত এপ্রিলের ঘটনার আগেও ২০২৪ সালে ট্রাম্পের ওপর অন্তত দুটি হত্যাচেষ্টা হয়েছিল। এর একটি ছিল পেনসিলভেনিয়ার বাটলারের এক নির্বাচনী সভায় এবং দ্বিতীয়টি ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচে ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল গলফ ক্লাবে।

ট্রাম্পের জনসভায় ঘটা এই তিনটি ঘটনার কোনোটি 'সাজানো' ছিল, তার সপক্ষে এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও অনেক আমেরিকানই মনে করেন প্রতিটি ঘটনাই ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

বাটলারের সেই হত্যাচেষ্টার বিষয়ে জরিপে অংশ নেওয়া ২৪ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা মনে করেন এটি সাজানো ছিল। এর মধ্যে ৪২ শতাংশ ডেমোক্র্যাট সমর্থক এই ঘটনায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও রিপাবলিকানদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৭ শতাংশ।

অন্যদিকে, ট্রাম্পের গলফ ক্লাবের ঘটনাটিকে সাজানো মনে করেন ১৬ শতাংশ মানুষ। এর মধ্যে ২৬ শতাংশ ডেমোক্র্যাট এবং ৭ শতাংশ রিপাবলিকান রয়েছেন।

সব মিলিয়ে জরিপে অংশ নেওয়া ২১ শতাংশ ডেমোক্র্যাট মনে করেন, ট্রাম্পের ওপর হওয়া তিনটি ঘটনাই সাজানো ছিল। এই একই ধারণা পোষণ করেন ১১ শতাংশ স্বতন্ত্র ভোটার এবং মাত্র ৩ শতাংশ রিপাবলিকান সমর্থক।

অধ্যাপক ডনোভান জানান, ডেমোক্র্যাটরা এসব ঘটনার সত্যতা নিয়ে বেশি সন্দেহ প্রকাশ করবে-তাতে তিনি অবাক হননি। তিনি বলেন, বামপন্থী বা উদারপন্থীদের মধ্যে ষড়যন্ত্রমূলক চিন্তার একটি জোয়ার দেখা যাচ্ছে। এর একটি বড় কারণ হলো, আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মানুষের আস্থা ও নির্ভরতা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

অনলাইনে উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ওপেন মেজারস-এর জ্যেষ্ঠ গবেষক জ্যারেড হোল্ট বলেন, এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যুক্তরাষ্ট্রে ষড়যন্ত্রমূলক চিন্তাভাবনা কতটা সাধারণ হয়ে উঠছে।

হোল্ট বলেন, জরিপের এই ফলাফল আমাকে খুব বেশি অবাক না করলেও এটি নিশ্চিতভাবেই এক হতাশাজনক চিত্র। ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এখন আমাদের রাজনীতির এমন গভীরে প্রবেশ করেছে যে এটি এখন সাধারণ মানুষের একটি সহজাত প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

ডনোভান মনে করেন, মানুষ যখন কোনো জটিল পরিস্থিতি বা ঘটনার কূলকিনারা করতে পারে না, তখন প্রাকৃতিকভাবেই তারা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, সরকার বা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে সত্য গোপন করে অথবা নিয়মনীতি নিয়ে কারসাজি করে, তখন পুরো ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়েছে-এমনটি মেনে নেওয়ার চেয়ে একটি ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করা মানুষের জন্য অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। - দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

হতাশা বাড়ছে ট্রাম্পের, আবার ইরানে হামলা শুরু করতে চান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানিরা যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা যেভাবে পরিচালনা করছে তা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমশই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। ট্রাম্পের কয়েকজন সহকারী বলেছেন, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোর তুলনায় তিনি এখন আবারও বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরুর বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন।

ট্রাম্প হরমুজ প্রণালি অব্যাহতভাবে বন্ধ থাকার কারণে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। একই সঙ্গে তিনি মনে করছেন, ইরানের নেতৃত্বের ভেতরে বিভক্তি রয়েছে, যা তাদের পারমাণবিক আলোচনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দিতে বাধা দিচ্ছে বলে আলোচনা-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে।

ইরানের সর্বশেষ প্রতিক্রিয়াকে ট্রাম্প সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং বোকামিপূর্ণ বলে মনে করেছেন। এর ফলে কয়েকজন কর্মকর্তা প্রশ্ন তুলেছেন, তেহরান আদৌ কোনো গুরুতর আলোচনার অবস্থান নিতে ইচ্ছুক কি না বলে তারা প্রশ্ন রেখেছেন।

সূত্রগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী, কীভাবে সামনে এগোনো হবে তা নিয়ে প্রশাসনের ভেতরে বিভিন্ন পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন পথের পরামর্শ দিচ্ছে।

কিছু কর্মকর্তা, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সদস্যরা, ইরানকে আলোচনার টেবিলে আনতে আরও আক্রমণাত্মক কৌশলের পক্ষে মত দিয়েছেন। এর মধ্যে এমন লক্ষ্যভিত্তিক হামলার কথাও রয়েছে, যা তেহরানের অবস্থানকে আরও দুর্বল করে দিতে পারে।

তবে অন্যরা এখনো কূটনীতিকে ন্যায্য সুযোগ দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলের অনেকেই চান, পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীরা ইরানিদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও সরাসরি অবস্থান নিক।

ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন তুলছেন যে পাকিস্তানিরা আদৌ ট্রাম্পের আলোচনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অসন্তোষকে যথেষ্ট কঠোরভাবে ইরানের কাছে তুলে ধরছে কি না-যেভাবে ট্রাম্প প্রকাশ্যে করেছেন।

দুটি সূত্র জানিয়েছে, প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা এটিও মনে করেন যে পাকিস্তান প্রায়ই ইরানের অবস্থানকে বাস্তবতার তুলনায় বেশি ইতিবাচকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে উপস্থাপন করছে।

অঞ্চলজুড়ে বিভিন্ন দেশ এবং পাকিস্তান ইরানকে বোঝানোর জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে ট্রাম্প অত্যন্ত বিরক্ত এবং কূটনীতিতে গুরুত্বের সঙ্গে অংশ নেওয়ার এটাই তাদের শেষ সুযোগ। কিন্তু মনে হচ্ছে, ইরান কারও কথাই শুনছে না কিংবা কাউকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না বলে সোমবার এক আঞ্চলিক কর্মকর্তা বলেছেন।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, আলোচনা পরিচালনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সম্পূর্ণ ভিন্ন সহনশীলতা ও সময়সীমা নিয়ে কাজ করছে। আর তেহরান কয়েক দশক ধরেই অর্থনৈতিক চাপ সহ্য করে এসেছে।

সোমবার ট্রাম্প আবারও হোয়াইট হাউসে তার জাতীয় নিরাপত্তা দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, যাতে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা যায়। আলোচনার সঙ্গে পরিচিত সূত্রগুলো বলেছে, প্রেসিডেন্টের মঙ্গলবার বিকেলে চীন সফরে রওনা হওয়ার আগে কীভাবে এগোনো হবে সে বিষয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা কম। - সিএনএন

আমি আমেরিকানদের আর্থিক অবস্থা

৭ পৃষ্ঠার পর

একটি বিষয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। আমি আমেরিকানদের আর্থিক অবস্থা নিয়ে ভাবি না। আমি কারো বিষয়েই ভাবি না। আমি শুধু একটি বিষয়েই ভাবি: আমরা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র পেতে দিতে পারি না।

হোয়াইট হাউস আল জাজিরাকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবত সাময়িক হবে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেশাই বলেন, "অপারেশন এপিক ফিউরির ফলে সৃষ্ট সাময়িক অস্থিরতার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিলেন।"

তবে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, ইরানের সাথে চলমান সংঘাত পণ্যের দাম আরও অনেক দিন চড়াই রাখবে। বার্নার্ড ইয়ারোস বলেন, "আমরা ধারণা করছি এই প্রান্তিকেই সিপিআই মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে। তবে কোর সিপিআই (স্থায়ী পণ্য ও সেবা) এ বছর উচ্চ থাকলেও এখান থেকে খুব বেশি বাড়ার সম্ভাবনা কম।"

মুদিপণ্যের বাজারেও আগুন

মার্কিন বাজারে মুদিপণ্যের দামও ঊর্ধ্বমুখী, যা এপ্রিল মাসে বেড়েছে ০.৭ শতাংশ। আগের মাসের তুলনায় মাংস, মুরগি, মাছ ও ডিমের দাম বেড়েছে ২.৭ শতাংশ। বিশেষ করে গরুর মাংসের দাম লাফিয়ে বেড়েছে ২.৭ শতাংশ।

ফলমূল ও শাকসবজির দাম বেড়েছে ১.৮ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় টমেটোর মতো পণ্যের দাম বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ; এমনকি গত এক মাসেই বেড়েছে ১৫ শতাংশের বেশি। এছাড়া কফির দাম গত বছরের তুলনায় ১৮.৫ শতাংশ এবং আগের মাসের তুলনায় ২ শতাংশ বেড়েছে। বাইডেন প্রশাসনের হোয়াইট হাউস ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের সাবেক সদস্য অ্যালেক্স জ্যাকুয়েজ আল জাজিরাকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, "যুদ্ধ যতদিন চলবে, দাম ততই বাড়বে এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও কয়েক মাস পর্যন্ত তা উচ্চমূল্যেই বজায় থাকবে।"

তবে গত বছরের তুলনায় ডিমের দাম ৩৯ শতাংশ কমেছে, যা নিয়ে হোয়াইট হাউস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) প্রচারণা চালিয়েছে। যদিও মাসিক ভিত্তিতে ডিমের দাম ১.৫ শতাংশ বেড়েছে। হোয়াইট হাউস স্মার্টফোনের দাম গত বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ কমার বিষয়টিও সামনে এনেছে, যদিও গত এক মাসে দাম বেড়েছে ১ শতাংশ। উল্লেখ্য, গত বছর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেসব পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করেছিলেন, স্মার্টফোন সেই তালিকা থেকে মুক্ত ছিল। শুল্কের আওতাভুক্ত অন্য খাতগুলোতে মূল্যবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। পোশাকের দাম ০.৬ শতাংশ বাড়ার পাশাপাশি সামগ্রিক ইলেকট্রনিক্স পণ্যের দামও বেড়েছে। বেডরুমের আসবাবপত্র এবং খেলনার দাম বেড়েছে ০.৮ শতাংশ।

কমেছে স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় ও পুঁজিবাজারের সূচক

অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয় কিছুটা কমেছে। সামগ্রিকভাবে ওষুধের দাম গত মাসের তুলনায় ০.৪ শতাংশ এবং গত বছরের তুলনায় ০.৫ শতাংশ কমেছে। কুশ দেশাই বলেন, "এপ্রিলের সিপিআই রিপোর্ট প্রমাণ করে যে প্রেসিডেন্টের বিশেষ উদ্যোগ ও স্বচ্ছতা কার্যক্রমের ফলে ওষুধ ও হাসপাতালের সেবার ব্যয় কমছে।"

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

ট্রাম্প শীর্ষ ব্যবসায়ীদের বেইজিংয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

আশাবাদী ভাষণসহ ছিল জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা। তারপরও এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাপক বাণিজ্যিক অগ্রগতি বা উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক চুক্তির ঘোষণা আসেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় বৈঠক করেন। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ককে “বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্কচ হিসেবে বর্ণনা করেন।

হোয়াইট হাউস বৈঠকটিকে “অত্যন্ত ফলপ্রসূচ বলে উল্লেখ করেছে। গ্রেট হল অব দ্য পিপলে বক্তব্য দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, এটি সম্ভবত “এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শীর্ষ বৈঠকচ। এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনায় “অগ্রগতিচ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শি জিনপিং। তবে একই সঙ্গে তিনি তাইওয়ান ইস্যুতে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, “এটি ভুলভাবে মোকাবিলা করা হলে দুই দেশ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে, এমনকি সরাসরি দ্বন্দ্বেও যেতে পারে।চ

প্রেসিডেন্টের বিমান থেকে জ্যেষ্ঠ মন্ত্রিপরিষদ সদস্য পিট হেগসেথ, ম্যাক্রো রুবিও এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রির আগে ইলন মাস্কের নেমে আসায় সফরটি শুরু থেকেই বাণিজ্যকেন্দ্রিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল।

স্বাগত অনুষ্ঠানের সময়ও ট্রাম্পের কাছাকাছি ছিলেন মাস্ক এবং এনভিডিয়া প্রধান জেনসেন হুয়াং। এই প্রতীকী বার্তা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। মাস্ক এবং হুয়াং যুক্তরাষ্ট্র-চীন অর্থনৈতিক সম্পর্কের সবচেয়ে স্পর্শকাতর যেমন, বৈদ্যুতিক যানবাহন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা - এআই এবং সেমিকন্ডাক্টর মাইক্রোচিপের মতো ক্ষেত্রগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন।

দুজনেরই চীনের সঙ্গে গভীর ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা রয়েছে। টেসলা সাংহাই গিগাফ্যাক্টরি ও চীনা ভোক্তাদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, অন্যদিকে এনভিডিয়া-এর চিপ বৈশ্বিক এআই প্রতিযোগিতার কেন্দ্রে রয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নীতিরও মূল লক্ষ্যও উন্নত কম্পিউটিং প্রযুক্তিতে চীনের প্রবেশাধিকার সীমিত করা।

বিশেষ করে হুয়াংয়ের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ছিল, কারণ মূল প্রতিনিধিদলের তালিকায় তিনি ছিলেন না। এতে করে ধারণা করা হচ্ছে যে, এআই এবং চিপে প্রবেশাধিকার নিয়ে আলোচনা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি গুরুত্ব পেতে পারে।

পরে ফক্স নিউজকে ট্রাম্প বলেন, “চীন ওইসব মানুষের সঙ্গে শত শত বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করবে,চ তবে এ বিষয়ে তিনি আর বিস্তারিত কিছু বলেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলে বোয়িং-এর প্রধান নির্বাহী কেলি অর্টবার্গও ছিলেন।

একই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, চীন ২০০টি বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। প্রায় এক দশকের মধ্যে এটিই হবে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি বাণিজ্যিক উড়োজাহাজের প্রথম চীনা ক্রয়।

তবে অনেক বিশ্লেষকের প্রত্যাশার তুলনায় এ সংখ্যা কম। মন্তব্যটি প্রচারের পর বোয়িংয়ের শেয়ারের দাম চার শতাংশেরও বেশি পড়ে যায়।

ট্রাম্প-শি বৈঠক যেভাবে দুই পরাশক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিতে পারে সব আয়োজন ও কূটনৈতিক প্রদর্শনের পরও বড় কোনো বাণিজ্য চুক্তি বা কাঠামোগত সমঝোতা হয়নি।

এর পরিবর্তে উভয় পক্ষ অক্টোবরের বাণিজ্য যুদ্ধবিরতির ধারাবাহিকতার কথাই তুলে ধরেছে। ওই সমঝোতার আওতায় ওয়াশিংটন চীনা পণ্যের ওপর বড় ধরনের শুল্ক বৃদ্ধি স্থগিত করে, আর বেইজিং বিরল খনিজ রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ থেকে সরে আসে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, দুই নেতা একটি “বোর্ড অব ট্রেড” গঠনে সম্মত হয়েছেন, যার মাধ্যমে নতুন করে শুল্ক আলোচনা শুরু না করেই দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক পরিচালনা করা হবে।

ওয়াশিংটনের পক্ষে বাণিজ্য আলোচনা নেতৃত্ব দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ব্যবসায়িক সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি-কে দেওয়া পূর্বধারণকৃত এক সাক্ষাৎকারে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ সহায়তার জন্য একটি কার্যকর কাঠামো গঠনে অগ্রগতির বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, এসব ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর করতে এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

বাজারে প্রবেশাধিকার ও সহযোগিতা

হোয়াইট হাউসের তথ্য অনুযায়ী, আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর জন্য চীনা বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্পখাতে চীনা বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বেইজিং ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্য ও জ্বালানি পণ্যের আমদানি বাড়াবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা দীর্ঘদিন ধরে সয়াবিন, গরুর মাংস ও পোলট্রি পণ্যের জন্য চীনা বাজারে আরও বেশি প্রবেশাধিকার চেয়ে আসছেন। তবে এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিস্তারিত ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

কৃষিপণ্য নিয়ে বড় ধরনের নতুন অগ্রগতির সম্ভাবনাকে কিছুটা কম দেখছেন বেসেন্ট। সয়াবিন সংক্রান্ত কিছু প্রতিশ্রুতি আগের চুক্তিগুলোর আওতায় ইতোমধ্যেই সমাধান করার ইঙ্গিত দেন তিনি। তবে এ-ও বলেন, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস -এলএনজি”সহ যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি পণ্য কেনার পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে চীনের।

এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রির বলেছেন, চলতি বছরের মধ্যেই একটি কৃষি চুক্তি হওয়ার আশা করছেন তিনি।

চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিনহুয়ার তথ্য অনুযায়ী শি জিনপিং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক নেতাদের বলেছেন, চীনের “দরজা আরও উন্মুক্ত হবেচ এবং চীনা বাজারে মার্কিন কোম্পানিগুলোর জন্য “আরও বিস্তৃত সম্ভাবনাচ তৈরি হবে।

তিনি বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন এবং আইন প্রয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক “পারস্পরিকভাবে লাভজনকচ এবং “উভয় পক্ষের জন্যই সুফল বয়ে আনেচ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর জন্য চীন এখনো একদিকে যেমন একটি বড় বাজার, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণনীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে এটি একটি কঠিন ব্যবসায়িক পরিবেশ হিসেবেও রয়ে গেছে।

ছবির ক্যাপশান,গ্রেট হল অব দ্য পিপলে বক্তব্য দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, এটি সম্ভবত “এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শীর্ষ বৈঠকচ

“সবচেয়ে স্পর্শকাতর” ইস্যু

এই শীর্ষ বৈঠক থেকে উঠে আসা সবচেয়ে স্পষ্ট পরিবর্তনগুলোর একটি হলো- বেইজিং এখন তাইওয়ান ইস্যুকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে আরও সরাসরি যুক্ত করছে।

গত এক বছরের বাণিজ্য আলোচনায় তাইওয়ানকে মূলত যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ বিষয়ের একটি হিসেবে দেখা হয়েছে। বিশেষ করে সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা, যুক্তরাষ্ট্র-তাইওয়ান বাণিজ্য সম্পর্ক এবং তাইপের কাছে অস্ত্র বিক্রির বিষয়গুলো নিয়ে উত্তেজনা ছিল।

তবে বৈঠক ঘিরে চীনের বার্তায় ইঙ্গিত মিলেছে যে, তাইওয়ানকে এখন ক্রমশ যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য সম্পর্কের একটি শর্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

বেইজিংয়ের প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী, শি জিনপিং বলেছেন, উভয় পক্ষ “গঠনমূলক কৌশলগত স্থিতিশীলতাচ-এর ভিত্তিতে সম্পর্কের জন্য একটি “নতুন অবস্থানচ-এ সম্মত হয়েছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, তাইওয়ান এখনো সবচেয়ে স্পর্শকাতর ইস্যু।

চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, বৈঠকে শি বলেন, “তাইওয়ান প্রশ্নটি চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।চ

তিনি আরও সতর্ক করেন, “এটি ভুলভাবে মোকাবিলা করা হলে দুই দেশ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে, এমনকি সরাসরি দ্বন্দ্বেও পৌঁছাতে পারে।চ

অমীমাংসিত বিভাজনরেখা

প্রযুক্তি এখনো যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাজনের ক্ষেত্র।

উন্নত সেমিকন্ডাক্টর ও চিপ তৈরির সরঞ্জাম রপ্তানির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণনীতি এখনো বহাল রয়েছে। এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সক্ষমতায় চীনের প্রবেশাধিকার সীমিত করা।

অন্যদিকে বেইজিং উন্নত প্রযুক্তিতে আরও বেশি প্রবেশাধিকার চেয়ে যাচ্ছে এবং তাদের শিল্পোন্নয়ন সীমিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে এসব মার্কিন নীতির সমালোচনা করছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা - এআই এই বৈঠকের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। তবে শীর্ষ বৈঠকের প্রথম দিনের প্রকাশিত বিবরণে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, শীর্ষ বৈঠকে প্রতিনিধি দলগুলো এআই নিরাপত্তা কাঠামো বা “গার্ডরেইলচ নিয়ে আলোচনা করছে। তিনি আরও বলেন, এআই খাতে চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব বজায় রাখা “অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণচ।

বেসেন্ট বলেন, “আমরা উদ্ভাবনকে বাধাগ্রস্ত করতে চাই না। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো এমন সর্বোচ্চ কার্যকর নীতি নির্ধারণ করা, যাতে সর্বাধিক উদ্ভাবন এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।চ

এদিকে আলোচনায় অংশ নেয়ার বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশা ছিল ইরান সংঘাত এবং তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখতে চীনের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

তেলের দামের অস্থিরতা এবং সরবরাহপথে বারবার বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় চীনের আমদানি ব্যয় বেড়েছে এবং বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ট্রাম্প বলেছেন, বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ রুট হরমুজ প্রণালিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ইরানকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে চীন তার প্রভাব ব্যবহার করতে পারে।

চীনের প্রকাশিত বিবরণে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এ নিয়েও বিস্তারিত তথ্য ছিল না।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেইজিংয়ে ট্রাম্পের সম্মানে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শি জিনপিংকে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান।

ওই বৈঠকের আগে দুই পক্ষের মধ্যে আরও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতি এমন একটি বড় বাণিজ্যিক অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে যা এবার অধরাই থেকে গেছে।

যেভাবে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে ট্রাম্পের

৭ পৃষ্ঠার পর

বার্তা সংস্থা এএফপি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, রুবিওর প্রতি বেইজিংয়ের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে চীনা ভাষায় তার নাম লেখার পদ্ধতিও বদলে ফেলা হয়েছে। আর এভাবেই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে চীনে প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনি।

মার্কিন সিনেটর থাকাকালীন রুবিও চীনের মানবাধিকারের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় চীন তার ওপর দুইবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে-যা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

গত মঙ্গলবার চীন জানায়, ৫৪ বছর বয়সী রুবিওকে তারা দেশে প্রবেশে বাধা দেবে না। তিনি ট্রাম্পের সঙ্গেই এয়ার ফোর্স ওয়ানে চড়ে প্রথমবারের মতো চীন সফরে আসছেন।

চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র লিউ পেংইউ বলেন, সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় চীনের বিষয়ে রুবিওর কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।

মার্কিন প্রতিনিধিদলে মার্কো রুবিও

মার্কিন প্রতিনিধিদলে মার্কো রুবিও। ছবি: এএফপি

ট্রাম্প যখন রুবিওকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত করেন, তখন থেকেই চীন একটি কূটনৈতিক পথ খোঁজার চেষ্টা করছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

চীনা ভাষায় ইংরেজি ‘র’ ধ্বনির হুবহু উচ্চারণ না থাকায় বিদেশি নামগুলো তারা নিজেদের ধ্বনিগত নিয়ম অনুযায়ী রূপান্তর করে লেখে। এ কারণেই ‘রুবিও’ নামটি চীনা ভাষায় ‘লুবিয়াও’ হিসেবে লেখা হয়।

তবে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তার দায়িত্ব নেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে, চীন সরকার ও দেশটির সরকারি সংবাদমাধ্যম রুবিওর নামের প্রথম অংশের প্রতিবর্ণীকরণে (শব্দের উচ্চারণ ঠিক রেখে অন্য ভাষার বর্ণ দিয়ে লেখা) ‘লু’ ধ্বনির জন্য ভিন্ন একটি চীনা অক্ষর ব্যবহার করতে শুরু করে।

ট্রাম্প ও শি জিনপিংয়ের বৈঠক

দুইজন কূটনীতিবিদ এএফপিকে বলেন, এই পরিবর্তনের মাধ্যমে চীন আসলে নিজেদের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়ার একটি তাৎক্ষণিক উপায় বের করেছে। কারণ, রুবিওর নামের আগের বানানের ওপর ভিত্তি করেই তার প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

কিউবান বংশোদ্ভূত আমেরিকান রুবিও সাম্যবাদের কট্টর বিরোধী। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিম উইঘুর সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে দেশটির ওপর যে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেই আইনের মূল রচয়িতা ছিলেন তিনি। তবে বেইজিং বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

হংকংয়ে বেইজিংয়ের দমনপীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল ও ২০০ বোয়িং

৭ পৃষ্ঠার পর

বিমান কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে“বোয়িং ১৫০টি বিক্রি করতে চেয়েছিল, কিন্তু শি জিনপিং ২০০টি বড় বিমানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে আমেরিকায় প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে”, বলেন তিনি।

তিনি আরও জানান, চীন এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল আমদানিতে রাজি হয়েছে। ট্রাম্প বলেন,“আমরা এখন টেক্সাস, লুইজিয়ানা এবং আলাস্কা থেকে চীনা জাহাজে করে তেল পাঠানো শুরু করব। তাদের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো জ্বালানি, আর আমাদের কাছে তা সীমাহীন” এছাড়াও চীন বিপুল পরিমাণ মার্কিন সয়াবিনসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য কিনবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন অত্যন্ত চমৎকার উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, শি জিনপিং একজন“উষ্ণ হৃদয়ের মানুষ”। তিনি আরও বলেন,“শি পুরোপুরি পেশাদার... তার মধ্যে কোনো লুকোচুরি বা কূটচাল নেই। এটি একটি ভালো দিক”

হলিউড যদি কখনো কোনো সিনেমায় শি জিনপিংয়ের চরিত্রের জন্য অভিনেতা খোঁজে, তবে তার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন,“তিনি অনেক লম্বা। বিশেষ করে এই দেশের মানুষের উচ্চতা সাধারণত কিছুটা কম হওয়ায় তাকে বেশ দীর্ঘদেহী মনে হয়” এবারের বাণিজ্য আলোচনা আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে দাবি করে ট্রাম্প বলেন, গতবার স্বাক্ষরিত ৩৬টি চুক্তির চেয়ে এবারের সমঝোতাগুলো অনেক বড়। তিনি জানান, চীন এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিনসহ প্রচুর পরিমাণে কৃষিপণ্য কিনবে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আসলে কী চায়-এমন প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত না বলে ট্রাম্প বলেন, “অনেক কিছু আলোচনার আছে, তবে তালিকাটি বেশ দীর্ঘ”

চীনের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি আগের চেয়ে অনেক কমেছে দাবি করে ট্রাম্প বলেন, তিনি চীনের বিশাল বাজারকে আমেরিকার জন্য উন্মুক্ত করতে চান। বেইজিংয়ের এই সফর ও শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ককে তিনি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে“সেরা” হিসেবে বর্ণনা করেন।

ব্র্যান্ড ‘টক্সিক’ হয়ে উঠেছে, তাই

৬ পৃষ্ঠার পর

এবং অন্যান্য কারণে অস্ট্রেলিয়ায় ট্রাম্প ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমছে”

গত ফেব্রুয়ারিতে আলটাস এই চুক্তির ঘোষণা দিয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, গোল্ড কোস্ট শহরে ৯১ তলার এই ভবনটি নির্মাণ করা হবে। এটি হবে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে উঁচু ভবন। ট্রাম্পের নির্দেশনা অনুযায়ী ২৮৫ কক্ষের একটি বিলাসবহুল হোটেল, শপিং প্লাজা, রেস্তোরাঁ এবং আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট থাকার কথা ছিল এতে।

আলটাস এবং ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের ঘোষণা আসার পরপরই অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের মালিক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হলেও, এটি পরিচালনা করেন তার দুই ছেলে ডোনাল্ড জুনিয়র এবং এরিক।

সমুদ্রতীরের এই বিলাসবহুল ভবনটি ছিল অস্ট্রেলিয়ায় ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের“প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রকল্প”-সে সময় এমনটাই বলেছিলেন এরিক ট্রাম্প। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সিএনএন।

এই প্রকল্প বন্ধের দাবিতে করা একটি পিটিশনে ১ লাখ ৪০ হাজারের বেশি মানুষ স্বাক্ষর করেছিলেন। ট্রাম্প সমর্থকদের রোষানল থেকে বাঁচতে সিকে ছদ্মনামে এই পিটিশন শুরু করেছিলেন এক নারী।

ফেব্রুয়ারিতে সিএনএনকে তিনি জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের“অভিবাসনবিরোধী সহিংসতা ও সামাজিক বিভাজনের” দৃশ্য দেখে তিনি নিজেকে খুব অসহায় মনে করছিলেন। তাই এর প্রতিবাদ জানানোর একটি উপায় খুঁজছিলেন তিনি।

নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের ডেভিড ইয়াং জানিয়েছেন, টাওয়ার নির্মাণের কাজ চলবে-তবে সেখানে ট্রাম্পের নাম থাকবে না।

মঙ্গলবার লিঙ্কডইনে দেওয়া এক পোস্টে আলটাসের সিইও ট্রাম্প টাওয়ার নিয়ে এমন সমালোচনাকে“অন্যায্য” বলে মন্তব্য করেন। তবে তিনি এ-ও স্বীকার করেন,“অস্ট্রেলিয়ার মানুষের কাছে এই ব্র্যান্ড এখন টক্সিক হয়ে উঠেছে” ইয়াং বলেন,“ট্রাম্প অর্গানাইজেশন একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

ফেডারেল তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায়

৬২ পৃষ্ঠার পর

গৃহহীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বেন। জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ৫ হাজার ২০০ পরিবার বর্তমানে জরুরি হাউজিং ভাউচার কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। এসব পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১২ হাজারেরও বেশি, যার মধ্যে শিশুদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

নিউইয়র্ক হাউজিং কনফারেন্সের ব্রেন্ডান চেনি বলেন,“এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই পরিবারগুলো নিউইয়র্কের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের মধ্যে রয়েছে।”

সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্ক সিটির সব বরোতেই ভাউচারধারী পরিবার রয়েছে, তবে ব্রঙ্কস ও ব্রুকলিন এলাকায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

২০২১ সালে কংগ্রেস জরুরি হাউজিং ভাউচার কর্মসূচি চালু করেছিল। কিন্তু ফেডারেল সরকার সম্প্রতি এই কর্মসূচির অর্থায়ন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়, ফলে নির্ধারিত সময়ের চার বছর আগেই এটি শেষ হয়ে যাচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন,“ফেডারেল পর্যায় থেকে এসব কর্মসূচি চাপে থাকলেও, শহর হিসেবে আমরা যতটা সম্ভব মানুষকে সহায়তা করার চেষ্টা করছি। আমরা সব বিকল্প খতিয়ে দেখছি।”

এদিকে নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি (এনওয়াইসিএইচএ), যারা স্থানীয়ভাবে কর্মসূচিটি পরিচালনা করে, তারা ভাউচারধারীদের পাবলিক হাউজিং ওয়েটলিস্টে নাম লেখানোর পরামর্শ দিয়েছে।

তবে সমস্যা হলো, ইতোমধ্যেই হাজার হাজার মানুষ সেই অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে এবং সবাই যে বাসস্থান পাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এনওয়াইসিএইচএ এক বিবৃতিতে জানায়, “ফেডারেল সরকার গত বছর জানায় যে ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ জরুরি হাউজিং ভাউচার কর্মসূচির অর্থায়ন শেষ হয়ে যাবে। বিকল্প ভর্তুকিভিত্তিক আবাসনের সুযোগ পেতে অংশগ্রহণকারীদের পাবলিক হাউজিং আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।”

ব্রুকলিনের বাসিন্দা এবং ভাউচার সুবিধাভোগী এক মা লাশন স্মিথ বলেন,“এটা মানসিকভাবে খুবই ক্লান্তিকর। যদি থাকার জায়গা না থাকে, তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাবে।”

অভিবাসী ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর জন্য বিষয়টি এখন বড় উদ্বেগে পরিণত হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন

৬২ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতির মধ্যে পড়ায় বিষয়টি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন এবং অভিবাসী অধিকারকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই এমন অভিযানের সমালোচনা করে আসছেন।

ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আটক হওয়া অভিভাবকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশের উৎস মেক্সিকো। মোট ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের প্রায় ৫৪ শতাংশের বাবা-মা মেক্সিকান বংশোদ্ভূত। এছাড়া গুয়াতেমালা ও হন্ডুরাসের অভিবাসী পরিবারগুলোর শিশুরাও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে। গবেষণায় পাওয়া তথ্যে আরো জানা গেছে, ওয়াশিংটন ডিসি ও টেক্সাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আমেরিকান নাগরিক শিশু এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে পাঁচজনের বেশি অন্তত একজন অভিভাবকের আটক হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়েছে।

ব্রুকিংসের গবেষকরা দাবি করেছেন, সরকারি হিসাব প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় অনেক কম হতে পারে। তাদের মতে, অনেক অভিবাসী হয় সন্তান থাকার তথ্য প্রকাশ করছেন না, অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সব সময় এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করছে না। ফলে প্রকৃত প্রভাব আরও বড় হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি আমেরিকার

৬২ পৃষ্ঠার পর

উপাত্ত, যাতায়াতের সময়কাল এবং প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এটি তৈরি করেছে। ২০২৬ সালের হিসেবে, নিউ ইয়র্ক সিটি আমেরিকার যানজটপূর্ণ মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোর মধ্যে লস এঞ্জেলস ও ওয়াশিংটন ডিসির পর তৃতীয়-সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির চালকদের গাড়িতে যাতায়াতের জন্য গড়ে ৩১ মিনিট সময় ব্যয় করতে হয়, যা যাতায়াতের সময়ের দিক থেকে চতুর্থ-দীর্ঘতম।

সপ্তাহের একটি সাধারণ কর্মদিবসে “বিগ অ্যাপল”-এর চালকরা সম্মিলিতভাবে যানজটে আটকে থেকে গড়ে ৬ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট সময় নষ্ট করেন।

এর ফলে নিউ ইয়র্ক সিটি দেশের তৃতীয় -সবচেয়ে যানজটপূর্ণ শহরে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার হার চতুর্থ-সর্বনিম্ন, যা সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক লক্ষণ বহন করে।

নিউ ইয়র্ক সিটির যানজট বেশ তীব্র হতে পারে যদিও একটি নতুন প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এটিই সবচেয়ে খারাপ নয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে খারাপ যানজটপূর্ণ শহর হিসেবে তালিকার শীর্ষে (১ নম্বরে) অবস্থান করছে।

এর মূল কারণ হলো শহরটিতে প্রতিদিন গড়ে ৮ ঘণ্টা ২৭ মিনিট যানজট লেগে থাকে, যা প্রায় একটি পূর্ণ কর্মদিবসের সমান।

প্রতিদিন যাতায়াতের গড় সময় ৩৩ মিনিট হওয়ায় ওয়াশিংটন ডি.সি. এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে।

ওয়াশিংটন ডি.সি.তে সপ্তাহের কর্মদিবসগুলোতে যানজটের গড় স্থায়িত্ব ৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট এবং প্রাণঘাতী গাড়ি দুর্ঘটনার বার্ষিক হার প্রতি ১,০০,০০০ মানুষের মধ্যে ৪.৮৯ জন।

সান ফ্রান্সিসকো (চতুর্থ) এবং হিউস্টন শীর্ষ ৫-এর তালিকাটি পূর্ণ করেছে।

অন্যদিকে, প্রতিবেদনটি অনুযায়ী এই বছর গাড়ি চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সেরা স্থানগুলোর অন্যতম হলো আপস্টেট নিউ ইয়র্ক।

যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্ক স্টেটের রচেস্টারে যানজট সবচেয়ে কম, এবং বাফেলোও খুব একটা পিছিয়ে নেই।

রচেস্টারের যাত্রীরা কর্মস্থলে পৌঁছাতে গড়ে ২১.২ মিনিট সময় ব্যয় করেন। নিউ ইয়র্ক স্টেটের ২য় বৃহত্তম নগরী বাফেলোর যাত্রীরা রাস্তায় এর চেয়ে সামান্য বেশি সময় ব্যয় করেন যা গড়ে ২১.৪ মিনিট।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নথিপত্রহীন

৬২ পৃষ্ঠার পর

(ইনডিভিজ্যুয়াল ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার) ব্যবহার করে ট্যাক্স ফাইল করেন। নতুন প্রস্তাবে এই আইটিআইএন কোডকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার কথা বলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে নথিপত্রহীন অভিবাসীদের জন্য আলাদা কোড বরাদ্দ করা হবে, যা সরাসরি তাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চিহ্নিত করে দেবে। বর্তমানে এই কোডটি অভিবাসীদের পাশাপাশি বিদেশে বসবাসরত আমেরিকান করদাতা এবং নির্দিষ্ট কিছু বৈধ অভিবাসীও ব্যবহার করেন। এটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ক্রেডিট কার্ডের আবেদন এবং কিছু স্টেটে ড্রাইভিং লাইসেন্স / আইডি পাওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

আইআরএসের কর্মকর্তাদের একাংশ আশঙ্কা করছেন যে, এই পদক্ষেপটি সংস্থার মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ‘কর সংগ্রহ’ প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

গত বছর প্রায় ৪৭ হাজার অভিবাসীর ঠিকানা আইসের সাথে শেয়ার করার একটি প্রচেষ্টা আদালত আটকে দিয়েছিল। নতুন এই নিয়ম চালু হলে অভিবাসীরা ভয় পেতে পারেন যে তাদের তথ্য ইমিগ্রেশন বিভাগের হাতে চলে যেতে পারে।

এছাড়া, প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের নথিপত্রহীন অভিবাসীরা প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার ফেডারেল ট্যাক্স প্রদান করেন। সিস্টেমের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেললে তারা হয়তো ‘অফ দ্য বুক’ বা নগদ টাকায় কাজ শুরু করবেন, যার ফলে সরকারের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। বিশেষ করে সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং মেডিকেয়ারের তহবিলে এর বড় প্রভাব পড়বে।

এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের ইমিগ্রেশন বিষয়ক নীতি নির্ধারক স্টিভেন মিলার অভিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত করার ওপর জোর দিচ্ছেন। বড় ধরনের গণ-ডিপোর্টেশন অভিযানের পাশাপাশি প্রশাসন এখন অভিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কঠিন করে তোলার কৌশল নিয়েছে, যাতে তারা ‘স্বেচ্ছায়’ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর মধ্যে রয়েছে পাবলিক হাউজিং সুবিধা বন্ধ করা এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি আরোপের পরিকল্পনা।

সাবেক আইআরএস কর্মকর্তাদের মতে, কর সংগ্রহের জন্য কারও ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস জানার কোনো প্রয়োজন নেই। আইআরএসের প্রাক্তন ট্যাক্সপেয়ার অ্যাডভোকেট নিনা ওলসন বলেন, “আইআরএস যদি ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে মানুষ ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দেবে।”

অন্যদিকে আইআরএস এর প্রাক্তন কমিশনার মার্ক এভারসন সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সরকারকে এমন পদক্ষেপ এড়ানো উচিত যা মানুষকে কর ব্যবস্থার বাইরে ঠেলে দেয়।

নিউ ইয়র্ক সিটি বাজেটে ১২ বিলিয়ন

৬২ পৃষ্ঠার পর

গল্পটি কেবল বেপরোয়া ব্যয় এবং রাজনৈতিক ভণ্ডামিকে জায়েজ করার উদ্দেশ্যেই সাজানো হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র এরিক এডামস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন, আমি পরবর্তী প্রশাসনের (মেয়র মামদানীর) হাতে ৮ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ বা সঞ্চয় রেখে এসেছিলাম -কোনো আর্থিক মহাবিপর্যয় নয়।

অ্যালবানির নির্বাচনী বছরের বেইলআউট বা আর্থিক উদ্ধার প্যাকেজগুলো কোনো দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক কৌশল হতে পারে না। নির্বাচনের দিন পার হলেই সেই ‘বিনামূল্যে পাওয়া অর্থ’ ফুরিয়ে যায়; কিন্তু সেই স্ফীত ও ‘বিনামূল্যে চালিত’ কর্মসূচিগুলো চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যায়।

আর সিটি হলের সমাজতন্ত্রীরা যে সত্যটি কখনোই স্বীকার করতে চান না, তা হলো এই: যে কোটিপতি ও ধনকুবেরদের তারা সর্বদা খলনায়ক হিসেবে চিত্রিত করতে ভালোবাসেন, নিউ ইয়র্ক সিটির মোট করের প্রায় ৪০ শতাংশই তাঁরা ইতিমধ্যে পরিশোধ করছেন। যারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন, এই শহরে বিনিয়োগ করছেন এবং শহরের কর-ভিত্তিকে সচল রাখছেন-তাদেরই যদি আপনারা ক্রমাগত খলনায়ক হিসেবে চিত্রিত করতে থাকেন, তবে শেষমেশ তারা এই শহরে বিনিয়োগ করা পুরোপুরি বন্ধই করে দেবেন।

তথ্য বা সত্য হলো একগুঁয়ে বিষয়-যা সহজে নড়েচড়ে না। যদিও কিছু রাজনীতিবিদ মোটেও তেমন নন।

আইওএস ২৭ আপডেটে আইফোন

৬২ পৃষ্ঠার পর

পাবেন বলে প্রতিবেদনে লিখেছে প্রযুক্তি সংবাদের সাইট এনগ্যাজেট।

২০২৬ সালের ‘ডব্লিউডব্লিউডিসি’ ইভেন্টটি ৮ থেকে ১২ জুন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ফোনের গতি ও এআইয়ের ওপর জোর দেবে অ্যাপল। আর এসব বড় চমকের তালিকায় এবার যোগ হচ্ছে উন্নতমানের ক্যামেরা ফিচার।

আইফোনের ক্যামেরা অ্যাপে অ্যাপলের করা সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি হতে যাচ্ছে এর ‘কাস্টমাইজেশন’ সুবিধা, যেখানে পছন্দমতো অ্যাপটিকে সাজিয়ে নেওয়া যাবে।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুসারে, আইফোন ক্যামেরা অ্যাপটি শুরুতে অ্যাপলের চেনা পরিচিত রূপেই থাকবে। তবে রেজুলিউশন, ফ্ল্যাশ বা ‘লাইভ ফটো’র মতো অপশনগুলো এখন নতুন এক ‘অ্যাড উইজেট’-এর মাধ্যমে বদলে ফেলা যাবে।

এ ছাড়া অ্যাপটিতে আরও কিছু ফিচার যোগ করছে অ্যাপল, যার মাধ্যমে ছবির ‘ডেপথ-অফ-ফিল্ড’, এক্সপোজার ও অ্যাপলের সিগনেচার ‘ফটো স্টাইল’ ফিচারগুলো আরও নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

আইফোনে এসব সেটিং পরিবর্তনের জন্য অ্যাপল ‘ক্যামেরা কন্ট্রোল’ বাটন নামে সহজ এক উপায় দিলেও সরাসরি টাচস্ক্রিন থেকে এগুলো পরিবর্তন করা আরও সহজ হবে।

ইন্টারফেইসের এসব পরিবর্তনের অংশ হিসেবে অ্যাপল ছবি তোলার জন্য নতুন ‘গ্রিড’ ও ‘লেভেল’ ফিচার যোগ করছে। সব কন্ট্রোল দেখার বাটনটি এখন আর স্ক্রিনের উপরে ডান কোণায় থাকবে না। এসব বাটন সরিয়ে আনা হচ্ছে সরাসরি শাটার বাটনের ঠিক ডান পাশে।

বর্তমানে ক্যামেরায় ‘ভিজুয়াল ইন্টেলিজেন্স’ ব্যবহার করতে হলে আলাদা ইন্টারফেইস লাগে, যা কেবল ক্যামেরা কন্ট্রোল বাটনের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

তবে ব্লুমবার্গ প্রতিবেদনে লিখেছে, আইওএস ২৭-এ ক্যামেরা অ্যাপের ভেতরেই নতুন এক ‘সিরি মোড’ থাকবে। যার মাধ্যমে সরাসরি ক্যামেরা দিয়েই ছবি সার্চ করা বা লেখা অনুবাদের মতো বিভিন্ন এআই ফিচার ব্যবহার করা যাবে। এআইয়ের সাহায্যে ছবি এডিটের নতুন সব টুলও মিলবে।

সিরি’তেও বড় পরিবর্তন আসবে। অ্যাপলের নতুন পরিকল্পনা অনুসারে, সিরি এখন আগের চেয়ে উন্নত হওয়ার পাশাপাশি এর ‘গ্লোয়িং অ্যানিমেশন’ বা উজ্জ্বল আলোর আবহটি এখন আইফোনের বর্ডার বা আশপাশ থেকে সরে গিয়ে নতুন ঠিকানা খুঁজে নেবে ফোনের ‘ডায়নামিক আইল্যান্ড’-এ।

বর্তমানের ‘স্পটলাইট সার্চ’-এর বদলে ব্যবহারকারীরা এখন ‘সার্চ অর আস্ক’ নামের নতুন এক ইন্টারফেইসের মাধ্যমে তাদের প্রশ্ন বা রিকোয়েস্ট টাইপ করতে পারবেন। এখানে সার্চের বিভিন্ন ফলাফল অনেকটা ‘কার্ড’-এর মতো দেখাবে।

আবার কেউ চাইলে সরাসরি সিরির সঙ্গে চ্যাটিংয়ের জন্য একটি মেসেজিং উইন্ডো বা চ্যাট ইন্টারফেইসও চালু করতে পারবেন।

টুলটি ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে যে কোনো তথ্য খুঁজে দেওয়ারপ পাশাপাশি ভয়েস কমান্ডও সাপোর্ট করবে। সিরির সঙ্গে ব্যবহারকারীর পুরানো সব আলাপ এখন থেকে আলাদা এক ‘সিরি অ্যাপ’-এ দেখা যাবে।

সান ডিয়েগো শহরের বৃহত্তম

৬২ পৃষ্ঠার পর

ক্লিয়ারমন্ট এলাকায় অবস্থিত ওই মসজিদে হামলার ঘটনা ঘটে। সান ডিয়েগোর পুলিশ প্রধান স্কট ওয়াহল বলেন, হামলার প্রায় দুই ঘণ্টা আগে এক সন্দেহভাজনের মা পুলিশকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে তার ছেলে নিখোঁজ এবং বাড়ি থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও একটি গাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ যখন ওই কিশোর ও তার বন্ধুকে খুঁজছিল, তখনই মসজিদ থেকে জরুরি সেবা ৯১১ নম্বরে কল আসে।

নিকটস্থ পুলিশ সদস্যরা দ্রুত মসজিদে পৌঁছে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেন। পুলিশ প্রধান আরও জানান, মসজিদের দুই ব্লক দূরে চলন্ত গাড়ি থেকেও গুলির খবর পাওয়া যায়। সেখানে একজন ল্যান্ডস্কেপ কর্মীর হেলমেটে গুলি লাগলেও তিনি অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যান।

মসজিদ কর্তৃপক্ষের বরাতে জানানো হয়েছে, নিহত তিনজনের মধ্যে একজন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। পুলিশ প্রধান তার বীরত্বের প্রশংসা করে বলেন, ওই নিরাপত্তারক্ষী বিপদ কমাতে সাহায্য করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। মসজিদের স্কুলের কোনো শিশু এই হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

সোমবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে সান ডিয়েগোর মেয়র টড গ্লোরিয়া বলেন,“বর্তমানে হুমকি মোকাবিলা করা হয়েছে, শিশুরা নিরাপদ আছে এবং এটি একটি স্বস্তির খবর” তিনি আরও যোগ করেন,“সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। আমাদের স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আমার প্রার্থনা রইল”

পরে অন্য এক সংবাদ সম্মেলনে মেয়র বলেন,“সান ডিয়েগোতে ঘৃণার কোনো জায়গা নেই। ইসলামবিদ্বেষের কোনো স্থান এখানে নেই। যেকোনো সান ডিয়েগোবাসীর ওপর আক্রমণ মানেই আমাদের সবার ওপর আক্রমণ। আমেরিকার এই শ্রেষ্ঠ শহরে আমরা এটি কোনোভাবেই মেনে নেব না”

স্থানীয় শার্প মেমোরিয়াল হাসপাতালের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, হামলায় আহত কয়েকজনকে সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মসজিদের ইমাম এবং পরিচালক তাহা হাসানে বলেন,“এটি ইবাদতের ঘর, কোনো যুদ্ধক্ষেত্র নয়। আমাদের জাতির মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং ঘৃণা নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। সহনশীলতা ও ভালোবাসার সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার”

কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর) এই জঘন্য সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গেভিন নিউসাম ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও এই হামলার বিষয়ে ব্রিফ করা হয়েছে এবং তিনি একে একটি “ভয়াবহ পরিস্থিতি” হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সান ডিয়েগোর এই ঘটনার পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং নিউ ইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগ নিজ নিজ শহরের বিভিন্ন মসজিদ এবং ধর্মীয় উপাসনালয়ে টহল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছে। - দ্য গার্ডিয়ান

কোয়ান্টানাইট: ঢাকার যে ‘ব্যাক

৮ পৃষ্ঠার পর

বুক করে রেখেছিলেন তিনি। যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে দেখলেন, পরিপাটি পোশাকের এক বিদেশি ভদ্রলোক ল্যাপটপে খুব মন দিয়ে কাজ করছেন। তরুণ ভাবলেন, তিনি কি তবে ভুল সময়ে চলে এলেন? তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে ভদ্রলোককে জানালেন যে রুমটি তার প্রয়োজন। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং কোনো দ্বিধা ছাড়াই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেই বিনয়ী মানুষটি ছিলেন কোয়ান্টানাইটের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মিক্কো তাম্মিনেন। তিনি ফিনল্যান্ডের নাগরিক। মিক্কোর এই নম্রতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তরুণ। নিজের জরুরি কাজ থাকা সত্ত্বেও যেভাবে তিনি একজন কর্মীর জন্য ঘর ছেড়ে দিলেন, তা সাধারণত সচরাচর দেখা যায় না। কোয়ান্টানাইটের কর্মীরা বলেন, মিক্কোর এই শিষ্টাচার ও বিনয়ই আজ প্রতিষ্ঠানটির মজ্জাগত সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মিক্কো ২০১৪ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন নতুন কোনো ব্যবসা শুরুর স্বপ্ন নিয়ে। শুরুতে তিনি একটি ফুড ডেলিভারি অ্যাপ তৈরির কথা ভেবেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বেছে নেন বিপিও (বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং) খাতকে। কারণ, এ দেশে এই খাতের অপার সম্ভাবনা তিনি আগেভাগেই টের পেয়েছিলেন। কন্টেন্ট মডারেশন বা ব্যাক অফিস অপারেশনের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে বিশাল এক শিক্ষিত জনবল, যা বিপিও শিল্পের জন্য অপরিহার্য।

“সৃজনশীলতার উর্বর ভূমি বাংলাদেশ”

কোয়ান্টানাইটের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বাংলাদেশকে “সৃজনশীলতা এবং অবারিত মেধার উর্বর ভূমি” হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানকার প্রায় ৮৫ শতাংশ কর্মীই স্নাতক সম্পন্ন করা, যা জটিল সব অপারেশনাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদের যোগ্য করে তুলেছে।

কোয়ান্টানাইটের ডিরেক্টর অব পিপল অপারেশনস নাফিজ আলম বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, “বিপিও খাতে ভারত, ফিলিপাইন বা থাইল্যান্ড আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকার মূল কারণ হলো তারা অনেক আগে কাজ শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের শক্তি হলো-আমাদের প্রচুর স্নাতক ডিগ্রিধারী কর্মী রয়েছেন এবং এখানকার শ্রম মজুরিও তুলনামূলক সাশ্রয়ী। মিক্কো সম্ভবত শুরুতেই এই সম্ভাবনাটা বুঝতে পেরেছিলেন।”

ডিজিটাল অর্থনীতির চাকা নেপথ্যে থেকে কীভাবে বিপিও সেবা সচল রাখে, তার একটি উদাহরণ দিলেন নাফিজ। তিনি বলেন, “ধরা যাক একটি রেস্তোরাঁর ওয়েবসাইটের কথা। সেখানে মেনু আপলোড করা, দাম পরিবর্তন বা প্রমোশনাল অফার সাজানোর মতো কাজগুলো বিপিও কর্মীরাই করে থাকেন। পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রেও রঙ, মাপ, কাপড়ের ধরন বা পরিমাপ অনুযায়ী অনলাইন ডেটা নিয়মিত আপডেট করতে হয়। এসব কাজের জন্য স্থায়ী ইন-হাউস টিম রাখা অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্যই ব্যয়বহুল, কারণ কাজের চাপ সব সময় এক থাকে না। তাই আউটসোর্সিং অনেক বেশি সাশ্রয়ী ও কার্যকর।”

১৪০০ কর্মীর এক কর্মস্থল

কোয়ান্টানাইটের শুরুর দিকের কর্মীদের একজন ইমতিয়াজ আহমেদ অনিল। তিনি যখন যোগ দেন, তখন তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির নবম কর্মী। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ঢাকা অফিসেই কাজ করেন ১ হাজার ৪০০-এর বেশি মানুষ।

সহযোগী বা “অ্যাসোসিয়েট” হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা অনিল এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার। তার প্রথম প্রজেক্টটি ছিল লিথুয়ানিয়ার এক গেম ডেভেলপারের হয়ে। সেটি ছিল মিউজিক ট্রিভিয়া গেম-যেখানে মেটালিকা, বিটলস বা পিঙ্ক ফ্লয়েডের মতো ব্যান্ড দলের গান, লিরিক বা অ্যালবাম নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এগিয়ে যেতে হতো। সঙ্গীতশিল্পী হওয়ায় কাজটি বেশ উপভোগ করতেন অনিল। এমনকি ক্লায়েন্টের সঙ্গে এমন সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যে তিনি অনিলকে উপহার হিসেবে টি-শার্টও পাঠিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ইবে-র জন্য হ্যালোইন পোশাকের ক্যাটালগ তৈরি এবং যুক্তরাজ্যের ম্যাপিং প্রজেক্টেও কাজ করেছেন অনিল। ঢাকার লন্ডন স্কুল অব কমার্সে ব্যবসায় শিক্ষায় পড়াশোনা করা অনিলের কাছে কোয়ান্টানাইটের কর্মপরিবেশ খুব চমৎকার মনে হয়। অফিসে রয়েছে সিনেমা রুম, গেমিং জোন আর ছাদ-বাগান, যেখানে কাজের ক্লান্তি দূর করেন কর্মীরা।

দীর্ঘ ১২ বছরের ক্যারিয়ারে অনিল দেখেছেন ভিনদেশি সংস্কৃতির নানা দিক। তিনি বলেন, “আমাদের প্রায় সব ক্লায়েন্টই বিদেশি, মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে কাজ করাটা সব সময় মজার। মার্কিনিরা কাজের সময় অত্যন্ত সিরিয়াস, আবার কাজ শেষে খুব রিল্যাক্সড। ব্রিটিশরা “টা-টা, গুডবাই” বলে দ্রুত কাজ শেষ করতে পছন্দ করে। একবার এক সুইডিশ ক্লায়েন্ট ট্রেনিং চলাকালে আমাকে স্মার্টফোন হাতে নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন এটি কীভাবে কাজ করে। সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন আমি আগে কখনো স্মার্টফোন দেখিনি।”

অনিল হাসতে হাসতে সেই স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, তিনি তখন পকেট থেকে নিজের ফোনটি বের করেছিলেন, যা ছিল ওই ক্লায়েন্টের ফোনের চেয়েও আধুনিক এবং লেটেস্ট মডেল।

মিক্কো তাম্মিনেনকে অনিল চেনেন অনেক আগে থেকেই। অনিল জানান, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হোয়ার্টন স্কুলের এক বাংলাদেশি সাবেক এক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মিক্কো প্রথম বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারেন। মিক্কো যখন প্রথম ঢাকা আসেন, তখন গুলশানে ওই সাবেক শিক্ষার্থীর অফিসেই কাজ শুরু করেন। সাত মাস পর তিনি অফিস সরিয়ে নেন মিরপুর ডিওএইচএস-এ। তিন বছর পর তার কর্মী সংখ্যা বেড়ে হয় ১০০। এর প্রায় দুই বছর পর বড় জায়গার প্রয়োজনে কোয়ান্টানাইট মিরপুরের সিআরপি ভবনের দশম তলায় চলে আসে।

মিক্কো সাধারণত একবারে তিন-চার মাসের জন্য ঢাকায় থাকেন। ওঠেন গুলশানের আমারি হোটেলে। দুপুরের খাবারের জন্য পিৎজা হাট থেকে পিৎজা অর্ডার করাই ছিল তার পছন্দ। মিক্কো তার সহকর্মীদের প্রতি ভীষণ বন্ধুসুলভ।

ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক নির্ভর করবে

৯ পৃষ্ঠার পর

সরকারের কাছে স্পষ্ট বার্তা জানাতে চাই-আলোচনার মাধ্যমে অবিলম্বে এই চুক্তি বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে। এটা খুব পরিষ্কার কথা। অন্যথায়, যে কথাটা এখানে অনেকেই বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক নির্ভর করবে গঙ্গা বা ফারাক্কা চুক্তি কীভাবে সম্পাদনের ওপর।”

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, “এই নদী বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীববৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে। ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হলে এ দেশের পরিবেশ ধ্বংস হবে-মাওলানা ভাসানী এই সত্যটি উপলব্ধি করেই কথা বলেছিলেন।”

তিনি বলেন, “দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও এটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিষয়টি তুলেছিলেন। জিয়াউর রহমানের করা সেই চুক্তি অনেকাংশেই বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে গিয়েছিল।”

ইতিহাসের প্রেক্ষাপট টেনে তিনি বলেন, “দুর্ভাগ্য আমাদের যে, যখন এই চুক্তিটি প্রথম হয়-অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশের দায়িত্বে ছিলেন-তিনি যখন এই ফারাক্কার পানি আসার জন্য কিংবা বাঁধ চালুর অনুমতি দেন, তখন থেকেই কিন্তু এই দেশের সর্বনাশটা শুরু হয়। তারপর অনেকবার চুক্তির চেষ্টা হয়েছে। শহীদ জিয়াউর রহমান চুক্তি করেছেন, পরবর্তীকালে আমাদের দেশনেত্রী খালেদা জিয়া চুক্তি করেছেন এবং শেখ হাসিনাও চুক্তি করেছে। তবে আমাদের আনিসুজ্জামান সাহেব যে বিষয়টি বলেছেন-এখানে চুক্তি কয়েক বছরের জন্য হলে চলবে না। এই চুক্তিটা হতে হবে ইনফিনিট [অনির্দিষ্টকালের জন্য]। পরবর্তী যেকোনো নতুন চুক্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত পূর্বের চুক্তির কার্যক্রম ও পানির হিস্যা বহাল থাকতে হবে।”

বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, “যদি এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি না হয়, পানি আসার ব্যবস্থা যদি নিশ্চিত না হয়, তাহলে আমরা কী করব? এই পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকার যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে, তার জন্য আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। তারই নির্দেশে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আজকে পদ্মা ব্যারেজ নির্মিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বাহ্যিক শক্তির সমস্ত ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে তিনি এই সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার দেশপ্রেম এমন এক পর্যায়ে আছে যে, তিনি কোনো অপশক্তিকে কখনো আমলে নেননি। দেশের জন্য কীভাবে কাজ করতে হয়, তিনি তা দেখিয়ে দিচ্ছেন।”

জ্বালানি সহযোগিতায় এমওইউ সই

৮ পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ওয়াশিংটন একে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি হিসেবে দেখছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্মারকে সই করেন মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট এবং বাংলাদেশের পক্ষে সই করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান।

ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশই এখন জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ঠিক এমন একটি সময়েই এই সমঝোতা স্মারক সই হলো।

কম খরচ এবং টেকসই সরবরাহব্যবস্থার মাধ্যমে জ্বালানির নতুন উৎস খুঁজে বের করার বাংলাদেশি প্রচেষ্টায় এই স্মারক ভূমিকা রাখবে। এতে করে দীর্ঘমেয়াদে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে।

এই সমঝোতা স্মারকের ফলে দুই দেশের মধ্যে তেল, গ্যাস, ভূ-তাপীয় এবং জৈব জ্বালানি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং গবেষণার সুযোগ তৈরি হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি, এলপিজি এবং অন্যান্য জ্বালানি পণ্য আমদানি করতে পারবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এই সমঝোতা স্মারককে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের আরেকটি মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থনের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান।

অন্যদিকে মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট এই স্মারককে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি হিসেবে বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং মার্কিন জ্বালানি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দেশের ১০,৭৪০ স্কুলে নেই খেলার

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলনায়তনে শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘর আসর আয়োজিত “শিশুর নিরাপদ জীবন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ” শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলা হয়।

সংগঠনটির ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খেলাঘর আসরের প্রেসিডিয়াম সদস্য লেনিন চৌধুরী।

তিনি বলেন, “দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিশু হলেও তাদের নিরাপদ ও সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ধর্ষণ, পাচার, মানসিক নির্যাতন, অপুষ্টি ও শিশুশ্রমের মতো নানা সংকটে শিশুরা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।”

মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালে দেশে ৪০৩ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তবে ভয়ভীতি, পারিবারিক লজ্জা ও সামাজিক চাপে অনেক ঘটনাই প্রকাশ পায় না। বিশেষ করে ছেলেশিশু নির্যাতনের অধিকাংশ ঘটনাই রিপোর্ট করা হয় না।

এ ছাড়া প্রতি ১০টি শিশুর মধ্যে ৯টি শিশু মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতনের শিকার বলে উল্লেখ করা হয়। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের ৯ দশমিক ২ শতাংশ শিশুশ্রমে নিয়োজিত এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ১৮ শতাংশ অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে বলেও জানানো হয়।

সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, “বর্তমান শিক্ষাক্রমে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও দক্ষতা উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা হয়নি।”

তিনি আরও বলেন, “এমন একটা শিক্ষাক্রম বানিয়েছি, যেই শিক্ষাক্রমে শিশুদের মানসিক কিংবা অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়নের জায়গা রাখা হয়নি।”

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সুকোমল বড়ুয়া বলেন, “শিশুর সঠিক বিকাশের জন্য শুধু শারীরিক পুষ্টি নয়, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ।”

তিনি শিশুদের জন্য সৃজনশীল ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ বর্তমান শিক্ষাক্রমকে বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ উল্লেখ করে তা পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানান।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল কবীর, অধ্যাপক মো. আবু সাঈদ, শিল্পী তামান্না রহমান, সাদিয়া আরমান এবং শিশু প্রতিনিধি আদ্রিতা রায়।

জনগণের দাবি হলে কুমিল্লাকে বিভাগ

৯ পৃষ্ঠার পর

লাভ করেছি। কাছাকাছি সময়ে অনেক দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তারা যেভাবে উন্নতি লাভ করেছে, আমরা সেভাবে পারিনি। কারণ, আমরা পড়েছি স্বৈরাচারের কবলে।”

তিনি বলেন, “২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে তরুণেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা শহীদ হয়েছে। এখনই সময় দেশকে পুনর্গঠনের। দেশ গঠনে সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে। আল্লাহ পরিশ্রমীদের পছন্দ করেন।”

গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের সুমনের সভাপতিত্বে এই পথসভায় আরও বক্তব্য রাখেন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ এবং কুমিল্লা-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. সেলিম ভূঁইয়া।

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে তেল-গ্যাসে সরকারের

৯ পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালে নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন অর্থমন্ত্রী।

স্বাস্থ্যসেবা বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার উল্লেখ করে এ সময় আমীর খসরু বলেন, “সরকার এখন প্রিভেন্টিভ ও প্রাইমারি হেলথকেয়ারকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে উন্নত চিকিৎসা পায়, সে জন্য বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।”

তিনি বলেন, “সরকারি হাসপাতালের সীমাবদ্ধতার কারণে দরিদ্র রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসার বিল সরকার বহন করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এজন্য স্বাস্থ্যখাতে বাজেটও বাড়ানো হবে। তবে শুধু বাজেট বাড়ালেই হবে না, বরাদ্দের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।”

অর্থমন্ত্রী অভিযোগ করেন, “অতীতে স্বাস্থ্যখাতে বিপুল বরাদ্দ দেওয়া হলেও তার বড় অংশ দুর্নীতির মাধ্যমে অপচয় হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা পায়নি। শুধু বড় বড় বিল্ডিং করলে হবে না। যারা পরিচালনা করবে তাদের সততা ও দায়িত্ববোধ না থাকলে জনগণ কোনো সুফল পাবে না।”

৩৪,৩৪৭ কোটি টাকার পদ্মা ব্যারেজ

৮ পৃষ্ঠার পর

বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও সামাজিক প্রভাব বাস্তবায়ন চলাকালীন এই প্রকল্পে প্রায় ৪৭ হাজার ৯৫০ জন শ্রমিকের জন্য প্রায় ১২.২৫ কোটি ম্যান-ডে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯.২৭ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি হবে। পরিকল্পনায় ৩ হাজার ৪৫০ একর জমিতে প্রায় ১.৫ লাখ পরিবারের জন্য সাতটি স্যাটেলাইট টাউন এবং আধুনিক গ্রামীণ জনপদ গড়ে তোলার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষায় প্রাক্কলন করা হয়েছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছর ভিত্তিক এই প্রকল্প থেকে বার্ষিক অর্থনৈতিক আয় হবে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা এবং এটি জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ০.৪৫ শতাংশ অবদান রাখবে। প্রকল্পটি সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাটে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করবে, যা সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হবে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের (ডব্লিউডিবি) কর্মকর্তাদের মতে, এটি কেবল একটি অবকাঠামো প্রকল্প নয়; এটি বাংলাদেশের পানি নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের একটি কেন্দ্রীয় সমাধান হতে পারে।

একজন কর্মকর্তা যোগ করেন, “ব্যারাজটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাখ লাখ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে, পাশাপাশি কৃষি, মৎস্য, শিল্প ও পরিবেশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।”

১৯৭০-এর দশকে ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের পর থেকে উজান থেকে পানি প্রত্যাহারের ফলে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী ও খালে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষি, মৎস্য, বনজ সম্পদ এবং নৌ-চলাচলকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। এর ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যও চরম হুমকির মুখে পড়েছে। সংকট মোকাবিলায় কৌশলগত পদক্ষেপ পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্পটি বাংলাদেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ৩৭ শতাংশ জুড়ে বিস্তৃত, যার আওতায় রয়েছে ৪টি বিভাগ, ২৬টি জেলা এবং ১৬৩টি উপজেলা।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে, ফারাক্কা ব্যারাজের আগে পদ্মা-গঙ্গা সিস্টেমে শুষ্ক মৌসুমের প্রবাহ ছিল প্রায় ৭০ হাজার কিউসেক। ১৯৭৫ সালের পর থেকে উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে এই প্রবাহ কখনো কখনো ২০ হাজার কিউসেক বা তার নিচে নেমে এসেছে।

নাম ছিল জাতীয়তাবাদী দল, এখন

৯ পৃষ্ঠার পর

বলেন, যে ১৬টি অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন না হলে বাংলাদেশের সুশাসন নিশ্চিত করা অসম্ভব, সেগুলো তারা ফেলে দিয়েছে। এগুলা যদি তারা বাস্তবায়ন না করে, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের আন্দোলন চলবে সংসদে, একই সঙ্গে রাজপথেও।

ডা. শফিকুর রহমান জুলাই বিপ্লবের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ত্যাগ ও কোরবানির মধ্য দিয়ে আমাদের বুকের ওপর থেকে ফ্যাসিবাদী শাসনকে আল্লাহ তায়ালা খতম করে দিয়েছেন। তরুণদের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে এবং সেই আন্দোলনের সুফল ভোগ করছেন বর্তমান ক্ষমতাসীনরা।

গণভোটের রায় অগ্রাহ্য করাকে জনগণকে অপমান করার শামিল উল্লেখ করে বিরোধী দলের এই নেতা বলেন, জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অতীতে কেউ রেহাই পায়নি, আপনারাও রেহাই পাবেন না। গণভোটের রায় বাস্তবায়ন করতে আপনাদের বাধ্য করা হবে।

বিএনপির সমালোচনা করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দেশে রাজনৈতিক দখলদারিত্ব ও চাঁদাবাজি বন্ধ হয়নি। আপনাদের নাম ছিল জাতীয়তাবাদী দল। এখন মানুষ বলে চাঁদাবাজি দল। তিনি এ সময় দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সংসদে কথা বলতে না দেওয়া হলে রাজপথে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, যেখানে স্পিকারের অনুমতি নিয়ে কথা বলা লাগে, সেখানে যদি কথা বলতে দেওয়া না হয়, তাহলে আমরা সেখানে চলে আসব, যেখানে কথা বলার জন্য স্পিকারের কোনো অনুমতি লাগে না। আমরা তখন জনগণের পার্লামেন্টে চলে আসব।

ইতিহাস চর্চা প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, অতীতের ভূমিকা ও অবদানকে সম্মান জানানো হলেও শুধু অতীত নিয়ে পড়ে থাকলে জাতি এগোতে পারবে না। ইতিহাস আমরা চর্চা করব ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য, কিন্তু ইতিহাস নিয়ে পড়ে থাকব না।

সরকারের পদ্মা ব্যারেজ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, এটি যেন শুধু লোকদেখানো ঘোষণা না হয়, বরং দ্রুত বাস্তবে রূপ নেয়। তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, কারও রক্তচক্ষুর দিকে না তাকিয়ে তিস্তাসহ তিনটি নদীর পাড়ের আড়াই কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে তিস্তা মহাপরিকল্পনা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রতিবেশী দেশ ভারত প্রসঙ্গে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা চাই, আপনারা শান্তিতে থাকুন, নিজেদের দেশের ভেতরে মানবিক পরিবেশ তৈরি হোক। আপনারা আমাদের শান্তি নিয়ে টান দিলে কারও শান্তি থাকবে না।

জামায়াতের সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এবং রাজশাহী মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মণ্ডলের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন এলডিপির চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম, জামায়াতের নায়েবে আমির ও সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চান, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা সিরাজুল হক, বাংলাদেশ নেজামে ইসলামীর আমির মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সুবহানী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমদ এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম প্রমুখ।

বোয়িং চুক্তির পর বিমানকে ১৪টির

৯ পৃষ্ঠার পর

সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী বহর সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার একটি কৌশলগত প্রচেষ্টা হিসেবেই এয়ারবাস তাদের আগের প্রস্তাবটি কাটছাঁট করেছে। এর আগে এয়ারবাস ১০টি এ৩৫০ ওয়াইড-বডি জেট এবং ৪টি এ৩২০ নিও ন্যারো-বডি উড়োজাহাজসহ মোট ১৪টি বিমানের প্রস্তাব দিয়েছিল বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এয়ারবাস এ৩২১ নিও মূলত এ৩২০ নিও-র একটি দীর্ঘ সংস্করণ, যাতে ১৮০ থেকে ২২০ জন যাত্রী পরিবহন করা যায়।

এয়ারবাসের একটি সূত্র দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে জানিয়েছে, "বোয়িং চুক্তির আগে থেকেই আমরা বিমানের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছি। সংশোধিত প্রস্তাব জমা দেওয়ার পর আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করেছি।"

গত ৫ মে এয়ারবাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড ডেলাহে সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানমের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিদা আক্তার এবং বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কায়সার সোহেল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাকালে এয়ারবাস বিমানের জন্য একটি মিশ্র বহর কাঠামো তৈরিতে সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ করে। মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীও ভবিষ্যতে বহর উন্নয়নে এয়ারবাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এয়ারবাসের একজন মুখপাত্র টিবিএসকে বলেন, "গ্রাহকদের সাথে আমাদের আলোচনা হতে পারে বা না-ও পারে, এমন কোনো বিষয় নিয়ে আমরা মন্তব্য করি না।"

বিমানের মুখপাত্র বোসরা ইসলাম বলেন, এয়ারলাইন্সটি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন উড়োজাহাজ নির্মাতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়ে থাকে। টিবিএসকে তিনি বলেন, "একজন গ্রাহক হিসেবে আমরা নির্মাতাদের সাথে সম্পৃক্ত হই কারণ আমাদের উড়োজাহাজ প্রয়োজন। কিন্তু প্রস্তাব পাওয়ার মানেই এই নয় যে আমরা অবশ্যই উড়োজাহাজ কিনব।"

এয়ারবাসের এই নতুন তৎপরতা এমন এক সময়ে যখন সরকার ২০৩৪-৩৫ অর্থ বছরের মধ্যে বিমানের বহর ৪৭টি উড়োজাহাজে উন্নীত করার একটি দীর্ঘমেয়াদী রোডম্যাপ পর্যালোচনা করছে। জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থাটিকে আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক এভিয়েশন ও কার্গো হাব হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অংশ এটি। এয়ারবাস সূত্র জানায়, বিমান যদি মিশ্র বহর চালুর সিদ্ধান্ত নেয় তবে কোম্পানিটি ২০৩৩ সালের মধ্যে উড়োজাহাজ সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। বিমানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বোয়িং তাদের অর্ডার করা ১৪টি উড়োজাহাজ ২০৩১ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে বিমানের বহরে ১৯টি উড়োজাহাজ রয়েছে, যার মধ্যে ১৪টিই বোয়িংয়ের তৈরি।

এয়ারবাস-বোয়িং দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বিমানের ভবিষ্যৎ বহর পরিকল্পনা নিয়ে বোয়িং এবং এয়ারবাসের মধ্যে কয়েক বছর ধরে চলা প্রতিযোগিতার মধ্যেই সর্বশেষ বোয়িং চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে। যদিও এয়ারবাস এখন পর্যন্ত বিমানের কাছ থেকে কোনো অর্ডার নিশ্চিত করতে পারেনি, তবে কোম্পানির প্রতিনিধিরা বলছেন যে আলোচনা এখনও সচল রয়েছে এবং তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়নি।

ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি সহ বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের কূটনীতিকরাও একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এয়ারবাসের উড়োজাহাজ বিবেচনা করতে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করে আসছেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর বাংলাদেশ সফরের পর ২০২৩ সালে এয়ারবাসের বিষয়টি গতি পায়। সে সময় বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য যৌথ বিবৃতিতে ফ্রেইটার সহ ১০টি এয়ারবাস এ৩৫০ উড়োজাহাজ কেনার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের যুক্তি হলো, বিমানের বহরে এয়ারবাসের উড়োজাহাজ অন্তর্ভুক্ত করলে কার্যক্রম বৈচিত্র্যময় হবে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী হবে।

তবে বোয়িং নীতিনির্ধারকদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগ এবং ড্রিমলাইনার, ফ্রেইটার ও ন্যারো-বডি জেটের বিস্তৃত পরিসরের অফার দিয়ে বিমানের বহরে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। ২০২৫ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক শুল্ক সংক্রান্ত আলোচনার সময় বাংলাদেশ সরকার ২৫টি বোয়িং বিমান কেনার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

যেহেতু নতুন অর্ডার করা উড়োজাহাজ সরবরাহ হতে কয়েক বছর সময় লাগবে, তাই সরকার তাৎক্ষণিক সক্ষমতা সংকট মেটাতে অন্তর্বর্তীকালীন সমাধানের কথা বিবেচনা করছে। প্রতিমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, "এই রূপান্তরকালীন সময়ে নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে আমরা আগামী পাঁচ বছরের জন্য উড়োজাহাজ লিজ নেওয়ার পরিকল্পনা করছি, বিশেষ করে ড্রাই লিজিংয়ের মাধ্যমে।"

বাড়তি ৫,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব

৮ পৃষ্ঠার পর

আগামী জাতীয় বাজেটে ঘোষণার এক বছর পর কার্যকর হতে পারে) অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তাদের মধ্যে সোমবার অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আলাপ হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী, করদাতাদের ঘোষিত নিট সম্পদের ওপর আরোপিত বর্তমান সারচার্জ ব্যবস্থা বাতিল করে সরাসরি নিট সম্পদের ওপর কর আরোপ করা হবে। তবে সম্পদের মূল্যায়ন জটিলতার কারণে শুরুতে করদাতার ট্যাক্স ফাইলে ঘোষিত নিট সম্পদের ভিত্তিতেই কর নির্ধারণ করা হতে পারে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে সম্পদের প্রকৃত বাজারমূল্য নির্ধারণের একটি ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এনবিআর কর্মকর্তাদের মতে, যদি বাজারভিত্তিক মূল্যায়ন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে প্রস্তাবিত এই কর থেকে রাজস্ব কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান গত মাসের বাজেট আলোচনায় সম্পদ কর চালুর বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে প্রথম ১৯৬৩ সালে ওয়েলথ ট্যাক্স অ্যাক্ট এর মাধ্যমে সম্পদ কর ব্যবস্থা চালু হয়। তবে মূল্যায়ন জটিলতা এবং দ্বৈত কর আরোপের উদ্বেগের কারণে ১৯৯৯ সালে আইনটি বাতিল করা হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী থিংক ট্যাংক ক্রমবর্ধমান বৈষম্য মোকাবিলায় সম্পদ কর পুনরায় চালুর সুপারিশ করেছে। তবে বাস্তবায়ন জটিলতা ও মূল্যায়ন সমস্যার কারণে আগের উদ্যোগগুলো বিলম্বিত হয়েছে।

প্রস্তাবিত কর কাঠামো

একজন এনবিআর কর্মকর্তার মতে, প্রস্তাবিত করের আওতায় ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত নিট সম্পদ করমুক্ত থাকতে পারে, যা বর্তমান সারচার্জ ব্যবস্থার মতোই।

প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী, ৪ কোটি থেকে ৬ কোটি টাকার সম্পদের ওপর ০.২৫ শতাংশ কর, পরবর্তী ৫ কোটি টাকার ওপর ০.৫০ শতাংশ, এরপরের ৫ কোটি টাকার ওপর ০.৭৫ শতাংশ এবং ১৬ কোটি টাকার বেশি সম্পদের ওপর ১ শতাংশ কর আরোপ করা হতে পারে।

ওই কর্মকর্তা জানান, প্রস্তাবটি এখনও বিবেচনাধীন। বাজেট প্রস্তাব চূড়ান্ত হওয়ার আগে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, অর্থমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন-নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর চাপ বাড়ায় এমন কোনো বাজেট ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ১১ জুন সংসদে উপস্থাপন করা হতে পারে।

অর্থনীতিবিদদের সমর্থন, তবে বাস্তবায়ন নিয়ে সতর্কতা

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে দেওয়া বক্তব্যে অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা প্রস্তাবকে মোটামুটি ইতিবাচক হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা বলেন, বৈষম্য বাড়তে থাকায় বাংলাদেশে আরও শক্তিশালী পুনর্বণ্টনমূলক করনীতি প্রয়োজন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ সম্পদ বণ্টনে উচ্চ বৈষম্যের দিকে এগোচ্ছে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। তিনি বলেন, এমন পরিস্থিতিতে সম্পদের সুষম বণ্টন ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য কমাতে বাড়তি সম্পদের ওপর কর আরোপ করার উদ্যোগ যৌক্তিক।

এই অর্থনীতিবিদ বিদ্যমান সম্পদ সারচার্জ ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, এটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে নয়। তিনি বলেন, অনেক দেশ আয়করের সঙ্গে যুক্ত সারচার্জের পরিবর্তে সরাসরি সম্পদ কর আরোপ করে।

তবে তিনি স্বীকার করেন, বিরোধ ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সম্পদের মূল্যায়ন বাস্তবায়ন কঠিন হতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত এনবিআর সদস্য অপূর্ব কান্তি দাস উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, নতুন কর ব্যবস্থায় ইতোমধ্যে নিয়ম মেনে সম্পদ ঘোষণা করা করদাতাদের ওপর বেশি চাপ পড়তে পারে।

তিনি বলেন, সরকার যদি ১ হাজার কোটি টাকার বদলে ৫ হাজার কোটি টাকা আদায় করতে চায়, তাহলে চাপ মূলত নিয়মিত করদাতাদের ওপরই পড়বে।

তিনি বলেন, কর ফাঁকি দেওয়া বা সম্পদ গোপনকারীরা এতে তেমন প্রভাবিত হবে না, যদি না নজরদারি ও তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা উন্নত করা হয়।

তিনি আরও বলেন, যাদের বিপুল সম্পদ আছে কিন্তু আয় কম-তাদের ক্ষেত্রে কর দিতে গিয়ে কি সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হতে হবে, এ প্রশ্নও বিবেচনা করা উচিত।

তিনি সতর্ক করে বলেন, সম্পদের মূল্যায়ন নিয়ে মতবিরোধ বাড়লে মামলা-মোকদ্দমাও বাড়তে পারে।

যেসব কারণে সরকার বেশি রাজস্ব আশা করছে

বর্তমানে বাংলাদেশে সম্পদ সারচার্জ সরাসরি সম্পদের ওপর নয়, বরং আয়করের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে আরোপ করা হয়, যা সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

এনবিআর কর্মকর্তাদের মতে, এই পদ্ধতিতে প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম রাজস্ব আসে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তির ১০০ কোটি টাকার সম্পদ থাকলেও বছরে আয়কর ২০ লাখ টাকা হলে, বর্তমান ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সারচার্জ প্রায় ৭ লাখ টাকা হতে পারে। কিন্তু সরাসরি ১ শতাংশ সম্পদ কর চালু হলে ওই ১০০ কোটি টাকার ওপর কর দাঁড়াবে ১ কোটি টাকা।

এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১১ হাজারের কিছু বেশি করদাতা সম্পদ সারচার্জ ব্যবস্থার আওতায় আছেন। কর্মকর্তাদের মতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান ও করদাতা শনাক্তকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা গেলে এই সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও অনেক বাড়তে পারে।

অতীতের ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির

৫৯ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদের সর্বস্বান্ত করা ম্যানপাওয়ার ব্যবসার মাফিয়াচক্রকে আইনের আওতায় আনা হবে। চিহ্নিত করা হয়েছে সিন্ডিকেট। ইতিমধ্যেই কয়েকজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বসুন্ধরা গ্রুপের প্লট না পওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, প্লট ও জমি বিক্রির নামে প্রবাসীদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এব্যাপারে বসুন্ধরা গ্রুপের বিরুদ্ধে অচিরেই মন্ত্রী সভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এবং সংশ্লিস্ট এলাকা ঢাকা সিটি করপোরেশনের আওতায় আনা হবে বলেও উল্লেখ করেন। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীর কল্যাণ সহ দেশ ও জাতির কল্যাণে যেকোন ভালো প্রস্তাবও তার মাধ্যমে সরকারকে জানানোর আহ্বান জানান। প্রবাসীদের অপর এক দাবী প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুই দেশে সরকারী ছুটি কেন স্ব স্ব দেশের ছুটিই ভোগ করবেন এবং বিষয়টি তিনি সরকারকে জানাবেন। মন্ত্রী অতীতের সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সম্প্রীতির মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির ৯ দফা সম্বলিত দাবী ও প্রস্তাবনা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসীকল্যাণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর সদয় অবগতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ:

১। প্রবাসীরা বাংলাদেশে ভ্রমণকালে দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর যেন কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হতে না হয়, সে বিষয়ে কার্যকর ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২। প্রবাসীদের মৃত্যুর পর তাঁদের মরদেহ বিনা খরচে বাংলাদেশে প্রেরণের জন্য সরকারি উদ্যোগে স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৩। বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা। ৪। বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী প্রবাসীদের জন্য নিরাপদ, স্বচ্ছ ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

৫। দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা প্রবাসীদের উৎসাহিত করতে রেমিট্যান্স প্রণোদনা বর্তমান ২% থেকে বৃদ্ধি করে ন্যূনতম ৪% বা তার অধিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন ও কনস্যুলেটসমূহের সেবার মান আরও উন্নত করা এবং প্রবাসীদের জরুরি সহায়তার জন্য ২৪ ঘণ্টার হটলাইন সেবা চালু করা।

৭। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা অনুযায়ী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট পুনরায় চালুর বিষয়ে দ্রুত বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮। নিউইয়র্ক ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে বসবাসরত প্রবাসীদের সুবিধার্থে মাসে অন্তত একদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাংলাদেশ সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কনস্যুলার সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চীন মাত্র ২০০ বিমান অর্ডার করেছে,

৬ পৃষ্ঠার পর

বোয়িংয়ের শেয়ারের দাম ৪ দশমিক ১ শতাংশ কমে যায়।

সবার নজরে থাকা এই ট্রাম্প-শি বৈঠক থেকে যেসব বড় ব্যবসায়িক চুক্তির আশা করা হচ্ছিল, তার মধ্যে বোয়িংয়ের এই অর্ডারটি ছিল অন্যতম। এ ছাড়া গত অক্টোবরে হওয়া একটি “ভঙ্গুর বাণিজ্য যুদ্ধবিরতি” চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়েও কথা চলছে। ওই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ট্রাম্প চীনা পণ্যের ওপর তিন অঙ্কের শুল্ক স্থগিত করেছিলেন এবং শি জিনপিং বিশ্বে অতিপ্রয়োজনীয় বিরল খনিজের (রেয়ার আর্থ) সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করা থেকে সরে এসেছিলেন।

বোয়িংয়ের চুক্তির পর শেয়ারবাজার বা ওয়াল স্ট্রিটের এমন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিয়ে হোয়াইট হাউসের কাছে মন্তব্য জানতে চাওয়া হলেও তারা তাৎক্ষণিক কোনো সাড়া দেয়নি।

আলোচনার সঙ্গে যুক্ত সূত্রগুলো জানিয়েছে, মূলত ৫০০টি বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স বিমানের জন্য আলোচনা চলছিল। পাশাপাশি বৈঠকের পর আরও দামি “ওয়াইডবডি” বিমানের বড় একটি চালানের অর্ডার পাওয়ারও আশা ছিল।

এদিকে, ইউরোপীয় বিমান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এয়ারবাসের সঙ্গেও প্রায় একই মাপের একটি চুক্তির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল চীন।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উড়োজাহাজের বাজার চীনে আধিপত্য বিস্তারে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ২০১০-এর দশকে এয়ারবাস বোয়িংকে পেছনে ফেলে চীনের বাজারের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এমনকি তারা তিয়ানজিনে এ-৩২০ বিমানের একটি চূড়ান্ত সংযোজন কারখানাও (ফাইনাল অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট) খোলে।

তবে বিমান ভ্রমণের বিপুল চাহিদা মেটাতে বেইজিংকে উভয় কোম্পানির কাছ থেকেই বিমান কিনতে হয়। অনেক বিশ্লেষকের মতে, চীনের এখনই অন্তত এক হাজার নতুন বিমান অর্ডার করা প্রয়োজন। আর বোয়িং ও এয়ারবাস উভয়ের বাজারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৪৫ সালের মধ্যে চীনের কমপক্ষে ৯ হাজার নতুন যাত্রীবাহী বিমান লাগবে।

এর আগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে ট্রাম্প যখন বেইজিং সফর করেছিলেন, তখন চীনের কাছ থেকে বোয়িং সর্বশেষ বড় অর্ডার পেয়েছিল। সেবার চীন ৩০০টি বোয়িং বিমান কিনতে রাজি হয়েছিল। এরপর দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে এবং তখন থেকে বোয়িং মাত্র ৫১টি অর্ডার পেয়েছে, যার বেশির ভাগই ছিল কার্গো বা মালবাহী বিমান।

চুক্তি নিশ্চিত করতে বা বিরোধ মেটাতে যেসব আমেরিকান শীর্ষ নির্বাহী ট্রাম্পের সঙ্গে চীন সফরে গেছেন, তাদের মধ্যে বোয়িংয়ের সিইও কেলি অর্টবার্গ এবং জিই অ্যারোস্পেসের সিইও ল্যারি কাল্পও রয়েছেন।

বাণিজ্য আলোচনার সময় অন্যান্য দেশকে বোয়িংয়ের বিমান কেনার জন্য ট্রাম্প বেশ আগ্রাসীভাবেই চাপ দিয়ে থাকেন। অর্টবার্গ গত মাসে রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, চীনের সঙ্গে একটি বড় চুক্তি চূড়ান্ত করতে তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের ওপরই ভরসা করছেন।- রয়টার্স

অধিকাংশ ইরানির নাম একটাই-

৬ পৃষ্ঠার পর

সেখানে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর নজরদারি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমি যে স্পেস ফোর্স (মহাকাশ বাহিনী) তৈরি করেছি, তারা ৯টি অত্যাধুনিক ক্যামেরা দিয়ে মহাকাশ থেকেই ওই পারমাণবিক স্থাপনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে।”

ট্রাম্প অত্যন্ত গর্বের সুরে আরও বলেন, “ওই এলাকায় যত লোক চলাফেরা করে, তাদের প্রায় সবাইকেই আমরা চিনি! মহাকাশ থেকে আমরা তাদের নামও পড়ে ফেলতে পারি। ওদের নামের প্রথম অংশে প্রায়ই ‘মুহাম্মদ’ কিছু একটা থাকে। যেহেতু বেশিরভাগ ইরানির নামই ‘মুহাম্মদ’, তাই এটুকু অন্তত ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক। তবে মজার ব্যাপার হলো, আমরা এত দূর থেকেও ওই মানুষগুলোর শার্টের কলারে সাঁটানো নাম বা ‘নেইম ট্যাগ’ সোজা মহাকাশ থেকে পড়ে ফেলি।”

গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে যখন ইরান যুদ্ধ শুরু হয়, তখন ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে পারমাণবিক অস্ত্রের খোঁজে থাকা ইরান আমেরিকানদের জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বরাবরই বলে আসছেন, তেহরানকে কিছুতেই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে দেওয়া যাবে না। দুই দেশের মধ্যে যেকোনো শান্তি চুক্তিতে এই নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকতে হবে বলে জোর দাবি জানিয়ে এসেছেন তিনি।

ট্রাম্প বলেন, ইরানের কাছে এখন তার ভাষায় কোনো ‘পারমাণবিক ধুলা বা ধূলিকণা’-ও নেই। মার্কিন সামরিক বাহিনীর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণেই এমনটা হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, ট্রাম্প যে ‘পারমাণবিক ধুলো’ শব্দটা ব্যবহার করেছেন, সেটা আসলে প্রায় বোমার সমান ক্ষমতার কাছাকাছি যাওয়া সংরক্ষিত ইউরেনিয়ামকে বোঝায়, যা গ্যাস হিসেবে গভীর মাটিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু গত গ্রীষ্মের হামলায় সেই ব্যবস্থা অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে সম্প্রচারিত ফক্স নিউজের আরেকটি সাক্ষাৎকারে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের শারীরিক গড়নের ব্যাপক প্রশংসা করেছিলেন ট্রাম্প।

উপস্থাপক শন হ্যানিটিকে তিনি বলেন, “যদি আপনি হলিউডে গিয়ে এমন কাউকে খোঁজেন যে সিনেমার পর্দায় চীনের নেতার চরিত্রে চমৎকার মানিয়ে যাবে, তাহলে তিনি (শি জিনপিং) তার নিখুঁত উদাহরণ। তার মতো দ্বিতীয় কাউকে খুঁজেই পাবেন না।”

তিনি আরও বলেন, “বিশেষ করে তার শারীরিক গড়ন! তিনি অনেক লম্বা। সেদেশের মানুষের উচ্চতা তুলনামূলক একটু কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সত্যিই অনেক লম্বা।”

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে একটি চরম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষে গত শুক্রবার চীন থেকে ফিরেছেন ট্রাম্প।

হ্যানিটিকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, শি তাকে বলেছেন যে তিনি এই যুদ্ধ শেষ করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য একটা চুক্তিতে আসতে “সহায়তা করতে চান।”

“শি চান হরমুজ প্রণালির রাস্তা খুলে যাক,” ট্রাম্প বলেন। কারণ, চীনের সবচেয়ে বেশি তেল আসে এই ইরান থেকেই।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যখন ইরানের ওপর একের পর এক হামলা চালায়, তখন এর জবাবে ইরান তাদের কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেলের পথ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রও পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইরানের বন্দরগুলোতে নৌ-অবরোধ দেয়।

কিউবার সাবেক নেতা রাউল কাস্ত্রোর

৬ পৃষ্ঠার পর

পুনরায় শুরু করার ঘোষণা দেন। ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডেসান্টিস শুক্রবার এই সম্ভাব্য অভিযোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, “এটি অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।” কিউবার প্রতিক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অভিযোগের বিষয়ে কিউবা এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য না করলেও দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ শুক্রবার এক কঠোর বার্তা দিয়েছেন। রয়টার্সের বরাতে তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, অবরোধ এবং ধশক্তি প্রয়োগের হুমকি সত্ত্বেও কিউবা তার সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবে।”

ইরান যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইনের জন্য এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ওয়াশিংটনের সঙ্গে তেহরানের চলমান অচলাবস্থার ভূরাজনৈতিক মূল্য নিয়ে পেন্টাগনে উদ্বেগ তৈরি করেছে এই প্রতিবেদন।

জয়েন্ট স্টাফের গোয়েন্দা পরিদপ্তরের প্রস্তুত করা এই প্রতিবেদনে “ডিআইএমই” (ডাইম) নামক একটি কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শক্তির চারটি স্তম্ভ-কূটনৈতিক, তথ্যগত, সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির নিরিখে ইরান যুদ্ধের বিপরীতে চীনের পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দাসংক্রান্ত সংবেদনশীল বিষয় হওয়ায় কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই অপ্রকাশিত তথ্যগুলো সামনে এনেছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরান যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে চীন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রি করেছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা থেকে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি ও তেল স্থাপনা রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছিল দেশগুলো।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিলে জ্বালানি সংকটে পড়া বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করেছে বেইজিং। বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাস পরিবহনের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই নৌপথ দিয়ে হয়ে থাকে।

প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এই যুদ্ধের কারণে আমেরিকার গোলাবারুদের বিশাল মজুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাইওয়ানের ভাগ্য নির্ধারণে চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য কোনো সংঘাতের সময় এই যুদ্ধাস্ত্রগুলো অত্যন্ত জরুরি ছিল। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম ও স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাচ্ছে বেইজিং। এর মাধ্যমে তারা শিখছে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ করে এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সামরিক পরিকল্পনা সাজাতে পারছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বেইজিং এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জনমতকে তাদের প্রচারণায় যুক্ত করেছে এবং এই সংঘাতকে “বেআইনি” হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। চীন দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বমঞ্চে যুক্তরাষ্ট্রের “দায়িত্বশীল নেতৃত্বের” ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছে। বেইজিংয়ের দৃষ্টিতে, ইরান যুদ্ধ হলো সামরিক সংঘাতের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের বেপরোয়া মনোভাবের এক বড় প্রতিফলন।

এই প্রতিবেদনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পার্নেল বলেন, “বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো দেশের দিকে ঝুঁকে পড়ার দাবিগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা।”

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ৩৮ দিনে ইরানি শাসনের সামরিক সক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং ইতিহাসের অন্যতম সফল নৌ-অবরোধের মাধ্যমে তাদের অবশিষ্ট অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। তিনি আরও যোগ করেন, “মার্কিন সামরিক বাহিনী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লড়াকু শক্তি এবং তাদের অতুলনীয় ক্ষমতা পুরো বিশ্ব দেখছে।”

ওয়াশিংটনে অবস্থিত চীন দূতাবাসকে এ বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ করা হলেও তারা কোনো সাড়া দেয়নি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রতিবেদন চীনের অবস্থান সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য সামনে এনেছে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর কাছে চীনের অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি এতে উঠে এসেছে। তাদের মতে, ইরান সংঘাতের কারণে বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য ধীরে ধীরে চীনের দিকে ঝুঁকছে-এই প্রতিবেদন সেই ধারণাকেই আরও জোরালো করেছে।

সেন্টার ফর অ্যা নিউ আমেরিকান সিকিউরিটির জ্যেষ্ঠ ফেলো জেকব স্টোকস বলেন, “সব মিলিয়ে ইরান যুদ্ধ চীনের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করছে।”

এই প্রতিবেদনের সময়কাল অত্যন্ত সংবেদনশীল, কারণ বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্কের ভারসাম্য আনতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বর্তমানে বেইজিংয়ে কয়েক দিনের বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন।

ইরান যুদ্ধের কারণে গত মার্চে স্থগিত হওয়া এই শীর্ষ সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন ট্রাম্পের প্রতিনিধিরা হরমুজ প্রণালি পুনরায় সচল করা এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ নিরসনে একটি সমাধান খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছেন।

এই সংঘাত নিয়ে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ এবং বিশ্ব অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে দেশের ভেতরে ও বাইরে ট্রাম্পের অবস্থান অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তবে ট্রাম্প এই যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে বেইজিংয়ের চাপের মুখে থাকা বা তাদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বেইজিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আমি মনে করি না ইরান ইস্যুতে আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে। আমরা শান্তিতে হোক বা অন্য কোনোভাবে-যেকোনো উপায়েই এই যুদ্ধে জয়ী হব।”

ট্রাম্প দাবি করেছেন, উপসাগরীয় তেলের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে প্রণালি বন্ধ হওয়া চীনের জন্য একটি বড় সমস্যা। তবে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন এবং তেলের বিশাল মজুতের কারণে চীন এই সংকট কাটিয়ে উঠেছে। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের চীন বিশেষজ্ঞ রায়ান হাস বলেন, “জ্বালানি সংকটের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের পর চীনই বিশ্বের দ্বিতীয় সবথেকে সুরক্ষিত দেশ।”

এই সুবিধাজনক অবস্থান বেইজিংকে বহির্বিশ্বে নতুন মিত্র তৈরিতে সাহায্য করছে বলে হাস মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, “চীন এখন জেট ফুয়েল ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে নিজেকে একটি ‘সমাধানদাতা’ হিসেবে তুলে ধরছে, যা স্বল্পমেয়াদী সংকট কাটাতে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে।”

সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই বেইজিং থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন এবং অন্যান্য দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসেবে তারা এসব দেশের কাছে চীনে উৎপাদিত সবুজ জ্বালানি প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে।

রায়ান হাসের মতে, “এটি কোনো নিছক পরোপকার নয়। বরং বেইজিং এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমেরিকার সঙ্গে তার প্রথাগত মিত্রদের দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করছে।” অতীতে এ ধরণের জ্বালানি সংকটের সময় ওয়াশিংটন বিশ্বজুড়ে প্রতিনিধি পাঠাত এবং সংকট মোকাবিলায় জরুরি বৈঠক ডাকত। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন এ ধরণের কোনো উদ্যোগে আগ্রহ দেখায়নি। হাস বলেন, “এর ফলে যে সুযোগ বা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে, বেইজিং এখন সেটিই পূরণের চেষ্টা করছে।”

সামরিক অস্ত্রের তীব্র সংকট এই যুদ্ধের আরেকটি বড় দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় মিত্রদের ইরানের পাল্টা হামলা থেকে রক্ষা করতে এবং তেহরানের অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা এবং ইন্টারসেপ্টর খরচ করেছে। এগুলোর বেশিরভাগই অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং তৈরি করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

ওয়াশিংটন পোস্টসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, থাড ইন্টারসেপ্টর এবং টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সীমিত মজুতের ওপর এই যুদ্ধের মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। এই পরিস্থিতি তাইওয়ান, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো মিত্রদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তারা এখন ওয়াশিংটনের সামরিক প্রস্তুতি এবং চীনের সম্ভাব্য আক্রমণের সময় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার সক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ছে।

বিশ্লেষক স্টোকস বলেন, “এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শিল্পের দ্রুত অস্ত্র মজুত করার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এবং অস্ত্র সরবরাহে ধীরগতির যে উদ্বেগ আগে থেকেই ছিল, তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।” এটি তাইওয়ানের বেইজিংপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে সে দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির তহবিল আটকে দেওয়ার বা ধীর করার একটি সুযোগ করে দিচ্ছে। উল্লেখ্য, তাইওয়ানের সমর্থকরা বেইজিংকে ঠেকানোর জন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকে অপরিহার্য মনে করেন।

তবে পেন্টাগন মুখপাত্র পার্নেল এই দাবির বিরোধিতা করে বলেন, পেন্টাগনের কাছে একটি বিশাল ও শক্তিশালী অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে এবং দেশ রক্ষা ও যেকোনো শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প সক্ষমতাও তাদের রয়েছে।

অন্যদিকে, এই যুদ্ধ বেইজিংকে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে এক ধরণের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার সুযোগ করে দিয়েছে। এর ফলে এশিয়ায় চীনের নিজস্ব মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জবরদস্তিমূলক আচরণের দিক থেকে বিশ্ববাসীর নজর সরিয়ে নেওয়া বেইজিংয়ের জন্য সহজ হচ্ছে।

স্টোকস মন্তব্য করেন, “চীন এখন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি আগ্রাসী এবং ক্ষয়িষ্ণু একতরফা শক্তি হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। কারণ ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যের রক্তক্ষয়ী ও ব্যয়বহুল যুদ্ধগুলোতে নিজেদের জড়িয়ে ফেলা থেকে কিছুতেই বিরত থাকতে পারছে না।”

ইরানের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

পাওয়া গেছে। ট্রাম্প প্রশাসন শুরু থেকেই দাবি করে আসছে যে, গত এপ্রিলে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার আগেই মার্কিন-ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে ইরানের সামরিক শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে অপ্রকাশিত গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলো বলছে ভিন্ন কথা।

এপ্রিলের শুরুতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন একটি গোয়েন্দা মূল্যায়নের বরাত দিয়ে জানায়, ইরান তাদের ড্রোন সক্ষমতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং উপকূলীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার একটি বড় শতাংশ এখনো টিকিয়ে রেখেছে। এই গোয়েন্দা মূল্যায়নটি ট্রাম্পের সেই সময়ের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ট্রাম্প তখন জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন- “তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎক্ষেপণের ক্ষমতা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের অস্ত্রের কারখানা ও রকেট লঞ্চারগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে। যুদ্ধের ইতিহাসে কোনো শত্রু মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এত স্পষ্ট এবং বিধ্বংসী বড় মাপের ক্ষতির শিকার হয়নি। আমাদের শত্রুরা হারছে।চ

ব্যতিক্রমী আয়োজন ও ফুলেল শুভেচ্ছায় নিউ ইয়র্কে লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল'র 'ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর' শাহ নেওয়াজ সংবর্ধিত

পরিচয় ডেস্ক: : নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের চেয়ারম্যান, সাপ্তাহিক আজকাল এর সম্পাদক, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার-এর সিইও এবং কমিউনিটির সুপরিচিত সমাজসেবী, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টি চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল-এর 'ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর' নির্বাচিত হওয়ায় সংবর্ধিত হয়েছেন।

কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের প্রাণঢালা ফুলেল শুভেচ্ছায় সংবর্ধিত লায়ন শাহ নেওয়াজ বলেন, কমিউনিটির ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। তিনি সবাইকে নিয়ে কমিউনিটিকে আরো এগিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা শাহ নেওয়াজের দীর্ঘদিনের সামাজিক কর্মকাণ্ড, মানবসেবা এবং কমিউনিটির উন্নয়নে তাঁর অসামান্য অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, লায়ন শাহ নেওয়াজ জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সাবেক সভাপতি ও জ্যামাইকা বাংলাদেশী এসোসিয়েশন (জেবিএ)-এর সভাপতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত।

নিউ ইয়র্ক সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে গত সোমবার (১১ মে) সন্ধ্যায় লায়ন শাহ নেওয়াজের সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে এই আনন্দঘন সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। নবগঠিত সংগঠন "নর্থ আমেরিকা এক্সপাট্রিয়েট বাংলাদেশী এলায়েন্স" ছিলো এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও আয়োজক।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইসলামিক টিভির মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক, শাহ নেওয়াজ গ্রুপে কর্মরত

সাংবাদিক ও "নর্থ আমেরিকা এক্সপাট্রিয়েট বাংলাদেশী এলায়েন্স" এর ফরিদ আলম। এছাড়াও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী লায়ন আমেনা নেওয়াজ সহ শাহ নেওয়াজ গ্রুপে কর্মরতদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক লায়ন অনিক রাজ, আবু বকর সিদ্দিকী, বেলাল আহমেদ ও মাহমুদা হাসিন কনা। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব, জ্যামাইকা বাংলাদেশী এসোসিয়েশন (জেবিএ) সহ বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা লায়ন শাহ নেওয়াজকে একজন ভদ্র, অমায়িক, মানবতাবাদী, পরোপকারী সুন্দর মনের মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল-এর মতো আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংগঠনে 'ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর' পদে শাহ নেওয়াজের নির্বাচিত হওয়া শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্যও গর্বের বিষয়। আগামী বছর তিনি গভর্ণর নির্বাচিত হবেন এবং ভবিষ্যতে তিনি ইন্টারন্যাশনাল গভর্ণর নির্বাচিত হয়ে শুধু কমিউনিটি নয় বাংলাদেশের মুখ উজ্জল করবেন বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি লায়ন শাহ নেওয়াজ-এর এই সাফল্যের পিছনে তার সহধর্মীনী শাহ নেওয়াজ গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজের অবদানের কথাও স্বরণ করেন।

অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ তাঁর বক্তব্যে সকলের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও দোয়ার জন্য কৃ তজ্ঞতা প্রকাশ এবং ভবিষ্যতেও মানবসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে নিজেকে আরও বেশি সম্পৃক্ত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিক'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজহারুল হক মিলন, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, বাংলাদেশ লায়ন ডিষ্ট্রিক্ট ৩১৫ বিএ-ওয়ান এর পিডিজি এলএন এম এস শেকিল চৌধুরী, সাইবার বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লায়ন্স ক্লাবের সেক্রেটারী লায়ন নিশান রহীম, পিডিজি তরুহরা চৌধুরী, লায়ন আহসান হাবীব, লায়ন হাসান জিলানী, সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, জ্যামাইকা বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ সভাপতি আহসান হাবীব ও সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট রকী আলিয়ান, শাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহ জে চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নাসির খান পল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জ্যাকব মিল্টন, শাহ নেওয়াজ গ্রুপে কর্মরত

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, আমিন মহেদী, আনিসুল কবীর জাসির, বদরুদ্দোজা সাগর, নওশাদ হায়দার, সালেহ আহমেদ মানিক, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, শাহানাজ সোসেন, লায়ন আব্দুর রশীদ বাবু প্রমুখ। আনন্দমুখর পরিবেশে কেক কাটা, আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, সঙ্গীত, এবং নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এর আগে অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথি খান, কামরুজ্জামান বকুল ও রেশমী মির্জা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শারমিনা সোনিয়া সিরাজ। খবর ও ছবি ইউএনও- র।

আটলান্টিক সিটিতে সেমিনার

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে কোন নতুন ইমিগ্রেশন আইন প্রণয়ন হয়নি, কঠোর প্রয়োগেই গুরুত্ব পাচ্ছে’

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে এখন পর্যন্ত নতুন কোনো ইমিগ্রেশন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। বরং আগে থেকেই বিদ্যমান ইমিগ্রেশন আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োগে যে অব্যবস্থাপনা ছিল, তা দূর করে প্রচলিত আইন কার্যকর করাই ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য। এসব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অতীতে যেসব বিধান কার্যকর করা হতো না, সেগুলো এখন কঠোরভাবে প্রয়োগের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে।’

গত ১২ মে মংগলবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা এবং বেঙ্গল ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনার ও আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা। আটলান্টিক সাগরের তীরে বেঙ্গল ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ইমিগ্রেশন ও পাবলিক চার্জ, বাংলা গণমাধ্যম ও কমিউনিটি এবং আমেরিকায় পর্যটন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

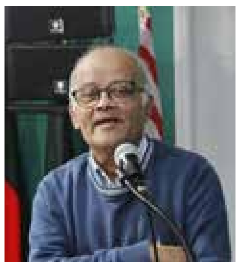

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, একজন অভিবাসী নতুন দেশে আসার পর কী ধরনের সুবিধা-অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারেন, নতুন দেশে আসার জন্য তার কেবল ইমিগ্রেশন আইনের প্রস্তুতিই নয়, অর্থনৈতিক প্রস্তুতিও আছে কি না- এসব বিষয় ইমিগ্রেশন আইন প্রণয়নের সময় বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের কথাও বলা হয়েছে।

তারা আরও বলেন, আমেরিকাকে ইমিগ্রেশনের দেশ বলা হয়। এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রেই আসেন। ফলে এই খাতকে ঘিরে নানা ধরনের অব্যবস্থাপনাও রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিকভাবে ইমিগ্রেশন ইস্যুকে ব্যবহার করা হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে যারা আমেরিকার ইমিগ্রেশন খাতে কাজ করেন এবং অভিবাসীদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলেন, তারা বরাবরই সোচ্চার। অভিবাসীদের জন্য আইন ও নাগরিক সচেতনতা জরুরি এমটা উল্লেখ করে বক্তা বলেন, আমেরিকায় নতুন আসা অভিবাসীদের যেমন ইমিগ্রেশন আইন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, তেমনি এ দেশের নাগরিক আইন সম্পর্কেও সচেতন না হলে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি নাগরিক সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অনুষ্ঠানে বাংলা সংবাদমাধ্যম ও কমিউনিটি প্রসঙ্গে আলোচকরা বলেন, একটি কমিউনিটি নানা অনুষঙ্গ ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিকাশ ও নির্মাণে বাংলা সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় দেশে দেশে বাংলা সংবাদমাধ্যম যে অবদান রেখে চলেছে, আজ সময় এসেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেই অবদানের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার। বক্তারা বলেন, দেশের বাইরে বাংলাদেশিদের ঐক্য, সংহতি এবং অগ্রযাত্রার অন্যতম প্রতীক বাংলা সংবাদমাধ্যম। তাই নিজেদের স্বার্থেই কমিউনিটিকে এই সংবাদমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখতে হবে। পর্যটনের শহর আটলান্টিক সিটিতে দাঁড়িয়ে আলোচকরা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে পর্যটন বিনিময় আরও জোরদার করতে প্রবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। তাদের মতে, প্রবাসীরা দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সেতুবন্ধন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। অনুষ্ঠানে আলোচক, লেখক, সাংবাদিক এবং কমিউনিটির সদস্যদের স্বাগত জানান প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন এবং বেঙ্গল ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলী চৌধুরী তান্নু। সেমিনার ও আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন প্রবীণ সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, লেখক-সাংবাদিক শেলী জামান খান, সাংবাদিক সুব্রত চৌধুরী, আটলান্টিক সিটি বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট আকবর হোসেন, সেক্রেটারি মোহাম্মদ মোহাম্মদ শাহীন, পাপলু চৌধুরী,রওশন হক, রোকেয়া দীপা, ভায়লা সালিনা, কাজল বারাই,ফেরদৌস ইসলাম,আজিজুল ইসলাম ফেরদৌস, মনির হোসেন, লিখন কাজী,হেলাল হাসান,শাহরু রেজা চৌধুরী,বাদল বারাই,অপরাজিতা সরকার,আরিফ লিমন,মামুন ইসলাম,আনিসুর রহমান,অপরাজিতা সরকার, রাশিদা আখতার, ফারমিস আখতার, মাহে আলম জেমস, আবু সাঈদ, মাসুম বাউলসহ আরও অনেকে।

নিউইয়র্কে ফরিদুর রেজা সাগরকে বায়োস্কপ ফিল্মসের সম্মাননা, মুক্তি পেল রায়হান রাফি পরিচালিত সিনেমা ‘প্রেশার কুকার’

পরিচয় ডেস্ক: বাংলা চলচ্চিত্রকে উত্তর আমেরিকার দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে রাজ হামিদ ও নওশাবা রুবনা রশীদের বায়োস্কপ ফিল্মস। প্রতিষ্ঠানটির ৫৪তম চলচ্চিত্র পরিবেশনা হিসেবে গত শুক্রবার ১৫ মে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিরয়েছে রায়হান রাফি পরিচালিত সিনেমা ‘প্রেশার কুকার’।

গত ১৫ মে নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেনস সিনেমায় চলচ্চিত্রটির প্রিমিয়ার শোর আয়োজন করা হয়। আর এই বিশেষ আয়োজনেই বাংলা চলচ্চিত্রে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননা জানানো হয় বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব চ্যানেল আই ও ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ফরিদুর রেজা সাগরকে।

অনুষ্ঠানে বায়োস্কপ ফিল্মসের অন্যতম কর্ণধার নওশাবা রুবনা রশীদ সম্মাননা তুলে দেন ফরিদুর রেজা সাগরের হাতে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ‘প্রেশার কুকার’-এর নির্মাতা রায়হান রাফি, কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, শহীদুল আলম সাচ্চু-সহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে সান ফ্রান্সিসকো থেকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দিতে গিয়ে বায়োস্কপ ফিল্মসের অপর অন্যতম কর্ণধার রাজ হামিদ বলেন, আমাদের প্রদর্শিত ৫৪টি চলচ্চিত্রের অধিকাংশের সঙ্গেই সাগর ভাই কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রায় তার অবদান অনস্বীকার্য। তাই তাঁকে এই বিশেষ সম্মাননা জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত।

সম্মাননা গ্রহণ করে ফরিদুর রেজা সাগর বলেন, বাংলা সিনেমাকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছেন রাজ হামিদ ও রুবনা রশীদ। কাজটি মোটেও সহজ নয়, বরং অনেক চ্যালেঞ্জের। সেই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্মাননা পাওয়া আমার জন্য আনন্দের ও গর্বের।

তিনি আরও বলেন, আমি চাই বায়োস্কপ ফিল্মস আরও বড় পরিসরে এগিয়ে যাক এবং বাংলা চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও শক্তভাবে তুলে ধরুক।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে জেএফএম রাসেল পুনর্নির্বাচিত, নতুন সেক্রেটারি মাসুদ রানা তপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১২ মে মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কের কুইন্সের উডসাইডে অবস্থিত গুলশান টেরেস পার্টি হলে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের ২০২৬২০২৭ লায়ন্স বর্ষের নির্বাচনে বিপুল ভোটে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন লায়ন জেএফএম রাসেল। সেক্রেটারি পদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন লায়ন মাসুদ রানা তপন। ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর অন্যতম বৃহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ এই ক্লাবে বর্তমান সভাপতি জেএফএম রাসেল পুনরায় নেতৃত্বের দায়িত্ব পেলেন। তিনি এর আগে এক মেয়াদে সভাপতি, দুই মেয়াদে সেক্রেটারি, দুই মেয়াদে মেম্বারশিপ চেয়ারম্যান এবং দুই মেয়াদে জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে, নবনির্বাচিত সেক্রেটারি মাসুদ রানা তপন গত দুই মেয়াদে ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
১২ মে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে রাত ১০টা ১৫ মিনিটে শেষ হয়।
দীর্ঘ সময় ধরে চলার পর ভোর ৫টার দিকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ। নির্বাচনের ফলাফলে প্রেসিডেন্ট পদে লায়ন জেএফএম রাসেল ১২৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লায়ন মোহাম্মদ হাসান জিলানী পান ৮৭ ভোট।
সেক্রেটারি পদে লায়ন মাসুদ রানা তপন ১৩৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী লায়ন গোলাম এন হায়দার মুকুট পান ৭৭ ভোট। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন লায়ন মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১১৫ ভোট) এবং লায়ন মোহাম্মদ জসিম (১০০ ভোট)।
জয়েন্ট সেক্রেটারি (এডমিন) পদে ১১৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন লায়ন মোহাম্মদ এবি সিদ্দিক। অর্গানাইজিং সেক্রেটারি পদে ১২৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন লায়ন তমাল হোসেন।
ডিরেক্টর পদে ১৯ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে ১৫ জন নির্বাচিত হন। সর্বোচ্চ ১৭৪ টি ভোট পেয়ে ১ নং ডিরেক্টর নির্বাচিত হয়েছেন লায়ন মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। অপর নির্বাচিত ডিরেক্টররা হলেন- লায়ন নার্গিস রহমান, লায়ন শাহ জে চৌধুরী, লায়ন শাহনাজ হোসেন, লায়ন আবুল কাশেম চৌধুরী, লায়ন কৃষ্ণা খান তিথি, লায়ন বেলাল আহমেদ, লায়ন মো: সুমন মাহমুদ, লায়ন মোহাম্মদ এ. জামান, লায়ন ডেইজি ইয়াসমিন, লায়ন আরিফ চৌধুরী, লায়ন মোহাম্মদ হোসেন আজাদ, লায়ন আসাদুর রহমান, লায়ন এটিএম হেলালুর রহমানএবং লায়ন শাহ শহিদুল হক। ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ২০আর-২ এর ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর লায়ন আসেফ বারী এবং ফার্স্ট ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর (ইলেক্ট) লায়ন শাহ নেওয়াজ উভয়েই এবারের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।
এর আগে ৬ মে বুধবার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিনে কোষাধ্যক্ষ পদে একমাত্র প্রার্থী এএসএম উদ্দিন পিন্টুকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষনা করা হয়েছিল। সেদিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরো যারা নির্বাচিত হয়েছেন,তারা হলেন: ফার্ষ্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (প্রজেক্ট) পদে লায়ন মোস্তফা অনিক রাজ, মেম্বারশীপ চেয়ার পদে লায়ন মোহাম্মদ নওশাদ হায়দার, ক্লাব সার্ভিস চেয়ার পদে লায়ন মোহাম্মদ জাকির হোসেন,প্রেস সেক্রেটারি পদে লায়ন রেদোয়ানা রাজ্জাক সেতু, জয়েন্ট ট্রেজারার পদে লায়ন চৌধুরী মো: আজিজ,টেইল টুইস্টার পদে লায়ন জাহাঙ্গীর জয়, লায়ন টেমার পদে লায়ন তৌহিদুল ইসলাম, এলসিআইএফ কো-অর্ডিনেটর পদে লায়ন আব্দুর রশীদ বাবু, মার্কেটিং চেয়ার পদে লায়ন বদরুদ্দোজা সাগর।
প্রসঙ্গত, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির অন্যতম সেরা ও সম্মানজনক ক্লাব হিসেবে পরিচিত। ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর ৫১টি ক্লাবের মধ্যে সদস্য সংখ্যার দিক থেকে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সেবামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ক্লাব। গত বছর ক্লাবটি স্থানীয় কমিউনিটি ও দেশের বাইরে মানবসেবামূলক কার্যক্রমে ২ লক্ষ ডলারেরও বেশি সেবা প্রদান করেছে।
নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লায়ন জেএফএম রাসেল এবং সেক্রেটারি লায়ন মাসুদ রানা তপন বলেন, আমরা সকল লায়ন্স সদস্যকে একটি পরিবারের মতো নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই। আমাদের মূল লক্ষ্য হবে কমিউনিটি, অসহায় মানুষ এবং দেশের বাইরের দরিদ্র মানুষের সেবায় আরও বড় পরিসরে কাজ করা। আমরা এই ক্লাবকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই এবং আগামী বছরকে আরেকটি ঐতিহাসিক বছরে পরিণত করতে চাই।
নবনির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারি একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও ঐতিহাসিক নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন, নির্বাচিত কমিটি এবং সকল সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।
নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেছেন চিফ ইলেকশন কমিশনার লায়ন আমেনা নেওয়াজ। তার সঙ্গে কমিশনার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন লায়ন মুহাম্মদ সাঈদ, লায়ন রকি আলিয়ান , লায়ন মোহাম্মদ আলী এবং লায়ন নুরুল আজিম। নির্বাচন কমিশনকে সহযোগীতা করছেন নির্বাচন কমিশন উপদেষ্টা সিনিয়র লায়ন একেএম ফজলুল হক।
ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী ও পরাজিত প্রার্থীরা একে অপরকে অভিনন্দন জানান এবং
সবাই ক্লাব ও বৃহত্তর কমিউনিটির উন্নয়নে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২২-২৫ মে : সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন

২৫টির বেশি স্টলে থাকবে ৫ হাজারের বেশি নতুন বই

পরিচয় ডেস্ক: : 'যত বই তত প্রাণ' স্লোগানে বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও নিউইয়র্কে আয়োজিত হচ্ছে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। আগামী ২২ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত অর্থাৎ চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য এবারের বইমেলা হচ্ছে ৩৫তম বাংলা বইমেলা। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে সিটির কুইন্সের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে। মেলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বৃহত্তম মিলনমেলা এবারের বইমেলার উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় কথ াসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ রেহমান সোবহান। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন অধ্যাপক ড. রওনক জাহান, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও শিশু সাহিত্যিক ফরিদুর রেজা সাগর, আমেরিকান কবি বব কোলম্যান, ভারতীয় কবি সুবোধ সরকার, বাংলাদেশের লেখক ফারুক মঈনউদ্দীন, সাংবাদিক তৌফিক ইমরোজ খালিদী, বিজ্ঞানী ও লেখক দীপেন ভট্টাচার্য এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিক সাদাত হোসাইন। ইতিমধ্যেই অনেক অতিথি নিউইয়র্কে এসে পৌছেছেন। মেলার ২৫টির বেশি স্টলে থাকবে ৫,০০০ এর বেশী নতুন বই। বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে গত ১০ মে রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ৩৫তম বইমেলার আহ্বায়ক বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ড. নজরুল ইসলাম, মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, সিইও বিশ্বজিত সাহা, উপদেষ্টা গোলাম ফারুক ভূইয়া, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ড. ওবায়দুল্লাহ মামুন ও রাব্বানী ভুঁইয়া। সংবাদ সম্মেলনে প্রবাসী কয়েকজন লেখকও উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা শুধু একটি বইয়ের বাজার নয়, এটি বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বাঙালীর আত্মপরিচয়ের এক অনন্য উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পৌঁছে দিতে এই আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এবারের মেলায় বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের ২৫টির বেশি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। মেলার স্টলে থাকছে ৫,০০০ এর বেশী নতুন বই। মেলায় বাংলাদেশ, কানাডা আর ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রথিতযশা লেখক, প্রকাশক ও সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করবেন। মেলার উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, লেখক-পাঠক আড্ডা, একাধিক সেমিনার ও সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, বিতর্ক, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে থাকবে শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন ও বাংলা লিখন প্রতিযোগিতা। ২২ মে শুক্রবার বিকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা এবং ২৩-২৫ মে, শনি রবি ও সোমবার সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলবে।

নিউইয়র্কে প্রায় একই সময়ে একাধিক বাংলা বইমেলা আয়োজন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে আয়োজকরা জানান, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা এখন সর্বজনীন আর স্বীকৃত বইমেলায় পরিণত হয়েছে। আর কেবল কোনো নাম ব্যবহার করে অনুষ্ঠান করলেই সেটি বইমেলা হয়ে যায় না। একটি বইমেলায় কয়টি বইয়ের স্টল স্থান পায় সেটিও দেখার বিষয়। বইমেলার একটি ঐতিহ্য, ব্যাপ্তি এবং দায়বদ্ধতা রয়েছে। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ৩৫ বছরের এই অগ্রযাত্রায় প্রবাসী বাংলা গণমাধ্যম সহ সবার অবদান রয়েছে। মিডিয়ার সহযোগিতার কারণেই বইমেলাটি আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে আয়োজকরা জানান, বিগত বছরগুলো ধরে বইমেলার ব্যয় লসেই (মাইনাস) থাকছে। তারপরও অনেকের সহযোগিতায় আমরা মেলা সফল করতে পারছি।

আয়োজকরা জানান, বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হবে একটি তথ্যবহুল স্মারকগ্রন্থ, যেখানে থাকবে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং প্রবাসী বাঙালীর নানা অর্জনের দলিল। মেলাটি সফল করতে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন আয়োজকরা। খবর ইউএনএ-র

প্রবাসে বাংলা নববর্ষ উদযাপনে নিউ ইয়র্কে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাইয়ের ব্যতিক্রমী আয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপন করেছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউ.এস.এ। গত ১৬ মে ২০২৬, শনিবার, নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড এর ওয়ান্টাগ পার্কে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈশাখী উৎসব ১৪৩৩।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই ও তাদের পরিবারবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানস্থল পরিণত হয় এক উৎসবমুখর মিলনমেলায়। বৈশাখী শাড়িতে সজ্জিত নারীদের স্নিগ্ধ ও ছন্দময় পদচারণায় উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে রঙিন ও আনন্দময়। গ্রামীণ বাংলার লোকজ হস্তশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী উপকরণ দিয়ে সাজানো হয় পুরো উৎসবস্থল, যা প্রবাসে এক টুকরো বাংলার আবহ তৈরি করে। উৎসবে আগত অংশগ্রহণকারীরা পাঞ্জাবি, শাড়ি ও বৈশাখী পোশাকে সজ্জিত হয়ে নববর্ষের আয়োজনকে আরও রঙিন ও উৎসবমুখর করে তোলেন। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, দেশীয় খাবারের আয়োজন এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম। খাবারের আয়োজনে ছিল পান্তা-ইলিশ, নানান ধরনের বাঙালি ভর্তা, পিঠা-পুলি, ফুচকা, চটপটি এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন ও দেশীয় মিষ্টি, যা অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দের সৃষ্টি করে।

অধরা ও মিহিরের সাবলীল উপস্থাপনায় বৈশাখের ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাজানো এ অনুষ্ঠানে ছিল আবৃত্তি,

সংগীত, লোকজ পরিবেশনা এবং নান্দনিক সাংস্কৃতিক আয়োজনের এক মনোমুগ্ধকর সমাহার। মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বে ফুটে ওঠে বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শেকড়ের আবেগঘন প্রকাশ, যা প্রবাসের পরিবেশেও এক স্বদেশি আবহ তৈরি করে। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা প্রতিটি পরিবেশনা উপভোগ করেন গভীর মনোযোগ ও আবেগের সাথে, যা পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে উৎসবের পরিবেশকে আরও সুন্দর ও উপভোগ্য করে তোলে। সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন নিষাদ, শাওন, পাপীমনা, সজল রায় ও তানভীর শাহীন। শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হন এবং পুরো উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে আরও প্রাণচঞ্চল ও আনন্দমুখর।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অ্যালামনাইদের "টিকাটুলি" গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা এবং সালসাবিল আশরাফের কোরিওগ্রাফিতে ফ্ল্যাশ মবের চমৎকার উপস্থাপনা। এই পরিবেশনা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে এবং পুরো আয়োজনে যোগ করে ভিন্নমাত্রার আনন্দ ও উৎসবের আমেজ।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে কর্নফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক-এর সিইও মোহাম্মদ হাসেম বলেন, এই ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের সাথে তিনি সবসময় সম্পৃক্ত থাকতে আগ্রহী এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজনকে সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এমন উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে বাঙালি পরিচয় ও সংস্কৃতির চর্চা ছড়িয়ে দিতে এসব আয়োজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনুষ্ঠানের স্পন্সরা হলেন - কর্নফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক, টেকস্পার্কস সলিউশনস্, জেক্স এক্স স্টাফিং, প্রোটেক ওয়ার্ল্ড এবং ট্রিবিউন ট্রেনিং একাডেমি।

অনুষ্ঠানস্থল বৈশাখী আবহে সাজিয়ে তোলেন সৈয়দ ইর্তেজা মোঃ মঈনউদ্দিন, আনিকা তাবাসসুম খান, শাহ ফারহান রাব্বানী, ফারাহ নাজ রাশিদ আরেফিন, রেহনুমা ঝলক এবং নাবিলা তুষ্টি। তাদের সৃজনশীল পরিকল্পনা ও নান্দনিক উপস্থাপনায় পুরো প্রাঙ্গণটি রূপ নেয় এক খাঁটি বৈশাখী উৎসবের পরিবেশে।

প্রাঙ্গণজুড়ে ফুটিয়ে তোলা হয় গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্যবাহী উপাদান-রঙিন আলপনা, বাঁশ-বেতের কারুকাজ এবং লোকজ নকশা। প্রবেশপথ থেকে মঞ্চ পর্যন্ত প্রতিটি অংশেই ছিল বৈশাখের প্রাণচাঞ্চল্য ও লোকজ সংস্কৃতির ছোঁয়া। রঙিন সাজসজ্জা, আলো-সজ্জা ও শৈল্পিক বিন্যাসের মাধ্যমে পুরো আয়োজনটি হয়ে ওঠে প্রবাসে এক টুকরো বাংলার প্রতিচ্ছবি। এতে অংশগ্রহণকারী দর্শনার্থীরা যেন নিজ দেশের শেকড়ের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হওয়ার অনুভূতি পান।

পুরো আয়োজনটি সুষ্ঠু ও নান্দনিকভাবে সমন্বয় করেন জুলহাস ইউ আহমেদ, তামজিদ আহমেদ, আফজাল চৌধুরী ইমন, নিয়ামুল আরেফিন এবং শিহাবউদ্দিন চৌধুরী। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনায় অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত সুসংগঠিত ও সফল। অনুষ্ঠানে আয়োজকরা উপস্থিত সকল অতিথি, অংশগ্রহণকারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি আগামীতে আরও বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠানের ঘোষণাও দেন তারা।

অনুষ্ঠানে ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন তামিম ঢালী। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় পুরো আয়োজনের বিশেষ মুহূর্তগুলো সুন্দরভাবে ক্যামেরায় ধারণ করা হয়। এছাড়া সাউন্ড সিস্টেমের দায়িত্বে ছিলেন তানভীর শাহীন। তার দক্ষ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানের প্রতিটি পরিবেশনা হয়ে ওঠে আরও আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য।

উল্লেখ্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এই সংগঠন ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অ্যালামনাইদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পেশাগত নেটওয়ার্কিংয়ের এক সুদৃঢ়, সুসংগঠিত ও অর্থবহ বন্ধন গড়ে তুলেছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির মতবিনিময় সভা “সংবর্ধনা সভায়” পরিণত

অতীতের ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে

- নিউ ইয়র্কে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: : বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় শ্রম ও কর্ম সংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী অতীতের ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির নতুন বাংলাদেশ গড়তে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করে বলেছেন, নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুন সরকার নতুন বাংলা গড়তে কাজ শুরু করেছে। সিলেট সহ দেশব্যাপী আগামী তিন মাসের মধ্যে মহাসড়ক, রেলপথ ও বিমানবন্দর সহ সকল পর্যায়েই সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড দৃশ্যমান হবে। মন্ত্রী বলেন, আমি একসময় প্রবাসী ছিলাম, দেশের প্রধানমন্ত্রীও দীর্ঘদিন প্রবাসী ছিলেন, তাই প্রবাসীদের সমস্যা আমরা জানি-বুঝি। সরকার প্রবাসীদের সমস্যার সমাধানে সাধ্যমত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদেরকে ‘প্রবাসী কার্ড’ প্রদান ছাড়াও প্রবাসী মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন করা হবে এবং সেই সেলে প্রবাসীদের ইমেইল থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এজন্য যুগ্ম সচিব পর্যায়ের উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে মন্ত্রনালয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। থাকবে হটলাইন-এর ব্যবস্থা।

সিটির উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে রোববার (১০ মে) সন্ধ্যায় এর সভার আয়োজন করা হয়। সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভাটি বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রবাসী মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সংবর্ধিত করায় মতবিনিময় সভাটি কার্যত সংবর্ধনা সভায় পরিণত হয়।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান শুরুর পর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় সভা মঞ্চে উপবিষ্ট থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য যথাক্রমে কাজী আজহারুল হক মিলন, আজিমুর রহমান বোরহান, আব্দুর রহিম হাওলাদার, কাজী আজম, আহসান হাবীব, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আতরাউল আলম ও নাইম টুটুল, সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া, ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান ও আজমল হোসেন কুনু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান ও রানা ফেরদৌস চৌধুরী।

এ ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান বাবলুর হোসেন বাবুল, সোসাইটির সাবেক ট্রাষ্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম, এনআরবি’র চেয়ারপার্সন সেকিল চৌধুরী, সোসাইটির নির্বাচন কমিশনার ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সোসাইটির সহ সভাপতি কামরুজাজামান কামরুল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, ফোবানা’র সাবেক চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এম এ বাসেত, সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ’র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আমিন মেহেদী, খামার বাড়ী সুপার মার্কেটের অন্যতম পরিচালক আব্দুর রহমান বিশ্বাস, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আবু সাঈদ আহমদ, এম এ বাতেন, সাইফুর খান হারুন, সোসাইটির কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়াদী ও হারুন অর রশীদ চেয়ারম্যান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে কর্মকর্তারা প্রথমে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং মন্ত্রীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। এছাড়াও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র, সিলেট এমসি কলেজ এসোসিয়েশন, গোলাপগঞ্জ সোসাইটি, প্রবাসী আইন সুরক্ষা কমিটি, কামাল স্মৃতি পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে স্ব স্ব সংগঠনের কর্মকর্তারা মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এর আগে সভার শুরুতে সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ

সোসাইটির ্কটি অরাজনৈতিক সংগঠন, সকল প্রবাসীদের সংগঠন। তিনি সভাটি সুন্দর করার জন্য সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা এবং সভায় কোন রাজনৈতিক বক্তব্য না দেওয়ার জন্য বক্তাদের প্রতি অনুরোধ জানান। এরপর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সংক্ষেপে বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তীসহ দীর্ঘ সময়ে কমিউনিটির কল্যাণে সোসাইটির কার্যক্রম ও ভূমিকা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ৯ দফা সম্বলিত দাবী ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। সভায় বক্তারা সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিণত করা সহ সকল বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানী বন্ধ ও জানমালের নিরাপত্তা, ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা রুট চালু, প্রবাসীদের মরদেহ সরকারী ব্যয়ে দেশে নেয়া, বিনিয়োগের পরিবেশ সহ অর্থের নিশ্চয়তা, দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রদান, বসুন্ধরা গ্রুপসহ বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানির স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ ও প্লট বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবী মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। সভায় বাবলুর হোসেন বাবুল তার বক্তব্যে বলেন, আমি যখন সিলেট পৌরসভার চেয়ারম্যান তখন আরিফুল হক চৌধুরী ১০ম শ্রেনীর ছাত্র। তিনি কর্মী থেকে জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন। পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার থেকে এমপি-মন্ত্রী হয়েছেন, মানুষের নেতায় পরিণত হয়েছেন। এ আমাদের শিক্ষার রয়েছে। তিনি সিলেটবাসীদের গর্ব। আমার জীবনের ৬০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি কারো সংবর্ধনা সভায় যাইনি। কিন্তু আজকের সভায় আমি লক্ষ লক্ষ সিলেটবাসীদের পক্ষ থেকে আরিফুল হক চৌধুরীকে ‘সিলেট রত্ন’ হিসেবে প্রস্তাব করছি। তার এই প্রস্তাব উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা করতালির মাধ্যমে সমর্থন জানান।

সভায় মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাত্র আইড়াই মাস হলো বিএনপি সরকার ক্ষমতায়। ইতিমধ্যেই আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবয়ন শুরু হয়েছে। বিশ্ব পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আমরা প্রবাসীদের মরদেহ দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কে মুনা'র মিডিয়া ও সাহিত্য কর্মশালায় আলোচকবৃন্দ

একজন মিডিয়া কর্মী আজীবন শিক্ষার্থী হতে হবে

পরিচয় ডেস্ক : মিডিয়া জগত প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই এখানে টিকে থাকতে হলে আপনাকে একজন 'লাইফ লং লার্নার' বা আজীবন শিক্ষার্থী হতে হবে। সৃজনশীলতা এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠাই হবে একজন মিডিয়া কর্মীর মূলশক্তি। গত ১০ মে মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন মিডিয়া ও কালচারাল বিভাগের কর্মশালায় এসব কথা বলেন এমসিটিভি ইউএস'র সিইও ও প্রেসিডেন্ট প্রবীণ সাংবাদিক কাজী শামসুল হক। মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কুরআন একাডেমী ফর ইয়ং স্কলার (কাফিস) জ্যামাইকা শাখার হলরুম মিলনায়তনে।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মুনা ন্যাশনাল এসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর (মিডিয়া ও কালচারাল) আনিসুর রহমান গাজী। মূল প্রবন্ধ পেশ করেন এমসিটিভি ইউএস'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও প্রবীণ সাংবাদিক কাজী শামসুল হক। বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা: ওয়াজেদ এ খান, নাহারের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ডা: আতাউল হক ওসমানী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এডভোকেট আবুল হাশেম।

কাজী শামসুল হক গণমাধ্যম কি? এর শ্রেণি বিভাগ, প্রধান কার্যাবলী, ইকোনমিক্স কনভারজেন্স, বর্তমান বিশ্বের প্রভাব ও চ্যালেঞ্জের এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, মিডিয়া এখন আর শুধু খবর দেওয়ার মাধ্যম নয়, এটি মানুষের চিন্তাচেতনা, সংস্কৃতি এবং বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রযুক্তির বিবর্তনের সাথে সাথে এর রূপ পাল্টালেও এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সত্যের প্রকাশ ও জনকল্যাণ। তিনি বলেন, মিডিয়া জগত প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই এখানে টিকে থাকতে হলে আপনাকে একজন 'লাইফ লং লার্নার' বা আজীবন শিক্ষার্থী হতে হবে। আপনার সৃজনশীলতা এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠাই হবে আপনার মূলশক্তি।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু বলেন, কৃষ্টি বা সংস্কৃতির মূলেই সাহিত্য। সাহিত্যকে অবলম্বন করেই সাধারণত সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা। সংগীত, নাটক, অভিনয়, চিত্র শিল্প, এমনি সংস্কৃতির আরো যত রকম রূপ আছে সব কিছুর মূল উৎস ও প্রেরণা সাহিত্য। মানুষের চেহারার মত প্রতিটি মানুষের মনের স্বরূপও স্বতন্ত্র। যে কোনো মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে প্রতিফলিত হয় মনের গতি-প্রকৃতি। প্রতিভা ও ভাষার প্রাঞ্জলতার লক্ষ্যে প্রচুর পরিমান সাহিত্য পড়তে হয়। তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় চরিত্র ও প্রতিভা এখনো সেভাবে আমাদের সাহিত্য-শিল্পের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তেমন প্রতিফলিত হয় নি, ফুটে ওঠে নি। তাই আমাদের শিল্পী, সাহিত্যিক ও সব শ্রেণীর সংস্কৃতি-সেবীদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং আরো একনিষ্ঠভাবে কঠোর সাধনায় করতে হবে।

ডা: ওয়াজেদ এ খান বলেন, কমিউনিটি সাংবাদিকতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবে সিরিয়াস কনটেন্টের ব্যাপারে পাঠকদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। স্থান-কাল পাত্রভেদে পাঠকদের পরিবর্তনশীল চাহিদা পুরণে একজন সাংবাদিক বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। বিবেকনির্ভর সাংবাদিকতাই সময়ের দাবী। একজন সংবাদকর্মী জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠুক এই প্রত্যাশা করছি।

ডা: আতাউল হক ওসমানী সুরা লোকমানের ৬-আয়াত উল্লেখ করে বলেন, মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ জায়েয নয়, যা মানুষকে তাদের দীনী দায়িত্ব পালন থেকে গাফেল করে তোলে। খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কাজ কেবল এমনটাই জায়েয, যাতে দেহ-মনের কোন ব্যায়াম হয়, ক্লান্তি দূর হয়, যা দ্বারা কারও কোন ক্ষতি হয় না এবং যার ফলে মানুষ তার দীনী দায়িত্ব পালন থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে না।

স্বাগত বক্তব্যে আনিসুর রহমান গাজী বলেন, গণমাধ্যম হলো জাতীয় জীবনের আয়না। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সত্য ও স্বাধীন সংবাদ প্রকাশ এবং পরিবেশন করা ইবাদত। কারও আজ্ঞাবহ বা পক্ষ নিয়ে অসত্য ও অন্যায় সংবাদ প্রকাশ করা নিন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। তিনি বলেন, ইসলামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। তবে মতপ্রকাশ করতে গিয়ে জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করা যাবে না। কারও সম্মানে আঘাত হানা যাবে না।

সভাপতির বক্তব্যে মমিনুল ইসলাম মজুমদার বলেন, বস্তুনিষ্ঠ মিডিয়া, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল, নান্দনিক এবং নৈতিকতা সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা সম্ভব। ইসলাম দিয়েছে এক অনুপম আদর্শ সংস্কৃতি। তাওহিদি ঈমান এর উজ্জীবনী শক্তি। আত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতা এর প্রাণ। ইসলামি সংস্কৃতির এই অন্তর্গত সৌন্দর্যই তার ব্যবহারিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রবর্তক।

কর্মশালার শুরুতে কুরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করেন কবি ও সাহিত্যিক নাসির উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া উপস্থিত সকলে পরস্পর পরিচিতির মাধ্যমে নিজেদের স্বরচিত কবিতা, ইসলামিক গান ও লেখা তুলে ধরেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে 'জমজম ট্রাভেল ইউএস' ও 'রওয়াফ মিনা'র হজযাত্রীদের সেমিনার অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে হজযাত্রীদের সঠিক নিয়ম ও প্রস্তুতির বিষয়ে ধারণা দিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকেল পাঁচটায় জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে 'জমজম ট্রাভেল ইউএস' ও 'রওয়াফ মিনা'। সেমিনারে হজের ধর্মীয় বিধান, ইহরাম বাঁধার নিয়ম এবং মক্কা-মদিনায় অবস্থানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

আয়োজকেরা জানান, হজযাত্রীরা যাতে কোনো প্রকার বিড়ম্বনা ছাড়াই নির্বিঘ্নে তাদের ইবাদত সম্পন্ন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে হজের সফরকালীন স্বাস্থ্যবিধি এবং সৌদি আরবের বর্তমান নিয়মকানুন সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হয়।

সেমিনারে জমজম ট্রাভেলের চেয়ারম্যান মাহবুব আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোহিদ মাহবুব মুন্না, মুফতি ইসমাঈল, মুফতি আব্দুস সামাদ, মুফতি মুনসুরুল হক, গাইড আলী আকবর বাপ্পি, আতাউর আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে কুরআন-হাদীসের আলোকে পবিত্র হজ্বের ফজিলত, বিধিবিধান ও হজ্ব পালনের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেমিনারে বলা হয়, হজ্ব একাধারে দৈহিক, আর্থিক ও আত্মিক ইবাদত। সম্পদশালী, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার হজ্ব আদায় করা ফরজ। কবুল হজের একমাত্র পুরস্কার সুনিশ্চিত জান্নাত।

সেমিনারে বলা হয়, নামাজ আদায় করা, রোজা রাখা, তাওয়াফ করা যেমন ইবাদত, তেমনি মহব্বতের সঙ্গে আল্লাহর ঘরের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাও ইবাদত। হাজরে আসওয়াদকে চুম্বনের মধ্য দিয়ে হজ্ব শুরু এবং শেষ হয় বাইতুল্লাহর তাওয়াফের মধ্য দিয়ে। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহিমের পাশে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা হজ্বের এক বিধান। জমজমের সুধা পান করে সিক্ত হন হাজিরা। মা হাজেরার পুণ্যস্মৃতি ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়, মক্কা থেকে মিনা, মিনা থেকে আরাফার অবস্থান, আবার আরাফা থেকে মুজদালিফা হয়ে মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানি করে মক্কা ফিরে আসা হজ্বের কাজ। সব শেষে নবীজীর রওজা শরিফ জেয়ারত।

অ্যাটিক/ATTIC ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রংক্সের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (6 Train line) থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেস সহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।

১ বেডরুম | ১ বাথরুম | কিচেন | লিভিং স্পেস | ডাইনিং স্পেস

যোগাযোগ
347-479-9876

গঙ্গার প্রবাহ রক্ষার সংগ্রামে ভাসানীর ফারাক্কা লংমার্চ এখনো প্রাসঙ্গিক -আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি)

পরিচয় ডেস্ক: ১৬ মে ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ দিবস। ১৯৭৬ সালের এই দিনে মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ভারত কর্তৃক গঙ্গা নদীর পানি একতরফা প্রত্যাহারের প্রতিবাদে রাজশাহী থেকে চাপাই-নবাবগঞ্জের কানসাট সিমান্ত পর্যন্ত এই গণসমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশের মানুষের পানি অধিকারের দাবী জনসমক্ষে তুলে ধরেন। লংমার্চের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকার গঙ্গার পানি সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন করেন। এবং তার প্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালের গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবছর ডিসেম্বরে ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত ৩০ বছর মেয়াদি গংগা পানি চুক্তি তামাদি হবে।

আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি)-এর নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, এবার লংমার্চ দিবসের শপথ হবে বর্তমান চুক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে ডিসেম্বরের আগেই সংশোধনীসহ চুক্তি নবায়ন বা নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য জনমতের চাপ গড়ে তোলা।

ফারাক্কার উজানে ইতিপূর্বে নির্মিত বিভিন্ন বাঁধ থেকে উত্তোলিত পানি ব্যবহারের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত না করায় ১৯৯৬ সালের চুক্তিটি ট্রুটিপূর্ণ ছিল। এক সমীক্ষায় দেখা যায় এর ফলে বাংলাদেশের পানি প্রাপ্তি এই মেয়াদে শতকরা ৩০ ভাগ কম ছিল। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম বছরে (১৯৯৭) বাংলাদেশে গঙ্গার পানি প্রবাহ ৩৫,০০০ কিউসেকের স্থলে প্রায় ৬,০০০ কিউসেকে নেমে এসেছিল। উজানে বেহিসেবে পানি ব্যবহার করলে ফারাক্কায় পানি নাও আসতে পারে। এই শঙ্কার কথা বাংলাদেশের পরিবেশবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথেই জানিয়েছিলেন।

গঙ্গার পানির বিষয়ে এখন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। শুস্ক মওসুমে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে তিস্তা নদীর পানি গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিগত দুই যুগ ধরে। বাস্তবায়িত হচ্ছে ভারতের আন্তনদী সংযোগ পরিকল্পনা। বাদবাকি ৫২টি যৌথ নদীর উজানেও বাঁধ বা জলাধার নির্মান করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের প্লাবন ভূমিতে এখন আর বার্ষিক প্লাবন আসেনা। অন্যদিকে তিস্তা অববাহিকায় প্রতিবছর এবং মেঘনা অববাহিকায় নিয়মিত ধংসাত্মক বন্যা নেমে আসে।

এদিকে গঙ্গা ও তিস্তার পানি বঞ্চিত হওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে পরিবেশগত বিপর্যয়। এসব অঞ্চলে ছোট ছোট নদিগুলো মরে গেছে। ক্ষতগ্রস্ত হয়েছে পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীবিকা, জীববৈচিত্র ও জীবচক্র। নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে মানবজাতির জন্য বিশ্ব-ঐতিহ্য সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য।

আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ হাজারো বছর ধরে ৫৭টি যৌথ নদীর বয়ে আনা পলিসৃষ্ট। পূর্ব-হিমালয়ের সকল নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে বংগোপসাগরে পতিত হয়। উজানে বাঁধ ও জলাধার নির্মানের ফলে এই নদীগুলোর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বাংলাদেশের ভৌগলিক এবং পরিবেশগত অস্তিত্ব হুমকীর মুখে পড়েছে। বর্তমানে অনুসৃত নদী, পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র ও জীবচক্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি মেনে চললে প্রকৃতিক নদীর প্রবাহ মানবসৃষ্ট রাজনৈতিক বর্ডারে আটকে দেয়া যায়না। নদীর সার্ভিস পেতে হলে তাকে উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত প্রবাহমান রাখতে হবে। ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি বলবত থাকা সত্ত্বেও প্রবাহ যাথেষ্ট না হওয়ায় গঙ্গার পানি গোড়াইসহ তার শাখা নদিগুলোতে নিয়ে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশগত বিপর্যয়ের কোন সুরাহা করা যায়নি। তাই সরকার বাংলাদেশে গঙ্গার উপর বাঁধ নির্মানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গঙ্গার সমন্বিত ব্যবস্থাপনার কাঠামো না থাকলে এই ব্যারেজেও শুকনো মওসুমে পানি আসবেনা।

তাই নদীমাতৃক বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বেসিন-ভিত্তিক সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যৌথ নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার এবং এদেশের মানুষের নদী-পানির অধিকার রক্ষার সংগ্রাম মাওলানা ভাসানীর ফারাক্কা লংমার্চ থেকে শিক্ষা নিয়ে জোরদার করতে হবে।

যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন আইএফসি নিউইয়র্ক চেয়ারম্যান সৈয়দ টিপু সুলতান, মহাসচিব মোহাম্মদ হোসেন খান, আইএফসি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক জসীম উদ্দিন আহমদ, সভাপতি মোস্তফা কামাল মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মাহমুদ হাসান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রার্থীতা ঘোষণা রাব্বী সৈয়দের

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটি'র আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশানের সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি পরিবর্তনের ডাক দিতে চাই। যে পরিবর্তনে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটি আমাদের চাওয়া পাওয়া পূরণ করবে'। আগামী নির্বাচনে বর্তমান কমিটির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী পরিষদ অংশ নেবে। এছাড়াও আজমল হোসেন কুনো-ফিরোজ আহমেদ পরিষদও আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছে। রাব্বী সৈয়দ বলেন, 'বর্তমান ধ্যান ধারণার বাইরে গিয়ে কমিউনিটির সেবা করার জন্যই পরিবর্তনের ডাক দিয়েছি। আমি জনসংযোগ শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছি'।

SAARA-(এর নবনির্বাচিত কমিটি ২০২৬-২০২৮ গঠিত, সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান সরদার

পরিচয় ডেস্ক: গত ১১ মে সন্ধ্যায় South Asian American Realtor Association (SAARA) এর সাধারণ সভা জামাইকার হালাল ডাইনার এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঝঅঅজঅ এর বর্তমান সভাপতি সারওয়ার খান বাবু এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ জন বোর্ড অব ডিরেক্টর নির্বাচিত করা হয়।

উপস্থিত ১৫ জন বোর্ড অব ডিরেক্টর এর সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৬-২০২৮ এর কার্যকারী গঠিত হয়। সেই সাথে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও দিক নির্দেশনা বিষয়ে আলোচনা হয়।

কার্যকরী কমিটি নিম্নরূপ: সভাপতি: মোঃ বেলাল হোসেন, সহ-সভাপতি: আবুল ফজল ইসলাম দিদার, সহ-সভাপতি: মোঃ কে. আহম্মেদ জসিম, সহ-সভাপতি: মোঃ মাসুদ প্রামানিক, সাধারণ সম্পাদক: নূরুজ্জামান সরদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক: মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক: মোহাম্মদ সেলিম রেজা, কোষাধ্যক্ষ: শামীম নাছের, সাংগঠনিক সম্পাদক: মিজানুর রহমান সাঈদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা: আদান ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক: গোলাম হাসান, প্রচার সম্পাদক: মোঃ আতাউর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক: সেলিম ইব্রাহীম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক: ফারহানা এফ. চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক: সাদমান জামান, কার্যকারী সদস্য: মোঃ মাসুদ সিরাজী, এইচ.এম ইকবাল, শামীম আহম্মেদ, এমডি সামিউর করিম আলমগীর, মোহাম্মদ এম রহমান, রিয়াদ হোসেন, মোহাম্মদ হাবিব, মোহাম্মদ রহমান সাদি, সুমন রায়, সাবিনা চৌধুরী, শাহরিয়ার আলম, জান্নাতুল মাহিমা, জিনিয়া আকতার, মুনমুন সাহা।

উপদেষ্টা পরিষদ: চীপ এডভাইজার: সারওয়ার খান বাবু, এডভাইজার: মেহের খানজাদা, কাজী বি. আহম্মেদ, জসিম চৌধুরী, মোহাম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আর তালুকদার, সাইফুল ইসলাম।

বোর্ড অব ডাইরেক্টর: সারওয়ার খান বাবু, মোঃ বেলাল হোসেন, মোঃ হাবিবুর রহমান, আবুল ফজল ইসলাম দিদার, আসিফ চৌধুরী, মোঃ কে আহম্মেদ জসিম, এমডি আবু চৌধুরী, আদান ইসলাম, মোহাম্মদ মাসুদ প্রামানিক, নূরুজ্জামান সরদার, এইচ.এম ইকবাল, মির্জা মোহাম্মদ হোসাইন, মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মোঃ এম. সিরাজী, শামীম নাছের।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সারওয়ার খান বাবু, মোঃ বেলাল হোসেন, আবুল ফজল ইসলাম দিদার, হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ চৌধুরী, মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, নূরুজ্জামান সরদার, মাসুদ প্রামানিক, মোহাম্মদ এম. সিরাজী, মিজানুর রহমান সাঈদ, মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মোঃ এম রহমান, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ কে. আহম্মেদ জসিম, আদান ইসলাম, সামিউর করিম আলমগীর, সাদমান জামান, এমডি আবু এস. চৌধুরী, ফারহান চৌধুরী, এইচ. এম ইকবাল, শামীম নাছের, আফিস চৌধুরী, শামীম আহম্মেদ।

পরিশেষে উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ নবনির্বাচিত কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটির কর্মকর্তাদেরকে অভিনন্দন জানান। সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সকল সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সকল সদস্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাংলাদেশ থেকে মাংস-শাকসবজি-পেঁয়াজ নিয়ে কানাডার বিমানবন্দরে তিনজন আটক

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার টরেন্টোর পিয়ারসন বিমানবন্দরে গত ১৩ মে মাংস, দুগ্ধজাত পণ্য ও শাকসবজি নিয়ে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া তিনজন আটক হয়েছেন। না জানিয়ে এসব পণ্য নিয়ে আসায় তাদের ১ হাজার ৩০০ কানাডিয়ান ডলার জরিমানা করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম টরেন্টো সান গত বৃহস্পতিবার (১৪ মে) জানিয়েছে, তিনটি গোয়েন্দা কুকুর ওই ব্যক্তিদের থেকে এসব পণ্য খুঁজে বের করে। সব মিলিয়ে তাদের কাছে ৪৫ কেজি ওজনের এসব পণ্য ছিল। কানাডার বর্ডার সার্ভিস এজেন্সি (সিবিএসএ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, ধারলা, ওলগা এবং থিও নামে এ তিনটি কুকুর পণ্যগুলো খুঁজে বের করে। তবে কবে ওই তিনজনকে আটক করা হয়েছিল সেটি স্পষ্ট না করে সিবিএসএ শুধু বলেছে, এ মাসে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া একটি ফ্লাইট থেকে তিন পর্যটকের ব্যাগ থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।

তারা একটি ছবিও প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, পণ্যগুলো টেবিলে সাজানো। আর যেসব কুকুর এগুলো খুঁজে বের করেছে। তারা সেগুলোর পাশে বসে আছে। সংবাদমাধ্যম টরেন্টো সান বৃহস্পতিবার (১৪ মে) জানিয়েছে, তিনটি গোয়েন্দা কুকুর ওই ব্যক্তিদের থেকে এসব পণ্য খুঁজে বের করে। সব মিলিয়ে তাদের কাছে ৪৫ কেজি ওজনের এসব পণ্য ছিল। কানাডার বর্ডার সার্ভিস এজেন্সি (সিবিএসএ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, ধারলা, ওলগা এবং থিও নামে এ তিনটি কুকুর পণ্যগুলো খুঁজে বের করে। তবে কবে ওই তিনজনকে আটক করা হয়েছিল সেটি স্পষ্ট না করে সিবিএসএ শুধু বলেছে, এ মাসে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া একটি ফ্লাইট থেকে তিন পর্যটকের ব্যাগ থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।

ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন অভিযানে এক লাখ ৪৫ হাজারেরও বেশি আমেরিকান নাগরিক শিশু বাবা বা মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে শুরু হওয়া কঠোর অভিবাসন অভিযানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে এক লাখ ৪৫ হাজারেরও বেশি আমেরিকান নাগরিক শিশু তাদের বাবা বা মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে নতুন এক গবেষণায় পাওয়া তথ্যে জানা গেছে। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিবাসন সংক্রান্ত আটক অভিযান শুধু অভিবাসীদেরই নয়, তাদের পরিবারের উপরও গভীর সামাজিক ও মানবিক প্রভাব ফেলছে।

খ্যাতনামা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের শুরু থেকে প্রায় ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬৩৫ জন আমেরিকান নাগরিক শিশুর অন্তত একজন অভিভাবক অভিবাসন কর্তৃপক্ষের হাতে আটক হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২২ হাজারেরও বেশি শিশু এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে একই বাসায় থাকা সব অভিভাবকই আটক হয়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশের বয়স ছয় বছরের নিচে। অল্প বয়সী শিশুদের বড় একটি অংশ এই *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

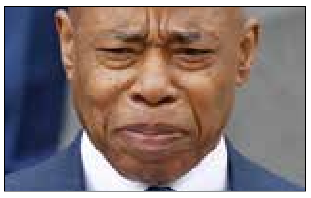

নিউ ইয়র্ক সিটি বাজেটে ১২ বিলিয়ন ডলারের কোনো ঘাটতি কখনোই ছিল না

- সাবেক মেয়র এরিক এডামস

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটি বাজেটে ১২ বিলিয়ন ডলারের কোনো ঘাটতি কখনোই ছিল না। সেই অলীক *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নথিপত্রহীন অভিবাসীদের কর প্রদান প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত নথিপত্রহীন অভিবাসীদের কর প্রদান প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএসের) ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এমন একটি ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা চলছে, যা অভিবাসীদের

তাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস প্রকাশ করতে বাধ্য করতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রের কর ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। বর্তমানে যাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর নেই, তারা আইটিআইএন

বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটি আমেরিকার যানজটপূর্ণ মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোর মধ্যে তৃতীয়-সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে

পরিচয় ডেস্ক: সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ যানজটপূর্ণ শহরগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
কনজিউমার এফেয়ার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি বৃহত্তম মেট্রোপলিটন এলাকার যানজটজনিত সময়ের *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

ফেডারেল তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিউইয়র্ক সিটির ১২ হাজারের বেশি বাসিন্দা গৃহহীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বেন

পরিচয় ডেস্ক: ফেডারেল তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিউইয়র্ক সিটির হাজারো নিম্নআয়ের পরিবার বড় ধরনের আবাসন সংকটে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছেন হাউজিং অ্যাডভোকেটরা। তাদের আশঙ্কা, সমস্যার সমাধান না হলে ১২ হাজারের বেশি নিউইয়র্কবাসী *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

সান ডিয়েগো শহরের বৃহত্তম মসজিদ- 'ইসলামিক সেন্টারে বন্দুক হামলা, দুই হামলাকারীসহ নিহত ৫

পরিচয় ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান ডিয়েগো শহরের বৃহত্তম মসজিদ ওইসলামিক সেন্টার অব সান ডিয়েগোতে (আইসিএসডি) এক ভয়াবহ বন্দুক হামলায় তিনজন নিহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাটিকেহেট ক্রাইম (ঘৃণা থেকে উদ্ভূত অপরাধ) হিসেবে তদন্ত করছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ১৭ ও ১৮ বছর বয়সী দুই সন্দেহভাজন হামলাকারীও নিহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তারা নিজেদের গুলিতেই আত্মহত্যা করেছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং জনগণের কাছে তথ্য চেয়ে একটি বিশেষ হটলাইন চালু করেছে। গত সোমবার ১৮ মে জোহরের নামাজের ঠিক আগে সান ডিয়েগো শহরের *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

আইওএস ২৭ আপডেটে আইফোন ক্যামেরা অ্যাপে আসছে বড় পরিবর্তন

পরিচয় ডেস্ক: এ পরিবর্তনের মাধ্যমে পেশাদার ফটোগ্রাফার থেকে শুরু করে শখের ব্যবহারকারী সবাই আইফোনের ছবির আউটপুট বা মানের ওপর আগের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ পাবেন। আসন্ন আইওএস ২৭ আপডেটে আইফোনের ক্যামেরা অ্যাপে বড় ধরনের পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে অ্যাপল। নতুন সংস্করণে ক্যামেরা ইন্টারফেইসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ও সিরি'তে যোগ হচ্ছে নতুন সব ফিচার। মার্কিন বাণিজ্য প্রকাশনা ব্লুমবার্গ প্রতিবেদনে লিখেছে, আইওএস-এর এই নতুন আপডেটে ক্যামেরা অ্যাপটিকে ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে সাজিয়ে নিতে পারবেন। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে পেশাদার ফটোগ্রাফার থেকে শুরু করে শখের ব্যবহারকারী সবাই আইফোনের ছবির আউটপুট বা মানের ওপর আগের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*